Contents

অষ্টম বর্ষ

সপ্তম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

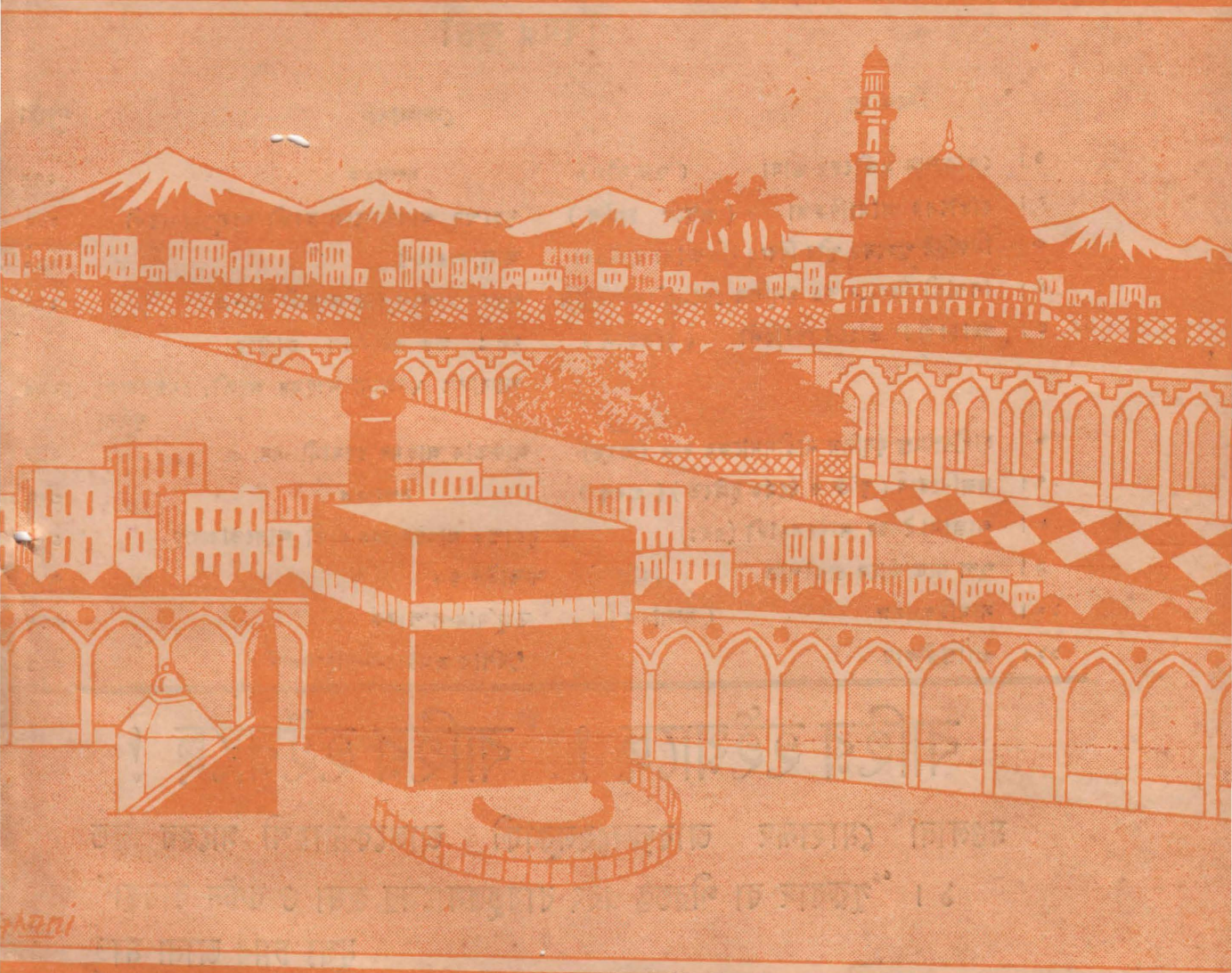

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।৷০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

অষ্টম বর্ষ—৭ম সংখ্যা

পৌষ—মাঘ ১৩৬৮ বাং জানুয়ারী—ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কোরআন মজীদের ভাষ্য	(তফ্‌সীর)	সম্পাদক	২৭৭
২।	হাদীসের প্রামাণিকতা	(অমূল্য হাদীস)	মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী	২৮৫
৩।	নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীর বিবাহ	(জিজ্ঞাসা ও উত্তর)	আল্‌কোরায়শী	২৯০
৪।	সিপাহী জিহাদোত্তর মুস্‌লিম রেনেসাঁর পটভূমি		অধ্যাপক আশ্‌রাফ ফারুকী এম-এ	২৯৩
৫।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী	(ইতিহাস)	মূল : স্যর উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী, মেছাবোনা, খুলনা	২৯৫
৬।	হাদীসশাস্ত্রে মুস্‌লিম নারীসমাজের দান	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,	২৯৮
৭।	জন্মনিরোধ (যুক্তি ও ধর্মের দৃষ্টিতে)	(প্রবন্ধ)	সম্পাদক	৩০২
৮।	আল্লামা সৈয়দ আবদুলহাদী (রহঃ)		মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	৩০৯
৯।	পুষ্প পত্রে কাঁদে প্রজাপতি	(কবিতা)	আতাউল হক	৩১৬
১০।	সাময়িকপ্রসঙ্গ	(সম্পাদক)	তর্জুমান-সম্পাদক	৩১৭
১১।	প্রাপ্তিস্বীকার		পূর্বপাক জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস	৩২১

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল্‌কাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা"
মূল্য চারি আনা মাত্র

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ" মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল সতন্ত্র।

পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

আল্‌-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দু
সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়
৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল্‌হাদীস

(মাসিক)

কোরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

অষ্টম বর্ষ	জানুয়ারী ১৯৫৯ খৃস্টাব্দ, জমাদিস্‌সানী ও রজব ১৩৭৮ হিঃ, পৌষ ও মাঘ ১৩৬৫ বংগাব্দ	৭ম সংখ্যা

প্রকাশ স্থল ঃ—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল্‌-ফাতিহার তফ্‌সীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৫৫)

মহামান্য নবী ও রসূলগণ যুগপৎ ভাবে "সিদ্‌দীক" ও "শহীদে"র গৌরবান্বিত আসনের অধিকারী থাকিলেও প্রত্যেক "সিদ্‌দীক" আর প্রতিজন "শহীদে"র পক্ষে নবীগণের আসনে সমাসীন হওয়া যেমন সম্ভবপর হয়-নাই, ঠিক তেমনি "সালিহগণে"র প্রত্যেকের পক্ষে নবু-ওতের সিংহাসনে আরোহণ করা সম্ভবপর না হইলেও উক্ত আসন প্রত্যেক নবী আর প্রত্যেক জন রসূলের অধিকারভুক্ত। তাই আমরা দেখিতে পাই কুরআন-পাকের সূরত-আত্‌তহ্‌রীমের ১০ম আয়তে হযরত নূহ ও হযরত লুত, সূরত-আল্‌আন্‌আমের ৮৬ আয়তে হযরত যাকারিঈয়া, ইয়াহ্‌য়া, ঈসা আর ইল্‌য়াস, সূরত-আম্বিয়ার ৮৬ আয়তে হযরত ইস্‌মাঈল, ইদ্‌রীস ও যুলকিফ্‌ল, সূরত-আল্‌কসসের ২৭ আয়তে হযরত শুআইব, সূরত-আস্‌সাফ্‌ফাতের ১১২ আয়তে হযরত ইস্‌হাক আর সূরত-ইউসুফের ১০১ আয়তে হযরত ইউসুফ আলাইহিমুস্‌সালাম "সালিহীন" রূপে আখ্যাত হইয়াছেন। নবী ও রসূল-

www.ahlehadeethbd.org

গণের জনক আর একেশ্বরবাদীদলের অধিনায়ক হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ সম্বন্ধে সূরত-আল্বাকারায় কথিত হইয়াছে: বস্তুতঃ আমরা ولقد اصطفيناه فى الدنيا দুনিয়ায় ইব্রাহীমকে وانه فى الاخرة لمن বাছিয়া লইয়াছি আর الصالحين ! পারলৌকিক জীবনে সে "সালিহীনে"র অন্তরভুক্ত হইবে —১৩০ আয়ত। সূরত-আন্নহলের ১২২ আয়তে আর সূরত-আল্আন্কাবুতের وانه فى الاخرة لمن الصالحين ২৭ আয়তেও হযরত ইব্রাহীমের পারলৌকিক জীবনে "সালিহীন" দলে গণ্য হইবার কথা পুনরুক্ত হইয়াছে। *

রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র মুখে মি'রাজের যে বিবরণ প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, হযরত আদম ও হযরত ইব্রাহীম তাঁহাকে "সালিহপুত্র ও সালিহ নবী," مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح আর হযরত ইয়াহ্ইয়া, ঈসা, ইদ্রীস, ইউসুফ, হারূণ ও মূসা আলায়হিমুস্সালাম "সালিহ ভ্রাতা" আর "সালিহ নবী" مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح বলিয়া সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন[১]।

মোটের উপর, যাঁহারা দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সাধুতা ও বিশুদ্ধতার উন্নত জীবন অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণীগত তারতম্য থাকিলেও তাঁহারা সকলেই "সালিহীন"। আলোচ্য বিষয়টিকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করার পক্ষে সাধু ও সচ্চরিত্রগণের সম্রাট হযরত রসূলুল্লাহর (দঃ) একটি মূল্যবান হাদীস যথেষ্ট হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, দেখ, যাহা হালাল, তাহা সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত আর যাহা হারাম তাহাও সুস্পষ্ট ও ব্যাখ্যাত আর এতদুভয়ের মাঝখানে রহিয়াছে কতকগুলি সন্দেহজনক বিষয়। যেগুলির বিবরণ অনেকেই অবগত

الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لايعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبراء لدينه وعرضه، ومن وقع فى الشبهات كراعى يرعى حول الحمى، يوشك ان يواقعه ـ الا وان لكل ملك حمى ! الا ان حمى

* উল্লিখিত নবীগণের অন্তর্ভুক্ত "যুলকিফ্ল" কে, আর তাঁর আসল নামই বা কি, কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়না। বিদ্বানগণ তাঁহার সম্বন্ধে পঞ্চবিধ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন: একদল বলেন, "যুলকিফ্ল" আলইয়াসআ নবীর একজন নগণ্য শিষ্য ছিলেন, তাঁহার ধর্মপরায়ণতা ও ক্রোধশূন্য চরিত্রের জন্য উক্ত নবী তাঁহাকে স্বীয় প্রতিনিধি মনোনীত করেন। কিন্তু শুধু সাধুতার পথ অবলম্বন করিয়া অথবা কোন নবীর প্রতিনিধি হইয়া কাহারও পক্ষে নবুওতের আসনে সমাসীন হইবার উপায় নাই। এসম্পর্কে ভাষ্যকারগণ মুজাহিদ ও হযরত ইবনে-আব্বাসের প্রমুখাৎ যেসকল রেওয়ায়ত উধৃত করিয়াছেন, সমস্তই অগ্রাহ্য। কারণ সেগুলির সনদ বিচ্ছিন্ন আর অপ্রমাণিত। আর একদল বিদ্বানের অভিমত যে, "যুলকিফ্ল" হযরত আইয়ূব নবীর পুত্রের উপনাম। জনৈক ব্যক্তির জামীন হইবার দরুণে তাঁহাকে কয়েকবৎসর ব্যাপী কারা-নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। শাহ আবদুল্কাদির মুহাদ্দিস তাঁর "মুযিহুলকুরআনে" এই কথা বলিয়াছেন। শাহসাহেবের অভিমতের ভিত্তি আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু ইহা অসম্ভব নয়। কারণ ইস্রাঈলী নবীগণ প্রায় সকলেই পিতার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। আর একদল বলেন, তওরাতে বর্ণিত বুযী নামক জ্যোতিষীর পুত্র হেয্কীল নবী, যিনি হযরত ইউশার পর বনীইস্রাঈলদের নবী রূপে উত্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পদবী বা উপনাম ছিল "যুলকিফ্ল"। ইহুদীরাও নাকি হেয্কীলকে "যুলকিফ্ল" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। রডওয়েল তাঁর অনুবাদে এই অভিমত গ্রহণযোগ্য বলিয়াছেন। কেহ কেহ স্বয়ং ইউশা বিন নূনকেই "যুলকিফল" বলিয়াছেন। আমাদের সমসাময়িক ভাষ্যকারদের দু' একজন কপিলাবস্তুর গৌতম বা বুদ্ধদেবকে "যুলকিফল" সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন। উপরিউক্ত অভিমতগুলির কোনটাই বিলকুল অসম্ভাব্য নয় আর পাক-ভারতের মাটিতে নবী ও রসূলগণের উত্থান কুরআনী-মতবাদেরও প্রতিকূল নয়। হযরত আদম যে এই ভূখণ্ডেই নবীরূপে উত্থিত হইয়াছিলেন, সেকথা অস্বীকার করার উপায়নাই। কিন্তু সত্য কথা এই যে, উপরিউক্ত অভিমতগুলির একটিকেও ধ্রুবসত্য রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারেনা। নবুওতের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি সম্বন্ধে একটি মূলনীতি সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সত্যকার কোন নবীকে অস্বীকার করা যেরূপ অমার্জনীয় অপরাধ, তেমনি যাহার নবুওত সঠিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়নাই, তাহাকে নবীরূপে নির্ধারিত করিতে যাওয়াও মহাপাপ! আমরা কুরআনের সাক্ষ্যমত এইটুকু স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পৃথিবীতে "যুলকিফল" নামক জনৈক নবীর অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। তিনি স্থৈর্যবান (সাবির) ও সচ্চরিত্র (সালিহ) ছিলেন। কোথায় তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তিনি কাহার পুত্র ছিলেন, সেসব কথার নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই আর আনুমানিক ভাবে কাহাকেও নবী সাব্যস্ত করা ইস্লামী রীতির খিলাফ। হেযকীল নবী ইয়াহুদীদের নিকট সত্যই যদি "যুলকিফল" নামে পরিচিত থাকেন, তাহাহইলে রডওয়েলের সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃত অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

১) বুখারী, সালাত [১] ৭৪ পৃঃ; আম্বিয়া [৪] ১৩৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নয়! সুতরাং যেব্যক্তি সন্দেহজনক কার্যকলাপ এড়াইয়া চলিবে, সে তার সম্ভ্রম আর ধর্ম দুইই রক্ষা করিতে পারিবে। আর যে-

الله فى ارضه محارمه ! الا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله ! الا وهى القلب !

ব্যক্তি অসাবধানতা নিবন্ধন সন্দেহজনক কার্যকলাপে লিপ্ত রহিবে তাহার উদাহরণ এমন একটি রাখালের মত, যে তার পশুপাল সরকারের নিষিদ্ধ চারণভূমির একান্ত ধার ঘেঁষিয়া চরাইয়া বেড়ায়, যার ফলে তার পশুপালের পক্ষে নিষিদ্ধ চারণভূমিতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা সর্বদাই লাগিয়া থাকে। রসূলল্লাহ (দঃ) বলিলেন, দেখ, তোমরা অবহিত হও! প্রত্যেক রাজারই নিষিদ্ধ চারণভূমি রহিয়াছে আর আল্লাহর নিষিদ্ধ চারণভূমি হইতেছে তাঁর হারাম নির্দেশগুলি! দেখ, তোমরা অবহিত হও! মানুষের দেহে একটি পিণ্ড রহিয়াছে, সেই পিণ্ডটি যখন শোধিত ও সঠিক (সালিহ) হইয়া উঠে, তখন তার সমস্ত শরীরই সুস্থ ও বিশুদ্ধ (সালিহ) হইয়া যায় আর সেই পিণ্ডটি যখন দূষিত ও রুগ্ন হয়, তখন তার সমস্ত শরীরটাই বিগড়াইয়া যায়! শুন, অবহিত হও, সেই পিণ্ডটি মানুষের হৃদয়[২]।

ধরণীর শ্রেষ্ঠতম ধন্বন্তরির সতর্কবাণী দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আধ্যাত্মিক শুদ্ধিই প্রকৃতপক্ষে "সালিহীনে"র শ্রেষ্ঠতম ভূষণ আর শুধু নিষিদ্ধ ও বিগর্হিত কার্যকলাপ হইতে বিদূরিত থাকার নাম আত্মশুদ্ধি নয়, পাপ ও অন্যায় পথে চলার জন্য যে সকল কার্যকলাপ উৎসাহিত ও প্ররোচিত অথবা সম্ভাবনারসৃষ্টি করে, আপাতদৃষ্টিতে গর্হিত মনে না হইলেও, যাঁহারা "সালেহীন", তাঁহারা অতিসাবধানতার সহিত সেগুলিও উপেক্ষা করিয়া চলেন। কারণ স্বীয় আত্মশুদ্ধির বলে পাপের সঙ্গে সঙ্গে উহার সৈন্যসামন্তদেরও তাঁহারা ঘৃণা করিতে শিখেন। "সালেহীনে"র এই পরিচয় নেতিবাচক, ইহার বিকল্প অস্তিবাচক পরিচয় এই যে, অসৎ ও অসাধু পথে চলিবার যে বিষয়টি সর্বদা তাঁহাদের অন্তরায় হয়, তাহাহইতেছে তাঁহাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি তাঁহাদের সীমাহীন আস্থা ও অনুরাগ। ঐশীপ্রেমের আগুণে জ্বলিয়া তাঁহারা খাঁটি সোনায় পরিণত হইয়াযান, তাঁহাদের সমুদয় কার্যকলাপ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁহারই আদেশক্রমে তাঁহারই ব্যবস্থিত নিয়মে তাঁহারা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আল্লাহর পবিত্র নামকে জগজ্জয়ীকরার দুর্বার বাসনা লইয়া তাঁহারই পবিত্র স্মরণে তাঁহারা জীবনধারণ করেন। "সালিহীন" যে পদ্ধতিতে তাঁহাদের প্রভু ও প্রতিপালককে স্মরণ করিয়া থাকেন তাহা বিভিন্নরূপী। পঞ্জগানা ও নফ্‌লী নমায, তিলাওয়াতে-কুরআন, নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময়ের দুআ ও প্রার্থনা, রসূলল্লাহর (দঃ) পবিত্র হাদীসের পঠন ও পাঠন, "কলিমাতুলহক্কে"র উন্নয়নকল্পে সকল ভাষায় নানাবিধ বিদ্যার্জন, শরীআতের শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদানকল্পে আলোচনা চক্র, ওয়া'য ও নসীহতের মহ্‌ফিল, আল্লাহর মহিমা ও কুদরত সম্বন্ধে সুগভীর চিন্তা, তাঁর পবিত্র বাণীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার সাধনা, আল্লাহর শত্রু আর তাঁর রসূলের (দঃ) সুন্নতের বিরোধীদলগুলির প্রতিবাদকল্পে পুস্তকাদির প্রণয়ণ ও সংকলন সমস্তই "আমলে-সালিহ"। সত্যবাদী ও স্পষ্টভাষী হওয়া, মিথ্যাবাদী, অশ্লীলভাষী আর নিন্দুক না হওয়া, শির্ক ও কুফরজাত কোন কথা মুখ হইতে উচ্চারণ না করা "সালিহীন" দলের স্বভাব। মানুষের উপকার, আর্তের সেবা, কলহবিবাদের নিষ্পত্তি, যুলুম আর অন্যায়ের সঙ্গে জিহাদ ইত্যাদি সমুদয় কার্যই সচ্চরিত্রতা, সাধুতা ও "আমলে-সালিহে"র পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিশ্বাস, মতবাদ, ইবাদত ও অনুষ্ঠান সম্পর্কিত সমুদয় কার্যকলাপ কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ, নিয়ম ও ব্যবস্থামত প্রতিপালিত না হওয়া পর্যন্ত সদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবেনা। এ সম্পর্কে সাধকপ্রবর হযরত জুনায়দ বাগ্‌দাদীর উক্তি বিশেষ তথ্যপূর্ণ। তিনি বলেন, আল্লাহর দিকে অগ্রসর হইবার পথগুলি সৃষ্টজীবের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সীমাহীন। কিন্তু সমস্ত পথই মানুষের জন্য অবরুদ্ধ। যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (দঃ) পদাংকানুসরণ করিয়া চলে শুধু তাহার জন্যই আল্লাহর দিকে অগ্রগতির পথ মুক্ত রহিয়াছে[১]।

الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق كلها مسدودة على الخلق الا على من اقتفى اثر الرسول عليه الصلوة والسلام

২) বুখারী, ঈমান [১] ১৬ পৃঃ।

১) রাসায়েল কুশায়রিয়া, ১৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একদল সূফী এই ভ্রান্তধারণার বশীভূত হইয়াছেন যে, কুরআনে যেসকল নবীকে "সালিহ" দলের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে, তাঁহাদের আসন, যাঁহারা "সালিহ" রূপে আখ্যাত হ'ননাই, তাঁহাদের চাইতে সমুন্নত। এই ধারণার ভ্রান্তি প্রতিপন্ন করার পক্ষে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে যে, নবী ও রসূলগণের বিশাল বাহিনীর মধ্যে একজনও অসাধু "গায়ের সালিহ" ছিলেননা। কোন অসাধু ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির যথার্থ নবুওতের আসনে সমাসীন হওয়া কল্পনাও করা যাইতে পারেনা। একজন সাধারণ 'মর্দে মুমিন' নবীর (দঃ) পদাংকানুসরণ করিয়া "সালিহীনে"র দলভুক্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু নবুওতের গৌরবলাভ করা তাহার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর নয়। সুতরাং নবীগণের পক্ষে "মুসলিমীন" "সাদিকীন," "সাবিরীন" হওয়ার যে তাৎপর্য, "সালিহীন" হওয়ার তাৎপর্যও ঠিক তাই! দেখ, কুরআনে হযরত ইস্মাঈলকে "সাদিকুল ওয়াআদ" ওয়াদার সাচ্চা আর হযরত ইদ্রীস ও হযরত ইউসুফকে "সিদ্দীক" সত্যজীবী আর হযরত ইস্মাঈল, ইদ্রীস আর যুলকিফ্লকে "সাবেরীন" ধৈর্যশীল আর হযরত ইব্রাহীমকে "মুসলিম" রূপে আখ্যাত করা হইয়াছে। তাই বলিয়া কি অন্যান্য নবী ও রসূলগণও তাঁহাদের ওয়াদায় সাচ্চা, সত্যজীবী, ধৈর্যশীল ও মুসলিম ছিলেননা? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রেরিত মহামানবগণ সকলেই আর প্রত্যেকেই সচ্চরিত্র, সাধু, ধৈর্যশীল, প্রতিশ্রুতিপালনকারী, সত্যজীবী ও মুসলিম ছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে যখন যাঁর যেগুণের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল, কুরআনে সেই স্থানে সেই গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। হযরত আদম, দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, মূসা, হারূণ, সালিহ, হুদ, ইয়াকুব ও ইউনুস আলাইহিমুস্সালামের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহাদের সাধুতার উল্লেখ প্রয়োজনীয় হয়নাই বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে "সালিহ" শব্দের প্রয়োগ হয়নাই। কুরআনে "সালেহীন" দলে হযরত আদম, হযরত মূসা, বিশেষতঃ হযরত মুহাম্মদ আলায়হিমুস্সালামের উল্লেখ না থাকায় তাঁহাদিগকে "সালিহ" দলের বহির্ভূত মনে করা একান্ত মূর্খতারই পরিচায়ক হইবে।

সূফীদের উপরিউক্ত দলটি নবুওতের শ্রেণীবিভাগ করিয়া "সাধারণ নবুওত" আর "নবুওতে বেলায়েত" নামে দুই প্রকার "নবুওত" আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের কেহ কেহ "বেলায়েত"কে "নবুওতে"রও অগ্রগণ্য প্রতিপন্ন করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কুরআন ও সুন্নাহ-বিরোধী এই মতবাদের ওকালতি করিতে গিয়া সপ্তম শতকের হিস্পানী সূফী শায়খ মুহীউদ্দীন ইবনেআরাবী তাঁর গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তুমি যদি কোন "আল্লাহ ওয়ালা"কে একথা বলিতে শুন, অথবা কেহ যদি তোমাকে বলে যে তিনি একথা বলিয়াছেন, "বেলায়েত" "নবুওত" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাহইলে তোমার জানা উচিত যে, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ব্যতীত অন্য কিছু বলা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। অথবা যদি বলেন যে, ওলী, নবী বা রসূল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাহইলে বুঝিতে হইবে, তিনি একই ব্যক্তি সম্বন্ধে একথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ "ওলী নবী" তাঁহার "বেলায়েতে"র জন্য যিনি শুধু নবী তাঁহার চাইতে অধিকতর কামিল আর পূর্ণতা প্রাপ্ত বলিয়া শ্রেষ্ঠ। তাঁর কথার এ অর্থ নয় যে, ওলী যে নবীর অনুসারী, তাঁহার চাইতে সেই ওলী শ্রেষ্ঠ। কারণ অনুসারী ব্যক্তি যে বিষয়ে যাহার অনুসরণ করিতেছে, সেবিষয়ে তাঁহার চাইতে কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠ হইতে পারেনা।[১]

فاذا سمعت احدا من اهل الله يقول او ينقل اليك عنه انه قال : الولاية اعلى من النبوة، فليس يريد ذلك القائل الا ما ذكرته، او يقول ان الولى فوق النبى والرسول فانه يعنى بذلك فى شخص واحد، وهو ان الرسول من حيث هو انه ولى اتم منه من حيث هو نبى ورسول - لان الولى التابع له اعلى منه، فان التابع لا يدرك المتبوع ابدا فيما هو تابع له فيه -

ইবনেআরাবীর পক্ষে স্বীয় মতবাদের দোষক্ষালনের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক। নবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তারতম্য অনস্বীকার্য, কারণ কুরআনের সাহায্যেই একথা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, এই যে রসূলগণের বাহিনী রহিয়াছে, আমরা তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন রসূলকে تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

১) ফসূলুল হিকাম শরহে-ফসূসিলহিকাম ২৪৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অপরাপর রসূল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে এমন রসূলও আছেন, যাঁহার সহিত স্বয়ং আল্লাহ বাক্যালাপ করিয়াছেন আবার কোন রসূলের আসন তিনি সর্বাপেক্ষা সমুন্নত করিয়াছেন। আমরা মেরীর পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শন অর্পণ করিয়াছিলাম আর পবিত্রাত্মার সাহায্যে তাঁহাকে বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছিলাম—আল্‌বাকারা: ২৫৩।

منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس !

উল্লিখিত আয়তে কতক রসূলের অপরাপর রসূল ও নবীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে আর যাঁহারা উপরিউক্ত শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হযরত মূসা, হযরত মুহাম্মদ ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস্‌সালাম উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণগুলিও অব্যক্ত রাখা হয়নাই। মূসা নবীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নির্দেশিত হইয়াছে যে, আল্লাহ স্বয়ং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ) কে কতিপয় বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া সমুদয় নবী ও রসূলের পুরোভাগে তাঁহাকে সমাসীন করা হইয়াছে। যথা, পূর্ববর্তী নবী ও রসূলগণের নিকট হইতে তাঁহার রিসালতের স্বীকৃতি গ্রহণ, তাঁহাকে সার্বভৌম নবুওতের গৌরব অর্পণ, তাঁহাদ্বারা রিসালত ও নবুওতের সমাপ্তিসাধন, তাঁহার গ্রন্থ ও শরীআতকে অমরত্বদান। হযরত ঈসার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে, তাঁহার হস্তে কতকগুলি অলৌকিক ক্ষমতা সমর্পণ করা আর তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবে হযরত জিব্রীলের সহায়তা।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, "বেলায়েত" বা "সালিহীয়ত" অর্থাৎ "সখ্য ও সাধুতা"কে একজন রসূলেরও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়নাই। প্রকৃতপক্ষে নবুওত ও রিসালত যেরূপ সাধনাসাপেক্ষ ব্যাপার নয়, উহা যেরূপ ইচ্ছা ও চেষ্টা দ্বারা অর্জন করা যায়না, তেমনি উহা নির্বাচন ও নিয়োগের দুর্জ্ঞেয় রহস্যে পূর্ণ। কুরআনের সাক্ষ্য যে, ফেরেশতার- দল আর মানবকুল হইতে স্বয়ং আল্লাহ রসূলগণকে নির্বাচিত করিয়া থাকেন—আলহজ, ৭৫। এই নির্বাচন সাধন ভজন, তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনার মুখাপেক্ষী হয়না; ইহা সর্বতোভাবে সৃষ্টিকর্তার সদিচ্ছার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। এসম্পর্কেও কুরআন সাক্ষ্য দিয়াছে যে, আল্লাহ তাঁর রিসালতের দায়িত্ব কাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, সেকথা স্বয়ং আল্লাহতা'লাই উত্তমরূপে অবগত আছেন—আল্‌আন্‌আম, ১২৫ আয়ত। প্রকাশ থাকে যে, কতিপয় ব্যক্তি রসূলগণের মত আল্লাহর বাণীর ধারক হইবার আকাংখা প্রকাশ করায় কুরআনে এই জওয়াব অবতীর্ণ হইয়াছিল। জওয়াবে একথা স্বীকৃত হয়নাই যে, নবুওতের দায়িত্ব বহন করার উপযোগী যথাযোগ্য সাধনার অভাব নিবন্ধন তাহারা এই গৌরব হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। সূরত-আশ্‌শুরায় রিসালত ও হিদায়ত প্রাপ্তির সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক উপায় নির্ধারিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, আল্লাহ যাঁহাকে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে পয়গম্বরীর জন্য আকর্ষণ করিয়া থাকেন আর যাহারা তাঁহার কাছে প্রণত হয়, শুধু তাহাদেরই তিনি তাঁহার পথের সন্ধান দিয়া থাকেন,—৫৩ আয়ত। দেখ, এই আয়তেও হিদায়তকে বান্দার সাধনাসাপেক্ষ আর রিসালতকে আল্লাহর অভিপ্রায়সাপেক্ষ করা হইয়াছে।

الله اعلم حيث يجعل رسالته'

الله يجتبى اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب'

"বিলায়েত" বা সখ্যতার আসনলাভ করা সর্বদাই শ্রম ও সাধনা সাপেক্ষ, ইহার দ্বার সকলের জন্য অবারিত। আল্লাহ বলেন, দেখ, অবহিত হও, যাহারা আল্লাহর ওলী তাহাদের জন্য কোন ভয় বা সন্তাপ নাই, তাহারা আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল এবং সাধুতার জীবন যাপনকারী ছিলেন—ইউনুস, ৬২ ও ৬৩ আ:। এই আয়তে সমুদয় সাধু মু'মিনকেই আল্লাহর ওলীর পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহার সরলার্থ এই যে, ঈমান ও ইস্‌লামের যথার্থ অনুসরণ দ্বারাই বেলায়েতের আসন লাভ করা যায়। ইহার স্থান নবুওতের বহু নিম্নে। নবীগণের প্রতি ঈমান ও তাঁহাদের অনুসরণ দ্বারাই "বিলায়ত"

الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون !

الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس !

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লাভ করা যাইতে পারে। একজন অতি ক্ষুদ্র নবীও "ওলী" তো ছিলেনই বরং ওলী অপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অতএব "বেলায়ত"কে "নবুওত" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করার যে ধৃষ্টতা, তার কোন কৈফিয়তই গ্রাহ্য করার উপযুক্ত নয়।

"সালিহীনে"র প্রসঙ্গ সমাপ্ত করার পূর্বে ইস্‌লামি-দৃষ্টিভংগীতে যে বিষয়গুলি উন্নতজীবনধারা বা "আ'মালে-সালিহা" বলিয়া গণ্য, নিম্নে সেগুলির একটি বিস্তৃত-তালিকা প্রদত্ত হইল। "আ'মালে-সালিহা"র লক্ষণীয় বিষয়বস্তুগুলি প্রধানতঃ দ্বিবিধ :

প্রথম, অধ্যাত্মলোকের শোধন ও সুসজ্জা,

ইহার প্রধানতম স্তম্ভ হইতেছে আকীদা (মতবাদ) আর নিয়ত (সংকল্প)। আকীদা যদি সঠিক না হয় আর সংকল্পকে যদি ভেজালমুক্ত করিতে না পারাযায়, তাহা-হইলে কর্ম আর অনুষ্ঠানের সমুদয় সাধনা ও ভজনা কেবল পণ্ডশ্রমেই পরিণত হইবে।

১। ইস্‌লামী আকীদা বা মতবাদের বুনিয়াদিকথা-গুলি নিম্নরূপ :

(ক) আল্লাহর প্রতি, তাঁর অস্তিত্ব ও বিদ্যমানতার প্রতি, তাঁর একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও অনুপমত্বের প্রতি, এক-মাত্র তিনিই অনাদি, চিরবিরাজমান আর সমস্তই নবো-দ্ভিন্ন—একথার প্রতি, তাঁহার ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান হও-য়ার প্রতি, তিনি নিজেকে যেসকল গুণে গুণান্বিত করিয়া-ছেন, সেইসকল গুণে তাঁহার গুণবান হওয়ার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা।

(খ) আল্লাহর সঙ্গেসঙ্গে ফিরিশ্‌তা, ঐশীগ্রন্থ, ওয়াহী (প্রত্যাদেশ), রসুল, তক্‌দীর (অদৃশ্যমান নির্বন্ধ) আর চরমবিচারদিবসের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করা।

পরলোক, আলমে-বর্‌যখ (মধ্যলোক), পুনরুত্থান, হশরের সমাবেশ, হিসাব-নিকাশ, মীযান (মতবাদ ও আচরণের তুলাদণ্ড), দুযখের পৃষ্ঠে স্থাপিত অতিসূক্ষ্ম ও সুতীক্ষ্ণ সিরাত বা সেতু, বেহেশ্‌ত ও দুযখ প্রভৃতিকে বিশ্বাস করাই বিচারদিবসের প্রতি আস্থা স্থাপন করার তাৎপর্য।

(গ) শুধু বিশ্বাসস্থাপন করাই আকীদা দুরস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আল্লাহকে মানিয়া লইয়া, স্বীয় অন্তর-লোকে তাঁহার ভয়, ভক্তি, অনুরাগ, প্রেম ও আসক্তিও সৃষ্টি করিতে হইবে। শুধু আল্লাহর জন্যই আত্মীয়স্বজন ও জগদ্বাসীর সহিত বন্ধুত্বভাব ও শত্রুভাব পোষণ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত আল্লাহর সহিত বান্দার যোগসূত্র যাঁহার মাধ্যমে স্থাপিত হইয়াছে, বসুন্ধরার সেই সৌভাগ্য-রবি রসুলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য ও অনুরাগ, সম্বর্ধনা ও শ্রদ্ধা দ্বারাও স্বীয় হৃদয় আলোকোজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে।

২। নিয়ত বা সংকল্পকে অবিমিশ্র অর্থাৎ ভেজাল-মুক্ত করার বিধানগুলি নিম্নরূপ :

(ক) সকলপ্রকার সদাচরণকে ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া তোলা। সোজাকথায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিবিধান করে সমুদয় সৎকার্য সম্পন্ন করিয়া যাওয়া। কপটতাবর্জন, তওবা, অনুশোচনা, ভয়, আশা-ভরসা, কৃতজ্ঞতা—শোক্‌র, বিশ্বস্ততা, স্থৈর্য বা সবর, সন্তোষ বা রিযা, আল্লাহর প্রতি পরম নির্ভরশীলতা—তাওয়াক্‌কুল, দয়া বা রহম আর বিনয় আধ্যাত্মিক "আমালে-সালিহার" অন্তর্ভুক্ত নিয়তের বিশুদ্ধতার তাৎপর্য।

(ঘ) সাধুসজ্জনগণের সম্ভ্রম ও সমাদর, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন আর কনিষ্ঠদের প্রতি মমত্ববোধ আধ্যাত্মিক সুসজ্জার অন্তর্গত।

(গ) অহমিকতা, আত্মশ্লাঘা, পরশ্রীকাতরতা, কলহ-পরায়ণতা আর বিদ্বেষভাব বর্জন না করা পর্যন্ত অধ্যাত্ম-লোকের শোধন সম্ভাবিত হয়না।

অন্তরের শোধন ও সুসজ্জা কল্পে মতবাদের সুষ্ঠুতা আর সংকল্পের বিশুদ্ধতার জন্য এপর্যন্ত যে পঁচিশ দফা গুণের উল্লেখ করা হইল, এগুলি সমস্তই "আ'মালে কল্‌ব" (اعمال قلب) বা আধ্যাত্মিক কর্মযোগ। ঈমান প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের একটি সক্রিয় অবস্থার নাম। যখন হৃদয় উক্ত অবস্থা লাভ করিয়া ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে, তখন মর্দেমুমিন "সালিহীনে"র গণ্ডীতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়, ইন্দ্রিয়িক শোধন ও সুসজ্জা,

কিন্তু অধ্যাত্মশুদ্ধির পরিপুষ্টি ও সর্বাঙ্গীণ পরিণতি আর পারিপাট্য নির্ভর করে রাসনিক ও ইন্দ্রিয়িক আচরণের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপরেই। "ঈমান ও আমল" অর্থাৎ অধ্যাত্মআচরণ আর ইন্দ্রিয়িকআচরণ পরস্পর এত নিবিড়, ঘনিষ্ঠ, ওত-প্রোত ও অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত যে, এতদুভয়ের কোন একটিকে বাদ দিয়া অপরটির কল্পনা করা সম্ভবপর হয়না। মতবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই সদাচরণের বিশাল মহীরুহ গগণস্পর্শী হইয়া উঠে।

১। মোটামুটিভাবে ৩৮টি "রাসনিক যোগ" বা অভ্যাস গণনা করা যাইতে পারে :

(ক) রসনা যাহা উচ্চারণ করিবে এরূপ অভ্যাস বা আচরণ সাতটি : যথা, কলেমায়-তৈয়েবা বা তওহীদ-মন্ত্র, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর পাককুরআনের উচ্চারণ পঠন ও পাঠন, হাদীস ও ধর্মার্থে বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, দুআ ও যিক্‌র। সর্বদা "ইস্‌তিগ্‌ফার" করিতে থাকা অর্থাৎ (استغفر الله) "আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহা" উচ্চারণ করাও রাসনিক সদাচরণের অন্তর্গত। এমনকি অনর্থক কথাবার্তা হইতে বিরত থাকিয়া মৌনাবলম্বন করাও "রাসনিক যোগে"র পর্যায়ভুক্ত।

(খ) ৩৮টি "ইন্দ্রিয়িক যোগে"র মধ্যে পনেরটি ঈমানের অর্থাৎ "আ'মালে কল্‌বে"র সহিত সম্পর্কিত। যথা,

দৈহিক বিশুদ্ধতার অনুভূতি ও কার্যতঃ উক্ত অবস্থার বিদ্যমানতা। নাপাকী বা অশৌচ অবস্থার বিমোচন ও উলঙ্গ ও বিবস্ত্র অবস্থা বিদূরিত করণ। ফরয ও নফল নমায, যাকাত, আহার্যদান, অতিথিসৎকার ও দানশীলতা। ফরয, নফল সিয়াম, হজ্জ ও উমরা, বয়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ, ই'তিকাফ, লায়লাতুলকদ্‌রের অনুসন্ধান, পরোপকার, শির্কের ভূমি হইতে হিজ্‌রত, হালাল নযর বা মানসিক পূরণ, শপথ ও প্রতিশ্রুতি পালন আর কাফ্‌ফারা পরিশোধ!

(গ) অনুসরণীয় অভ্যাস ছয়টি। যথা হারাম, লজ্জাকর ও পাপাচরণ বর্জন করা, ভিক্ষা ও যাচ্ঞা হইতে বিরত থাকা, স্ত্রী ও সন্তানবর্গের প্রতিপালন করা, জনক-জননীর সেবা, জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ব্যবহার, আত্মীয়বিচ্ছেদ পরিহার, মাননীয় ব্যক্তিগণের নির্দেশ-পালন, সাধু ও সজ্জনগণের অনুসরণ, অধীনস্থদের সহিত সদয় ব্যহার।

(খ) ইন্দ্রিয়িক আচরণের অন্তর্গত ১৭টি অভ্যাস সামাজিক। যথা,

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে উত্থিত হওয়া, সংহতিবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত না হওয়া। শাসনকর্তাদের সীমাবদ্ধ ও শর্তাধীন আনুগত্য স্বীকার করা, সর্বদা শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট থাকা। জামা'তবিরোধী, সমাজশত্রু ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকা, অধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া যাহারা শরীআতের প্রকাশ্য বিধানগুলি বর্জন করিয়া চলার ধৃষ্টতা দেখায়, সেইসকল বাতেনী, হুলূলী (সোহম্ বাদী) ও দজ্‌জালীদের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ-কল্পে অগ্রসর হওয়া।

সৎকার্যের সহায়তা (اعانت على البر) ও সহযোগ আর অসৎকার্যের মানসিক, রাসনিক ও ইন্দ্রিয়িক প্রতিবাদ ও অসহযোগ শান্তিপ্রতিষ্ঠার উত্তমের অন্তরভুক্ত।

উপরিউক্ত অভ্যাসেরই শামিল হইতেছে ন্যায়ের জন্য আদেশ দেওয়া আর সর্ববিধ অন্যায়কার্য হইতে নিষেধ করা (الامر بالمعروف والنهى عن المنكر)। আল্লাহর হুদূদ অর্থাৎ শাসনবিধির প্রতিষ্ঠা, রসনা, লিখনী ও তরবারির সংগ্রাম, ইস্‌লামিরাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা, আমানত শোধ ও জিহাদলব্ধ লুণ্ঠন জমা দেওয়া, ঋণদান ও ঋণপরিশোধ, লেনাদেনা ও ব্যবহারে সততা ও অমায়িকভাব রক্ষা করিয়া চলা।

হালাল ও বৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন করিয়া দ্বীনের গৌরব রক্ষার্থে আর দীনদরিদ্র ও হকদারদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া, অমিতব্যয়, অপব্যয় আর অপচয় বর্জন করা লেনাদেনার সততা ও সাধুতারই পর্যায়ভুক্ত। সালাম করা ও সালামের জওয়াব দেওয়া, হাঁচির দুআর জওয়াব দেওয়া, রোগীকে সান্ত্বনাদান করিতে তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হওয়া, মুসলমানের জানাযায় যোগদান করা, হস্ত ও রসনা দ্বারা কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া, গীতবাদ্য বর্জন করা আর মানুষের যাতায়াতের পথ হইতে কষ্টকর বস্তু বিদূরিত করা সমস্তই ইন্দ্রিয়িকযোগ বা "আ'মালে জসদ" এর মধ্যে গণ্য।

অধ্যাত্মিক ও দৈহিক "আমালেসালিহার" প্রত্যেকটিকে গণনা করিয়া দেখান আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কুরআন ও সুন্নাহর সাগর মন্থন করিয়া যে মুক্তাগুলির সন্ধান

www.ahlehadeethbd.org

লাভ করিয়াছি, আমরা সেগুলির মোটামুটি পরিচয় প্রদান করিলাম। আরও বিস্তৃতভাবে জানিতে ও বুঝিতে হইলে কুরআন ও সুন্নাহর বিদ্যায় পারদর্শী "আলিমে-বা-আমলে"র সাহায্য গ্রহণ করা কর্তব্য।

دادیم ترا زگنج مقصود نشان
گرما نرسیدیم تو شاید برسی ! (১)

কিন্তু সর্বদা সতর্কতার সহিত ইহা স্মরণ রাখা অবশ্যকর্তব্য যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত, প্রকাশিত, প্রচারিত ও শরীআতের অনুসরণ ব্যতীত "সালিহীন" দলে গণনীয় হইবার উপায়ান্তর নাই। এই অনুসরণ-রীতিই "বিলায়ত" ও "সালিহীয়ত" নামে আখ্যাত। রসূলুল্লাহর (দঃ) "ইত্তিবা" বা পদাংকানুসরণ ছাড়া অথবা শরীআতে-ইস্‌লামের বহির্ভূত সাধুতা ও সখ্যতা দুরে থাক, নাজাত ও মুক্তিরও কোন পথ নাই। শরী-আতের বাহিরে ঐশপ্রেম ও মুক্তির অন্য কোন গোপন বা প্রকাশ্য প্রণালী ও প্রক্রিয়া থাকিতে পারে, একথা ইস্‌লামবিদ্বেষী মুনাফিক অথবা ইস্‌লাম সম্পর্কে একান্ত হস্তীমূর্খ ছাড়া অন্য কাহারো পক্ষে কল্পনা করা সম্ভবপর নয়।

কিন্তু এই স্থানেই "সালিহীনে"র প্রসঙ্গ আমরা সমাপ্ত করিতেছি আর ইহার সঙ্গে "ইন্‌আম প্রাপ্ত" অনুগ্রহভাজনদলের পরিচয়ও শেষ করা হইতেছে, যাঁহা দের সাহচর্য ও অনুসরণ লাভ করার জন্য সূরত আল-ফাতিহার ষষ্ঠ আয়তে যাচ্ঞা করা হইয়া থাকে।

সপ্তম আয়ত,

غير المغضوب عليهم ولا الضالين

যাহারা ক্রোধে নিপতিত, তাহাদের পরিগৃহীত পথে নয় আর ভ্রষ্টদলের অবলম্বিত পথেও নয়।

"সিরাতি মুস্‌তকীম" বা সরল ও সঠিক পথের অব-স্থান নির্দেশিত হইয়াছে এই আয়তে। অর্থাৎ পথ তিনটি : একটি মধ্যে আর দুইটি দুই অন্তে। মধ্যবর্তী পথ অনুগ্রহভাজন দলের আর প্রান্তসীমায় অবস্থিত একটি ক্রোধভাজন অভিশপ্ত দলের আর অন্যটি ভ্রষ্টদলের পথ।

(১) বাঞ্ছিত ধনভাণ্ডার কোথায়, তার সন্ধান তোমায় দিলাম। আমি স্বয়ং সেস্থানে পৌছুতে না পারলেও হয়তো তুমি পৌছে যাবে।

ইমাম যমখ্‌শরী লিখিয়াছেন,—"গাইরিল মগ্‌যূবি আলাইহিম ওয়ালায্‌-যাল্লীন" বাক্য আল্লা-যীনা আন্‌আমতা আলায়-হিম" বাক্যের বদল মাত্র। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর ক্রোধ (গযব) আর গোমরাহী হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহারাই ইন্‌আমপ্রাপ্ত বা অনুগ্রহ-ভাজন দল। আর ইন্‌-

غير المغضوب عليهم بدل من الذين انعمت عليهم على معنى ان المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله والضلال - او صفة على معنى انهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهى نعمة الايمان وبين السلامة من غضب الله والضلال -

আমপ্রাপ্তগণের পরিচয় রূপে ইহার অর্থ হইবে যে, অনুগ্রহভাজনরা দ্বিবিধ নিয়ামতের অধিকারী হইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা যুগপৎভাবে ঈমানের নিয়ামতের অধিকার আর আল্লাহর ক্রোধ ও বিভ্রান্তি হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়াছেন[১]।

কাযী বয়যাভী ও আল্লামা নসফী প্রভৃতিও উল্লিখিত তর্‌কীবের সমীচীনতা স্বীকার করিয়াছেন।

ফলকথা, আল্লাহর অনুগ্রহভাজন যাহারা, ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়ত দুইটিতে তাহাদের অস্তি (Positive) ও নেতিবাচক (Nagative) উভয়বিধ পরিচয় রহিয়াছে। অস্তিবাচক বিশেষণ এই যে, তাঁরা আল্লাহর নিয়ামতের অধিকারী আর নেতিবাচক পরিচয় এই যে, তাঁহারা আল্লাহর ক্রোধ আর বিভ্রান্তি হইতে বিমুক্ত। বস্তুর সঠিক মূল্য তাহার বৈপরীত্যের সাহায্যেই নির্ণয় করা হয়, যেমন অন্ধকারের সাহায্যে আলোকের, দুঃখের সাহায্যে সুখের, অভাবের সাহায্যে স্বাচ্ছন্দের, রাত্রির সাহায্যে দিবসের পরিচয় লাভ কয়া যায়। এই ভাবে "ইন্‌আমের" সঠিক পরিচয় জানিবার জন্যও উহার বিপরীত "গযব" ও "যালাল" উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ অনুগ্রহভাজনরা ক্রোধভাজন ও বিপথগামী হয়না আর যাহারা আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত অথবা বিপথগামী হইয়াছে তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় যে, "আন্‌আমতা আলাইহিম" Active voice আর "মাগ্‌যূবে আলাইহিম" Passive voice আর "যাল্লীন" Subject রূপে ব্যবহৃত

১) কাশ্‌শাফ (১) ৫৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাদীসের প্রামাণিকতা

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আল্‌কোরায়শী

(৫)

মুসনদে তয়ালিসী, ইমাম আবুদাউদ সুলায়মান বিনে দাউদ বিনুল জারূদ তয়ালিসী (ওফাত ২০৪ হিজরী)। ঐতিহাসিকগণ সকলেই একমত যে, ৮০ বৎসর বয়সের কোঠায় তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বৎসরেই ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিকের অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র আশ্‌হব বিনে আবদুলআযীয আমেরী আর ইমাম আবুহানীফার অন্যতম প্রধান ছাত্র হাসান বিনে যিয়াদ লুলুবীও পরলোক গমন করিয়াছিলেন[১]। ন্যূনাধিক এক হাজার বিদ্বানের নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করা সত্ত্বেও ইমাম আবুহানীফা অথবা ইমাম মালিকের নিকট হইতে তিনি কোন রেওয়ায়ত শ্রবণ করেননাই। তাঁহার উস্‌তাযগণের মধ্যে আতা ও মুজাহিদের ছাত্র ইব্‌নে আওন (—১৫১), হিশাম বিনে আবদুল্লাহ দস্তওয়াযী (—১৫৪) ও শো'বা বিনুল হাজ্জাজ (৮২—১৬০) সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের সমসাময়িক বিদ্বানগণের নিকট হইতেই ইমাম আবুদাউদ হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তাঁহার অগণিত ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল, ইমাম যুহলী, ইব্‌নুলফ়ুরাত, ফল্লাস ও বিন্দার প্রভৃতি হাদীসশাস্ত্রের জ্যোতিষ্ক স্বরূপ। বিদ্বানগণ ইমাম তয়ালিসীর বাচনিক ৪০ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এগুলি সমস্তই তিনি কণ্ঠস্থ রেওয়ায়ত করিতেন[২]। তাঁহার নিজস্ব দাবী হাফিয ইব্‌নেহজর উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, انا اسرد ثلاثين الف حديث و لا فخر ! আমি অবলীলাক্রমে ৩০ হাজার হাদীস কণ্ঠস্থ আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে পারি আর এ বিষয়ে আমি অহংকার করিনা[৩]। যহবী লিখিয়াছেন, আবুদাউদ তয়ালিসী সর্বতোভাবে স্বীয় স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করায় হাদীসে অনেক ভুলভ্রান্তি করিয়া বসিয়াছেন। ফল্লাস বলেন, আবুদাউদের মত গভীর স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি আমি অন্য কাহাকেও দেখিনাই। আবদুর-রহমান বিনে মহদী বলেন, তিনি সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী ছিলেন। স্মৃতিশক্তি বর্ধনের জন্য বিরামহীনভাবে ঔষধ ব্যবহার করিতে থাকায় ইনি শেষপর্যন্ত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন[৪]।

ইমাম হাকিম লিখিয়াছেন, মুসনদ নামে যেসকল হাদীসগ্রন্থ ইস্‌লামে প্রণীত হইয়াছে, এগুলি সমস্তই সাহাবাগণের রেওয়ায়ত। ইহাদের সনদে বিশ্বস্ত ও ত্রুটিসম্পন্ন উভয়বিধ-বর্ণনাদাতাগণ রহিয়াছেন। যেমন উবায়দুল্লাহ বিনে মূসা ও আবু-

وهذه المسانيد التى صنفت فى الاسلام روايات الصحابة مشتملة على رواية المعدلين من الرواة و غيرهم من المجروحين كمسند عبيدالله بن موسى وابى داود سليمان بن داود الطيالسى و هما اول من صنف المسند على تراجم الرجال فى الاسلام و بعدهما احمد بن حنبل و اسحق بن

১) তুওয়ালুল ইস্‌লাম, যহবী [১] ৯৮ পৃঃ।

২) তযকিরাতুলহুফ্‌ফায, যহবী [২] ৩২১ পৃঃ।

৩) তহ্‌যীবুত্‌তহ্‌যীব ১৮৩ পৃঃ।

৪) শযরাতুয্‌যহব (২) ১২ পৃঃ।

হইয়াছে। এরূপ বৈচিত্রের তাৎপর্য এই যে, ইন্‌আম আর অনুগ্রহ বিতরণ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। অতএব "ফে'লে মারূফের" সাহায্যে 'ইন্‌আম'কে আল্লাহর সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। আর 'গযব'কে মজ্‌হুলরূপে ব্যবহার করার ভিতর এই ইংগিত রহিয়াছে যে, মানুষ তাহার নিজস্ব কৃতকর্মের দরুণেই আল্লাহর ক্রোধভাজন হইয়া থাকে, আল্লাহ স্বীয় অধিকারবলে শুধুশুধু কাহাকেও অভিশপ্ত ও ক্রোধভাজন করেননা। ইস্‌মি-ফাইলরূপে "যাল্লীন" প্রয়োগ হওয়ায় এই উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে যে, "যালালাত" মানুষের নিজস্ব কর্ম। অপরাপর সমুদয় বস্তুর ন্যায় "যালালাতে"র উপাদান আল্লাহর সৃষ্টি হইলেও উহার আচরণ ও অনুষ্ঠান শুধু মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম-সাপেক্ষ।

www.ahlehadeethbd.org

দাউদ সুলায়মান বিনে দাউদ তয়ালিসীর মুস্‌নদ। এই দুই ব্যক্তিই হাদীসের প্রথম রেওয়ায়তকারীর নাম অনুপাতে সর্বাগ্রে "মুস্‌নদ" নামে হাদীসগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পর ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল, ইস্‌হাক বিনে রাহ্‌ওয়ে, যহীর বিনে হরব ও ইব্‌নেউমর কওয়ারীরি প্রভৃতি এবং ইঁহাদের পর বিপুলসংখ্যক বিদ্বান মুস্‌নদ সংকলিত করেন। কিন্তু এসকল মুসনদে বিশুদ্ধ ও ত্রুটিযুক্ত হাদীসগুলির মধ্যে কোন তারতম্য করা হয়নাই[৫]।

ابراهيم الحنظلى و ابوخيثمة و عبيد الله بن عمر ثم كثرت المسانيد كلها غير مميزة بين الصحيح و السقيم

আবার কেহ কেহ বলেন, ইমাম তয়ালিসী তাঁহার মুস্‌নদের রচয়িতা নন। হাফিয ইরাকী লিখিয়াছেন, বলা হয় যে, "মুস্‌নদে তয়ালিসী" সর্বপ্রথম মুস্‌নদ রূপে সংকলিত হইয়াছে আর একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের ধারণা এই যে, অন্যান্য মুস্‌নদ সংকলয়িতাগণ অপেক্ষা যেহেতু আবুদাউদ তয়ালিসী পূর্ববর্তী যুগের লোক, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থই সমুদয় মুস্‌নদ অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এরূপ নয়। প্রধানতঃ ইউনুস বিনে হাবীব ইমাম তয়ালিসীর নিকট হইতে যেসকল হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন, খুরাসানের কতিপয় হাদীসবিশারদ সেইগুলি পরবর্তীকালে সংকলিত করেন। "মুস্‌নদে তয়ালিসী"র অবস্থা "মুস্‌নদে শাফেয়ী"র মত। "মুস্‌নদে শাফেয়ী" ইমাম শাফেয়ীর বিরচিত গ্রন্থ নয়, রুবাইয়ো বিনে সুলায়মান মুরাদী ইমাম শাফেয়ীর বাচনিক তাঁহার গ্রন্থ "কিতাবুল-উম" ও মব্‌সূত শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই দুই গ্রন্থের হাদীসগুলি তাঁহার প্রমুখাৎ পরবর্তীকালে নেশাপুরের বিদ্বানগণ "মুস্‌নদ" আকারে সংকলিত করেন[১]।

"মুস্‌নদে আবুদাউদ তয়ালিসী" ১৩২১ হিজরীতে হায়দ্রাবাদে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থখানা ৩ শত ৬২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং উহাতে মোট ২ হাজার ৭ শত সাতষট্টিটি হাদীস স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষভাবে পরীক্ষিত না হইলেও এই গ্রন্থে বহু বিশুদ্ধ হাদীস রহিয়াছে। সুননের সংকলয়িতাগণ প্রায়শঃ একজন বর্ণনাদাতার মাধ্যমে আবুদাউদ তয়ালিসীর প্রমুখাৎ অনেক হাদীস স্বস্ব গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসান শয়বানী (১৩১—১৮৯)। ইমামেআ'যম আবুহানীফা নু'মান বিনে সাবিতের (রহঃ) অন্যতম প্রধান শিষ্য। হাদীসের এই অমূল্য গ্রন্থখানিকে স্বয়ং ইমামেআ'যমের গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। হাফিয ইব্‌নেহজর আস্‌কালানী লিখিয়াছেন, "মুস্‌নদে আবিহানীফা" সম্বন্ধে এই ধারণা যে, উহা ইমাম সাহেব স্বয়ং সংকলিত করিয়াছেন, সঠিক নয়। ইমাম আবুহানীফার হাদীস স্বতন্ত্রভাবে মওজুদ রহিয়াছে, ইহা হইতেছে "কিতাবুল আসার", যাহা মুহাম্মদ বিনুল হাসান তাঁহার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন[২]। ইমাম মুহাম্মদ ওয়াসিত নগরীতে জন্মগ্রহণ ও কুফায় শিক্ষালাভ করেন। মদীনা ও কুফার হাদীসবিশারদগণের নিকট হইতে তিনি হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি যুগপৎ ভাবে ইমাম মালিক ও ইমাম আবুহানীফার ছাত্র ছিলেন এবং উভয়ের হাদীস তিনি সংকলিত করিয়াছেন। ইমাম মালিকের "মুওয়াত্তা"র যেরূপ তিনি অন্যতম বর্ণনাদাতা, ইমাম আবুহানীফার "কিতাবুল আসারে"রও তিনি তদ্রূপ রেওয়ায়তকারী। তাঁহার উস্‌তাযগণের মধ্যে ইমাম আবুহানীফা, মিস্‌আর বিনে কিদাম আবুসালামা, সুফ্‌য়ান সওরী, উমর বিন যর্‌, মালিক বিন মগোল, ইমাম মালিক বিনে আনস, ইমাম আওযায়ী ও কাযী আবু ইউসুফ সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার ছাত্রবাহিনীর মধ্যে ইমাম শাফেয়ীর উল্লেখ যথেষ্ট। ইমাম শাফেয়ী বলেন, মুহাম্মদ বিনুল হাসান অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী বাগ্মী পুরুষ আমি আর দেখিনাই, আমি যখন তাঁহার কুরআন পাঠ শুনিতাম, মনে হইত যেন কুরআন তাঁহার ভাষাতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান ব্যক্তিও আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়নাই। ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসান ও 'নহও' শাস্ত্রের ইমাম কাসায়ী একই দিবসে রয় নামক সহরে পর-

و كذلك مسند ابى حنيفة توهم انه جمع ابى حنيفة وليس كذلك - و الموجود من حديث ابى حنيفة مفردا ، انما هو كتاب الاثار التى رواها محمد بن الحسن عنه -

৫] মদখল-ফি-অসুলিলহাদীস, হাকেম ৪ পৃঃ।

১] তদ্‌রীবুররাবী ৫৭ পৃঃ।

২] তা'জীলুল মন্‌কাআহ ৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লোক গমন করিয়াছিলেন। খলীফা হারূনরশীদ বলিয়াছিলেন, আজ আমি সাহিত্য আর ফিক্‌হ উভয়কে দফন করিয়া আসিলাম[৩]।

ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসানের যে "কিতাবুল আসার" সম্প্রতি করাচী হইতে উরদু অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রকাশকগণের দাবী অনুসারে উহাতে প্রায় ৯ শতটি রেওয়ায়ত স্থানলাভ করিয়াছে এবং সেগুলিরও বহুলাংশ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ফতওয়ায় পূর্ণ, মরফূ হাদীসের সংখ্যা অধিক নয়। অধিকন্তু ইমাম আবুহানীফা ছাড়াও বহু বিদ্বানের রেওয়ায়ত ইহাতে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। প্রমাদ ও ত্রুটি বিচ্যুতির কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহার অবস্থা দর্শন করিলে ইহাকে হাফিয ইব্‌নেহজরের উল্লিখিত "কিতাবুল আসার" প্রমাণিত করার উপায় নাই। উল্লিখিত গ্রন্থের সাহায্যে শুধু এই টুকু বলা যাইতে পারে যে, ইমাম আবুহানীফার বর্ণনায় হাদীস শাস্ত্রে কোন গ্রন্থ নাই, এরূপ ধারণা অমূলক। মুহাদ্দিসগণের রীতি অনুসারে সুসম্পাদিত আকারে "কিতাবুল আসার" প্রকাশ করিতে পারিলে প্রাচীনতম হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারিত।

মুসান্নফে আব্দুররয্‌যাক, ইমাম আবুবক্‌র আব্দুররয্‌যাক বিনে হুমাম বিনে নাফে' হেময়রী (১১৬—২১১)। ইয়ামানের রাজধানী সান্‌আর অধিবাসী। স্বনামধন্য উবায়দুল্লাহ বিনে উমর ব্যতীত ইব্‌নে জুরায়জ, হুশায়ম বিনে হাস্‌সান, সওর বিনে ইয়াযীদ, মা'মর, আওযায়ী, সুফ্‌য়ান সওরী ও মালিকের নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল, ইসহাক বিনে রাহ্‌ওয়ে, আলী ইব্‌নুলমদীনী, ইয়াহ্‌য়া বিনে মুঈন, মুহাম্মদ বিনে রাফে, যুহ্‌লী ও আহ্‌মদ বিনে সালিহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। সাত বৎসর পর্যন্ত কেবল মা'মরের সাহচর্য বরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার হাদীসগুলি আব্দুররয্‌যাকের কণ্ঠস্থ ছিল। সিহাহের সংকলয়িতাগণ তাঁহার হাদীস স্বস্বগ্রন্থে সংকলিত করিয়াছেন এবং তদীয় মুসন্নেফে বর্ণিত সাহাবা ও তাবেয়ীগণের বহু আসার হাফেয ইব্‌নেহয্‌মের মুহল্লায় স্থান লাভ করিয়াছে। ইমাম আব্দুররয্‌যাকের মুসান্নফ বোধ হয় মুদ্রিত হয় নাই। শাহ আব্দুলআযীয মুহাদ্দিসিস লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীস তিন জন বর্ণনাদাতার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (দঃ) পর্যন্ত রেওয়ায়ত করা হইয়াছে এবং রসূলুল্লাহর (দঃ)পবিত্র চরিতের হাদীস দ্বারা উহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে[১]।

মুসান্নফে আবুবক্‌র বিনে আবিশয়বা, হাফিয আব্দুল্লাহ বিনে মুহাম্মদ বিনে আবিশয়বা ইব্‌রাহীম বিনে উস্‌মান আবসী কুফী (—২৩৫ হিঃ)। কাযী শরীক বিনে আব্দুল্লাহ কুফী, অবুলআহ্‌ওয়াস, আব্দুল্লাহ বিনুল মুবারক, সুফ্‌য়ান বিনে উআয়না, জরীর বিনে আব্দুলহামীদ এবং ইঁহাদের সমসাময়িক বহু বিদ্বানের নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করিয়াছিলেন। হাফিয আবুযর্‌আ রাযী, ইমাম বুখারী, মুস্‌লিম, আবুদাউদ, ইব্‌নেমাজা, আবুবক্‌র বিনে আবি আসিম, বকী বিনে মখ্‌লদ, বাগাভী ও ফরয়াবী প্রভৃতি ইবনে আবিশয়বার বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। হাফিয আবুযর্‌আ ও ফল্লাস বলেন, আমি তাঁহার মত হাদীসের শ্রুতিধর কাহাকেও দেখি নাই। ইমাম আবুউবায়দ কাসিম বিনে সল্লাম বলেন, হাদীস বিদ্যা চারজন বিদ্বানের কাছে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে: কণ্ঠস্থ আবুত্তির জন্য আবুবকর বিনে আবি শয়বা, প্রাচুর্য ও সংকলনে ইয়াহ্‌য়া বিনে মুঈন, হাদীসের ত্রুটিবিচ্যুতি ও পরিচয় বিদ্যায় আলী বিনুল মদীনী আর হাদীসের তাৎপর্য ও ফিক্‌হে ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল[২]। হাফিয আবুযর্‌আ আরও বলিয়াছেন, আমি আবুবক্‌র বিনে আবিশয়বার নিকট হইতে ১ লক্ষ হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়াছি[৩]। খলীফা মুতাওয়াক্কল আব্বাসীর যুগে হাফিয আবুবক্‌র বিনে আবিশয়বা যখন বাগ্‌দাদে

انتهى علم الحديث الى اربعة : ابى بكر بن ابى شيبة وهو اسردهم له وابن معين وهو اجمعهم له وابن المدينى و هو اعلم له واحمد بن حنبل وهو افقههم فيه -

৩] বিদায়া ওয়ান্‌নিহায়া [১০] ২০২ পৃঃ।

১] বুস্তানুলমুহাদ্দিসীন ৫১ পৃঃ।

২] শয্‌রাতুয্‌যহব [২] ৮৫ পৃঃ।

৩] তয্‌কিরাতুল হুফফায [২] ৩৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আগমন করেন, তখন তাঁহার হাদীস শ্রবণ করার জন্য এক সভা আহুত হইয়াছিল, সভায় সমবেত হাদীসের শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার[৪]। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুস্‌লিম, সুননে আবিদাউদ, ইবনে-মাজা ও নাসায়ীতে ইবনে আবিশয়বার রেওয়ায়ত রহিয়াছে।

হাফিয ইবনে আবিশয়বা হাদীস ও তফ্‌সীর বিদ্যায় যেসকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তন্মধ্যে "মুসান্নফ" সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য। হাফিয ইবনেকসীর লিখিয়াছেন, "মুসান্নফে"র মত গ্রন্থ গ্রন্থকারের পূর্ব বা পরবর্তী যুগে কখনও লিখিত হয় নাই[৫]। হাফিয ইবনেহয্‌ম এই গ্রন্থকে বিশুদ্ধতার দিক দিয়া ইমাম মালিকের "মুওয়াত্তা"র উর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন[৬]।

لم يصنف احد مثله قط لاقبله ولا بعده -

কশ্‌ফুয্‌যুনুন গ্রন্থে "মুসান্নফে"র পরিচয় নিম্নলিখিত ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে: ইহা একখানা অতি বিরাট গ্রন্থ। ইহাতে তাবেয়ী বিদ্বানগণের ফত্‌ওয়া, সাহাবাগণের উক্তি আর রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীস মুহাদ্দিসগণের রীতি সহকারে কিতাব ও অধ্যায়ের সুসজ্জা মত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

هو كتاب كبير جدا جمع فيه فتاوي التابعين و اقوال الصحابة و احاديث الرسول صلى الله عليه و سلم على طريقة المحدثين بالاسانيد مرتبا على الكتب و الا بواب على ترتيب الفقه -

গ্রন্থখানা ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত, তন্মধ্যে বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে মাত্র তিনখণ্ড মুলতান হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য।

সুননে দারকুত্‌নী, ইমাম আবুলহাসান আলী বিনে উমর বিনে আহ্‌মদ বিনে মহদী বাগ্‌দাদী (৩০৬—৩৮৫)। বাগ্‌দাদের তুলা ধুনারীদের মহল্লায় বাস করিতেন বলিয়া দারকুত্‌নী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইমাম বাগাভী, ইবনে আবিদাউদ, ইয়াহ্‌য়া বিনে মুহাম্মদ ইবনে সাএদ হাশেমী, হযরমী, ইবনে দরীদ, আলী বিনে আব্দুল্লাহ বিনে মুবাশ্‌শির, মুহাম্মদ বিনুল কাসিম মহারবী, আবুআলী মুহাম্মদ বিনে সুলায়মান মালেকী, আবু উমর কাযী, আবুজা'ফর আহমদ বিনুল বাহ্‌লুল, ইবনে যিয়াদ নেশাপুরী, বদর বিনুল হায়সম কাযী, আহ্‌মদ বিনুল কাসেম ফারায়েযী ও হাফিয আবুতালিব প্রভৃতি বাগ্‌দাদ, বস্‌রা, কুফা ও ওয়াসিতের প্রথিতযশা বিদ্বানগণ তাঁহার উস্‌তায ছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে মিসর ও শামে গমন করেন। দারকুত্‌নীর বিশাল ছাত্রবাহিনীর মধ্যে ইমাম হাকেম, আবুহামিদ ইস্‌ফ্রায়িনী, তামাম রাযী, হাফিয আব্দুলগনী আয্‌দী, আবুবক্‌র বরকানী, আবুযর হরবী, আবুনঈম ইস্‌ফিহানী, আবুমুহাম্মদ খাল্লাল, আবুলকাসিম বিনুল মুহ্‌সিন, আবুতাহির বিনে আবদুররহীম, কাযী আবুত্‌তাইয়েব তাবারী, আবুবক্‌র বিনে বুশরান, আবুলকাসিম হাম্‌যা সহ্‌মী, আবু মুহাম্মদ জওহরী, ইবনুল আবনুসী, আবদুস্‌সমদ বিনুল মামুন, আবুলহুসাইন বিনে মুহ্‌তদীবিল্লাহ প্রভৃতি সমধিক উল্লেখযোগ্য।

বাল্যকাল হইতেই দারকুত্‌নীর স্মৃতিশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ ছিল। একবার তিনি হাফিয ইস্‌মাঈল সফ্‌ফারের মজ্‌লিসে হাদীসের কোন পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন আর সফ্‌ফার ইম্‌লা (হাদীসের লেক্‌চার) করিয়া যাইতেছিলেন। জনৈক সহাধ্যায়ী দারকুত্‌নীকে বলিলেন, তোমার হাদীস শ্রবণ ঠিক হইতেছেনা, তুমি তো লিখাতেই নিবিষ্ট রহিয়াছে! তিনি জওয়াব দিলেন আমি যেভাবে লেক্‌চার অনুসরণ করিয়া থাকি, তুমি তা করনা। আচ্ছা বল দেখি, উস্‌তায কয়টি হাদীস ইম্‌লা করিয়াছেন? সহাধ্যায়ী বলিলেন, আমি সংখ্যা ঠিক বলিতে পারিনা। দারকুত্‌নী বলিলেন, তবে শুন, তিনি এপর্যন্ত ১৮টি হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমটি অমুকের প্রমুখাৎ এই এই সনদে আর উহার মত্‌ন (টেক্সট) এইরূপ। এইভাবে তিনি সমস্ত হাদীস পর্যায়ক্রমে সনদ ও মত্‌ন সহ কণ্ঠস্থ আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়া দিলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহার অপূর্ব স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইলেন।

ইমাম দারকুত্‌নী সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, কিরআত, হাদীস ও হাদীসের দোষত্রুটি সম্বন্ধে অদ্বিতীয় বিদ্বান ছিলেন। বিভিন্ন ময্‌হবের ফিক্‌হ শাস্ত্রেও তাঁর দক্ষতা

৪] শযরাত [২] ৮৫ পৃঃ।
৫] বিদায়া ওয়ান্‌নিহায়া [১০] ৩১৫ পৃঃ।
৬] তদ্‌রীবুররাবী, সুইয়ুতী ৩২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ছিল অসীম। ফিক্‌হশাস্ত্র তিনি বিখ্যাত মু'তাযেলী ইমাম আবুলহাসান আলী বিনে সঈদ ইস্‌তাখ্‌রীর (৩২২—৪০৪) নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ শিয়া-কবি সৈয়েদ হেময়রীর কাব্য দারকুত্‌নীর কণ্ঠস্থ ছিল বলিয়া কেহ কেহ দারকুত্‌নীর উপর শিয়া হইবার অভি-যোগ আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা নিছক অপবাদ মাত্র! ইমাম হাকেম, ইমাম আবুত্তইয়েব তবরী, খতীব বাগ্দাদী, বরকানী প্রভৃতি দারকুত্‌নীর অফুরন্ত বিদ্যাবত্তা, বিশ্বস্ততা ও ধর্মপরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। হাফিয আবদুলগনী বলেন, আলী বিনুল মদীনী আপন যুগে, মূসা বিনে হারূন তাঁহার সময়ে আর দারকুত্‌নী আপন কালে হাদীসের উৎকৃষ্টতম সমালোচক ছিলেন।

احسن النـاس كلاما على الحديث ابن المدينى فى زمـانه وموسى بن هارون فى وقته والدار قطنى فى وقته-

হাফিয যহবী বলেন, তোমরা যদি ইমাম দারকুত্‌নীর শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা করিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার প্রণীত "কিতাবুল ইলাল" পাঠ করিয়া দেখ, তুমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে[১]।

কিন্তু দারকুত্‌নীর সমালোচনা কখনও কখনও সীমালঙ্ঘন করিয়া যাইত। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুস্‌লিমের সহীহ গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে তাঁহার সমালোচনাগুলির প্রত্যেকটির জওয়াব হাফিযুল ইস্‌লাম ইব্‌নেহজর প্রদান করিয়াছেন।

ইমাম নববী শরহে বুখারীর ভূমিকায় বলিয়াছেন,

و من تصانيفه الاستدراك على الصحيحين لكن هذا الاستدراك بنى على قواعد بعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من اهل الفقه والاصول وغير هم فلاتغتر بذلك -

দারকুত্‌নীর রচিত গ্রন্থ-সমূহের অন্যতম একখানা গ্রন্থ হইতেছে "অল্‌ইস্‌তিদ্‌রাক আলাস্‌-সহীহায়েন" বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীসের উপর এই গ্রন্থে তিনি যাহা পরিবর্ধন করিয়াছেন, তাহা কতক মুহাদ্দিসের অবলম্বিত নিয়ম অনুসারে রচিত। কিন্তু এগুলি অতিশয় দুর্বল এবং ফিক্‌হ ও অসূল শাস্ত্রের অধিকাংশ বিদ্বানগণের পরিগৃহিত নিয়মের প্রতিকূল। অতএব এ বিষয়ে কাহারও ধোকায় পড়া উচিত নয়[২]।

ইমাম দারকুত্‌নীর সুননের সর্বোন্নত সনদ হইতেছে পাঁচজন বর্ণনাদাতার মাধ্যমে রসূলুল্লাহর (দঃ) মর্ফূ' হাদীসের রেওয়ায়ত। এই গ্রন্থে তিনি সনদের বৈচিত্র ও বাহুল্যের অপূর্ব সমাবেশ করিয়াছেন। যেমন সুননের সূচনায় পানির অধ্যায়ে দুই কুল্লার হাদীসটিকে ৫৪টি মুস্‌নদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। প্রথমে হাদীসের শিরোনাম "৫০ কুল্লা পানি" জাবির বিনে আবদুল্লাহর প্রমুখাৎ ৯টি তরীকায় অবশিষ্ট ইব্‌নেউমরের বাচনিক অতঃপর ৪৫টি তরীকার মধ্যে একটি আবুহুরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, পানি দুই কুল্লার অতিরিক্ত হইলে নাপাক হইবেনা। দ্বিতীয়টি ইব্‌নে আব্বাসের বাচনিক সামান্য শাব্দিক রকম ফেরে। অবশিষ্টগুলি ইব্‌নে উমরের প্রমুখাৎ যে, পানি দুই কুল্লা হইলে কোন বস্তু উহাকে নাপাক করেনা[৩]।

اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ -

প্রকাশ থাকে যে, মুওয়াত্তা ও সহীহ বুখারীর মত সুননে দারকুত্‌নীও বিভিন্ন বিদ্বানগণ গ্রন্থকারের প্রমুখাৎ সংকলিত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে হাফিয আবুবক্‌র মুহাম্মদ বিনে আবদুলমালিক বিনে বুশ্‌রান, ইমাম আবুতাহির মুহাম্মদ বিনে আহ্‌মদ বিনে মুহাম্মদ বিনে আবদুররহীম, ইমাম আবুবক্‌র মুহাম্মদ বিনে আহমদ বিনে আহ্‌মদ আলবর্‌কানী সমধিক উল্লেখ-যোগ্য। সংকলয়িতাগণের গ্রন্থে রেওয়ায়তসমূহের সন্নিবেশনায় অগ্রপশ্চাতের তারতম্য রহিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর কোন রেওয়ায়তই বাদ পড়েনাই। শাহ আবদুলআযীয মুহাদ্দিস পানির পবিত্রতা সম্পর্কিত রেওয়ায়তগুলি যেভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, আমাদের কাছে সুননে দারকুত্‌নীর যে সংস্করণ রহিয়াছে তাহাতে উক্ত রেওয়ায়তগুলি সেভাবে সন্নিবেশিত নাই। কিন্তু মোটের উপর শাহ সাহেবের উল্লিখিত সমস্ত রেওয়ায়ত ইহাতেও মওজুদ রহিয়াছে।

যেসকল হাদীস সিহাহসিত্তায় নাই অথচ ইমাম দারকুত্‌নী তাঁহার সুননে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সেই হাদীসগুলি শায়খ যয়েনুদ্দীন কাসিম হানাফী তাঁহার "যওয়ায়েদ" গ্রন্থে সংকলিত করিয়াছেন[৪]।

---

১) তযকিরা [৩] ১৮৬—১৮৯ পৃঃ।

২) মুগনীর ভূমিকাংশ ২ পৃঃ।

৩) বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন ৪৮ পৃঃ।

৪) তদরীব, ২৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

الأسئلة والمسائل — জিজ্ঞাসা ও উত্তর

الحمد لله رب العالمين' والصلوة والسلام على سيدنا محمد امام المرسلين وعلى آلـه وصحبه نجوم المهتدين

سبحانـك لاعلم لنا الاما علمتنا انـك انت العليم الحكيم

নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীর বিবাহ

(উপসংহার)

জিজ্ঞাসাকারী : যুলফিকার মুহাম্মদ
তানোর (রাজশাহী)

নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীর বিবাহ সিদ্ধ কিনা এবং সিদ্ধ হইলে সে নারীকে কতদিন তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে আর প্রতীক্ষার সময় কোন্ দিন হইতে গণনা করিতে হইবে, ইহার জন্য বিচারকের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে কিনা আর অন্যপুরুষের সহিত বিবাহিতা হওয়ার পর পূর্বস্বামী প্রত্যাগমন করিলে সে নারী কাহার দখলে যাইবে আর নূতন স্বামীর সহিত যৌনসম্ভোগের পরও পূর্ব স্বামী তাহাকে ফিরিয়া পাইবার অধিকারী থাকিবে কিনা, যদি সে উক্ত স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে না চায়, তাহাহইলে যে বিবাহ যৌতুক সে স্ত্রীকে দিয়াছিল, তাহা সে ফেরৎ পাইবে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে সাহাবাগণের যুগ হইতে যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে, সেগুলির ইতিপূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে মূল জিজ্ঞাস্য সম্বন্ধে যে সমাধান অনুসরণযোগ্য তাহা লিপিবদ্ধ করা হইবে।

নিরুদ্দিষ্টপুরুষের অবস্থা তিন প্রকার:

প্রথম, পুরুষ নিরুদ্দিষ্ট বটে, কিন্তু যেভাবেই হউক, তাহার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে বা চিঠিপত্র পাওয়া যাইতেছে। এরূপ নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীর পক্ষে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা হওয়া অবৈধ ও হারাম। এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন দ্বিমত নাই। তাঁহারা একমত হইয়াছেন যে, কয়েদীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া

উত্তরদাতা : মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী
আলকুরায়শী

পর্যন্ত তাহার স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হালাল হইবেনা। ইমাম নখ্য়ী, ইব্‌নেশিহাব যুহরী, ইয়াহ্‌য়া বিনে সঈদ আন্‌সারী, মকহুল শামী, ইমাম শাফেয়ী, আবুউবায়দ কাসিম বিনে সল্লাম, আবুসওর বাগ্দাদী, ইস্‌হাক বিনে রাহ্‌ওয়ে এবং হানাফী বিদ্বানগণের ইহাই সুস্পষ্ট অভিমত। হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, এরূপ পুরুষ নিরুদ্দিষ্টের পর্যায়ভুক্তই নয়, সুতরাং নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর প্রশ্ন তাহার সম্বন্ধে অপ্রাসংগিক। §

দ্বিতীয়, পুরুষ নিরুদ্দিষ্ট, তাহার কোন সংবাদ জানা-যায়না, সে কোথায় রহিয়াছে, কেহ বলিতে পারেনা, কিন্তু তাহার মৃত্যু সম্বন্ধেও নিশ্চয়তালাভ হয়নাই, বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য অথবা বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে। এই অবস্থাতে বিদ্বানগণের মতভেদ ঘটিয়াছে।

তৃতীয় অবস্থা এই যে, পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামরত ছিল, রেলে, ষ্টিমারে, উড়োজাহাজে ছিল, সে ট্রেণ, ষ্টিমার ও বিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে, তারপর আর কোন সংবাদ নাই।

উল্লিখিত দ্বিবিধ অবস্থায় স্বীয় অবস্থা বিচারককে জানাইবার পর স্ত্রীকে চারবৎসরকাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে, অতঃপর মৃতস্বামীর ইদ্দত পালন করার পর উক্ত স্ত্রীলোকের অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ সিদ্ধ হইবে।

§ মুগ্‌নী; ইব্‌নেকুদামা (৯) ১৩০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

সাহাবাগণের মধ্যে হযরত উমর ফারূক, হযরত উস্‌মান, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস, আবদুল্লাহ বিনে উমর, আবদুল্লাহ বিনে যুবায়র, অন্যতম রেওয়ায়ত অনুসারে হযরত আলী আর তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে হাসান বস্‌রী, খাল্লাস বিনে আম্‌র, হাকাম বিনে উতায়বা, আতা বিনে আবি রিবাহ, ইবনে শিহাব যুহ্‌রী মকহুল শামী হযরত উমর বিনে আবদুল আযীয, সঈদ বিনুল মুসাইয়েব ও কতাদা প্রভৃতি উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যে ইমাম মালেক, ইমাম লয়েস বিনে সঅদ, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল, আলী বিনুল মদীনী ও ইবনুল মাজশুণ প্রভৃতির ফত্‌ওয়াও ইহাই। ‡

উল্লিখিত ব্যবস্থাই কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নতের পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক। অতঃপর আমরা আমাদের এই দাবীর প্রমাণ উপস্থিত করিব।

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل -

কুরআন ও সুন্নতে দাম্পত্যজীবনের জন্য কতকগুলি মূলনীতি স্থিরকৃত রহিয়াছে। নারীকে পুরুষের ক্রীতদাসীতে পরিণত করা হয়নাই। কুরআনে সুস্পষ্ট ভাবে আদেশ দেওয়া وعاشروهن بالمعروف হইয়াছে, তোমরা নারীদের সহিত উত্তমরূপে সংসারযাত্রা নির্বাহ কর,——আন্‌নিসা, ১৯ আয়ত। সূরা-আল্‌বাকারায় আদেশ করা হইয়াছে, দেখ, তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে কষ্ট ولاتمسكوهن ضرارا- দেওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য আটক করিয়া রাখিওনা। ইহার পূর্বেই বলা হইয়াছে, হয় উহাদের সঙ্গে উত্তমরূপে ঘর গৃহস্থালী فامسكوهن بمعروف او কর, নয় উত্তমরূপে বিদায় سرحوهن بمعروف করিয়া দাও,—২৩১ আয়ত। সুরত আলহজে আদেশ করা হইয়াছে, সাবধান! স্ত্রী- ولا تضاروهن! লোকদিগকে কষ্ট দিওনা,—৬ আয়ত।

উল্লিখিত আদেশ ও নিষেধগুলি অনুধ্যান করিয়া দেখিলে দাম্পত্যজীবনের প্রথম মূলনীতি এই সাব্যস্ত হয় যে, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করা, কষ্ট দেওয়া বা অনর্থক আটকাইয়া রাখা নিষিদ্ধ ও হারাম।

দ্বিতীয় নীতির ইংগিত সূরত-আননিসায় প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, দেখ, পুরুষরা নারীদের অভিভাবক। অর্থাৎ الرجال قوامون على النساء তাহাদের জীবিকা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের স্কন্ধেই রহিয়াছে,—আন্‌নিসা, ৩৪ আয়ত। এই কথাই অন্যত্র স্পষ্টতর ভাষায় বলা الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - হইয়াছে যে, সন্তানবতীরা তাহাদের সন্তানদিগকে পুরাপুরি দুই বৎসর কাল স্তন্যদান করিবে, যে স্তন্যপানের মুদ্দত সম্পূর্ণ করিতে চায়, তাহার জন্য এই ব্যবস্থা আর সন্তানের জনক নারীদের খাদ্য আর পোষাকের দায়িত্ব সঙ্গতভাবে বহন করিবে, —আলবাকারা, ২৩৩ আয়ত।

রসূলুল্লাহ (দঃ) আরাফাত প্রান্তরে যে ঐতিহাসিক বিদায় অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, হযরত জাবির বিনে আবদুল্লাহর প্রমুখাৎ বর্ণিত উক্ত অভিভাষণের একাংশ সবিশেষে প্রনিধানযোগ্য। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, দেখ মুস্‌লিম সমাজ, তোমরা নারীদের সম্বন্ধে আল্লাহকে ভয় করিও, কারণ তোমরা তাহাদিগকে আল্লাহর নিরাপত্তায় গ্রহণ করিয়াছে, আল্লাহরই নামে তাহাদের সহিত যৌন-সম্ভোগ তোমরা হালাল

واتقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف -

করিয়া লইয়াছে। তোমাদের দাবী তাহাদের উপর এই যে, তাহারা এরূপ কোন ব্যক্তিকে, যাহাকে তোমরা পসন্দ করনা, তোমাদের শয্যায় উপবেশন করিতে দিবেনা। যদি তাহারা এ'অপরাধ করিয়া বসে তাহাহইলে তাহাদিগকে প্রহার কর কিন্তু মুখে বা হস্তপদে নয়। তোমাদের উপর তাহাদের প্রাপ্য হইতেছে তাহাদের সঙ্গত আহার্য ও পরিচ্ছদ। §

উল্লিখিত নির্দেশগুলির সাহায্যে অবিসম্বাদিত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, স্ত্রী তাহার স্বামীর নিকট তিনটি বিষয় দাবী করিতে পারে: প্রথম, যৌন সম্ভোগ, দ্বিতীয়

‡ তর্জুমানুল হাদীস [৮] ২৬০—২৬৩ পৃঃ।

§ সহীহ মুস্‌লিম [১] ৩৯৭; সুনানে আবিদাউদ [২] ১২৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আহার্য, তৃতীয় পোষাক পরিচ্ছদ। যে পুরুষ নারীর এই দাবীগুলি পুরণ করিতে পারিবেনা অথচ তাহাকে অনর্থক আট্‌কাইয়া রাখিবে, সে নারীনিগ্রহকারী বলিয়া গণ্য হইবে। এরূপ পুরুষের সহিত বিচ্ছেদ দাবী করার তাহার স্ত্রীর অধিকার রহিয়াছে।

যে পুরুষের যৌনশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, বিদ্বানগণ সমবেতভাবে তাহার স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দিয়াছেন। হযরত উস্‌মান কোন প্রকার মুহলৎ না দিয়া অবিলম্বে আর হযরত মুআবিয়া পরীক্ষার পর বিচ্ছেদের আদেশ দিয়াছেন। হযরত উমর, মুগীরা বিনে শোবা, হযরত আলী, আবদুল্লাহ বিনে মস্‌উদ, হাসান বস্‌রী ও ইব্‌রাহীম নখ্‌য়ী বৎসরকাল মুহলতের নির্দেশ দিয়াছেন। হারিস বিনে আবদুল্লাহ বিনে আবি রবীআ ১০ মাসের মুহলত দিয়াছেন। অর্থাৎ মুহ্‌লতের ভিতর স্বামী-স্ত্রীতে যৌনসম্পর্ক সংঘটিত না হইলে বিবাহ বিচ্ছেদ হইবে। ইমাম রবীআ, কাযী শুরায়হ, আম্‌র বিনে দীনার, হাম্মাদ বিনে আবি সুলায়মান, ইমাম আওযায়ী, লয়েস, হাসান বিনে হাই, ইমাম আবুহানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী বৎসর কাল মুহলতের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। § আবুদাউদ বলেন, ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বলকে যৌনশক্তি বিলুপ্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, বিচারকের কাছে মামলা উত্থাপিত হইবার দিন হইতে তাহাকে বৎসর কালের অবসর দেওয়া হইবে। তাঁহাকে বলা হইল, যদি পুরুষ দাবী করিয়া বসে, সে স্ত্রীসহবাস করিয়াছে, তাহাহইলে কি করিতে হইবে? ইমাম সাহেব বলিলেন, স্ত্রী কুমারী হইলে অপরাপর নারীরা নিরীক্ষণ করিবে আর ক্ষতযোনি স্ত্রী হইলে আতা বিনে আবি বিরাহ বলিয়াছেন, পুরুষ তাহার শুক্র কাপড়ের টুক্‌রায় লইয়া হাজির করিবে। ইমাম আবুদাউদ বলেন, আমি ইমাম আহ্‌মদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে যদি ডিমের পানি লইয়া হাজির করে? ইমাম সাহেব বলিলেন ডিমের পানি আগুনে দিলে জমিয়া যায় আর শুক্র জ্বলিয়া যায়। ‡

يؤ جل سنة من يوم ترفع الى الامام - قال : فقيل لاحمد فان ادعى انه ياتيها ؟ قال ان كانت بكرا نظر اليها النساء وان كانت ثيباً قال عطاء يجئ بمائه فى خرقة -

এ গেল পুরুষের যৌন-শক্তির বিলোপ ঘটায় তাহার স্ত্রী সম্বন্ধে বিদ্বানগণের ব্যবস্থা। এ বিষয়ে আহ্‌লেহাদীস বিদ্বান আর চারি মযহবের ফকীহগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নাই। সুতরাং ইহাকে সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত বলিলেও অত্যুক্তি হইবেনা।

আর যে পুরুষ তাহার স্ত্রীর ভরণ পোষণ করিতে অসমর্থ, তাহার বিচ্ছেদের অধিকার সম্পর্কে আমি একখানি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছি। এস্থলে শুধু এই টুকু বলাই যথেষ্ট হইতে পারে যে, যে পুরুষ তাহার স্ত্রীর ভরণপোষণ করেনা, বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত সঈদ বিনুল মুসাইয়েব বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নত মত তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়া দিতে হইবে। দারকুত্‌নী ও বয়হকী ইব্‌নুলমুসাইয়েবের মুর্‌সলকে আবুহুরায়রার বাচনিক মুস্‌নদ আকারেও রেওয়ায়ত করিয়াছেন। † হযরত উমর শামের সেনানীদের লিখিয়াছিলেন, যেসকল সৈনিক তাহাদের স্ত্রীদের নিকট হইতে অনুপস্থিত থাকিবে, তাহারা তাহাদের নারীদের হয় ভরণপোষণের খরচ পাঠাইবে, নয় তাহাদিগকে তালাক দিবে। † হযরত উমর, হযরত আলী, আবুহুরায়রা, হাসানবস্‌রী, সঈদ বিনুল মুসাইয়েব, উমর বিনে আবদুলআযীয, রবীআতুররায়, হাম্মাদ, ইমাম মালিক, ইয়াহ্‌য়া বিনে সঈদুল কাত্তান, আবদুররহমান বিনে মহ্‌দী, ইমাম শাফেয়ী, আবুসওর, ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল, ইস্‌হাক বিনে রাহওয়ে, আবুউবায়দ কাসিম বিনে সাল্লাম ইঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, যে পুরুষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেয়না, তাহার স্ত্রীকে অধিকার দেওয়া হইবে যে, সে ইচ্ছা করিলে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারে আর ইচ্ছা করিলে কাযীর নিকট হইতে তাহার বিবাহবিচ্ছেদ করিয়া লইতে পারে। ¶

যৌনশক্তি-বিলুপ্ত আর ভরণপোষণে অসমর্থ স্বামী দ্বারা তাহার স্ত্রীর যে অসুবিধা ও কষ্ট সাধিত হয়, নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীর কষ্ট ও অসুবিধা তদপেক্ষা অনেকগুণ অধিক। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিদ্বানগণের বৃহত্তম দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী মুসলমান বিচারকের নির্ধারিত তারীখ মত ৪ বৎসর কাল প্রতীক্ষা করার পর মৃতস্বামীর ইদ্দত পালন করিবে এবং তৎপর অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা হইবার অধিকারিণী হইবে। আর প্রকৃত সঠিক যাহা, তাহা আল্লাহ অবগত রহিয়াছেন!

§ মুহাল্লা [১০] ৫৮ পৃঃ। ‡ মাসায়েলে আহমদ, ১৭৮ পৃঃ।

‡ তল্‌খীসুল হাবীর ৩৩৩ পৃঃ।

† কিতাবুল উম [৫] ৮১ পৃঃ; মাসায়েলে ইমাম আহ্‌মদ ১৭৯ পৃঃ।

¶ মুগ্‌নী [৯] ২৪৩; নয়লুল আওতার [৬] ২৭৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

সিপাহী-জিহাদোত্তর মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমি

১৮৫৭—১৯০৬

অধ্যাপক আশ্‌রফ ফারুকী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমীরআলী মুসলিম জাতির অতীত গৌরবকে এই গ্রন্থে জাজ্বল্যমান করেছেন। সমৃদ্ধ অতীতের ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে পাক-ভারতীয় মুসলিম জাতি নতুন বর্ত্তমানকে গড়ে তোলবার প্রেরণা যে বহুলাংশে আমীরআলীর নিকট লাভ করেছে, মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমিতে সেকথা আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। আমীরআলী যে শুধুমাত্র ইসলামী আদর্শ ও তমদ্দুনের পুঁথিগত অনুশীলন করে গিয়েছেন তাই নয়। জাতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি জাতির বৃহত্তর রাজনীতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে রাজনীতি ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছেন। যে-আমীরআলী কংগ্রেসের দ্বিতীয় কোলকাতা অধিবেশনে যোগদান করে জাতীয়তাবাদী হিসেবে পরিচিত হন, সেই আমীরআলীরই নেতৃত্বে মুসলিমসমাজ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিব লর্ড মর্লিকে মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করতে বাধ্য করেন। সৈয়দ আহমদ এবং আমীরআলী উভয়েই প্রধানতঃ শিক্ষা এবং তমদ্দুনের অনুশীলন করতে চেয়েছেন। কিন্তু মুসলিমজাতির রাজনীতিক অধিকার সংরক্ষণ ছাড়া যে ইসলামী শিক্ষা এবং তমদ্দুনের বিকাশ সম্ভব নয় এই বোধের ফলে উভয়েই রাজনীতিক আন্দোলনের পর্যায়ে নেমে এসেছেন।

ইসলামী রেনেসাঁ ও ইকবাল

শুধু সৈয়দ আহমদ বা আমীরআলীই নন, পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা মহাদার্শনিক কবি ইকবালের সম্পর্কেও একই কথা খাটে। ইকবাল ছিলেন প্রধানতঃ কবি এবং দার্শনিক। কিন্তু পাক-ভারতীয় মুসলিম জাতির রাজনীতিক সংস্থা সংগঠনের কার্যেও তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে একথাটাই সুস্পষ্ট যে, রেনেসাঁর মারফৎ মুসলিম চিন্তা পুনর্গঠিত হওয়ার সংগে সংগে মুসলিম রাজনীতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও মুসলিম জাতি অধিকতর সচেতন হতে থাকে। আলোচ্য মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমিতে ইকবালের অবদান যে কত সুদূরপ্রসারী, তা আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে আলোচনার সুযোগও সীমাবদ্ধ। এক কথায় বলা যায়, ইকবালের কাব্য পাক-ভারতীয় মুসলিম জাতির রেনেসাঁ আন্দোলনের সর্বশেষ তরংগ। তাই ব্যাপকতার দিক থেকে তাঁর সর্বপ্লাবী সয়লাব মুসলিম জাতির নবজীবন লাভের গভীরতম প্রেরণাস্থল হ'তে পেরেছে। ইকবালের 'ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' বক্তৃতামালাতে সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারার চূড়ান্ত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

রেনেসাঁর আলোকে রাজনীতিক সংগঠন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে রেনেসাঁর নবালোকে পাক-ভারতীয় মুসলিম জাতি তার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের সাথে বাঁচবার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠ্‌লো। রেনেসাঁ আন্দোলন জাতির তমদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্যকে সুস্পষ্ট করে তুলবার সংগে সংগেই মুসলিম-জাতি নিজেদের রাজনীতিক সংগঠন গড়ে তুলবার অনুপ্রেরণা লাভ করে। অপর পক্ষে ভারতীয় কংগ্রেসের হিন্দু স্বার্থকেন্দ্রিক সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভংগি সম্পর্কে পাক-ভারতীয় মুসলিম জনসাধারণ দিনের পর দিন অধিকতর ওয়াকিফহাল হ'তে থাকে। ঠিক এই সময়টাতেই হিন্দু কংগ্রেসের তথাকথিত জাতীয়তার স্বরূপটি মুসলিম জনগণের নিকট সুস্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে।

পূর্বোল্লিখিত হিন্দু ধর্ম সংস্কার আন্দোলনসমূহের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রস্তাব স্বাভাবিকভাবেই সুস্পষ্ট হিন্দু-রাজনীতিক সংগঠনের পরিবেশ রচনা করেছিলো। কেননা দু'একটি আন্দোলন ছাড়া অধিকাংশ হিন্দু আন্দোলনই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছিলো। আর হিন্দু গণশক্তিকে (*Mass*) আকৃষ্ট করেছিলো প্রধানতঃ সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক আন্দোলনগুলোই।

হিন্দু-সমাজ কংগ্রেসকে পরিপূর্ণভাবে হিন্দু সংগঠনরূপে গড়ে তোলবার পক্ষপাতী ছিলো। হিন্দুসমাজের এই মনোভাবকে বাস্তবায়িত করবার জন্যে এগিয়ে এলেন বালগংগাধর তিলক নামক একজন মারাঠী। ইনি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি চরমপন্থী দল তৈরী করলেন। হিন্দু জনগণের মধ্যে চরম মুসলিম-বিদ্বেষ সৃষ্টিকরা এবং গোহত্যা বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা করাই ছিলো তিলক এবং তাঁর অনুসারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুজনগণের মধ্যে তিলকেরই একচ্ছত্র নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। পণ্ডিত নেহরু বলেন :—

The real symbol of the new age was Bal Gangadhar Tilak from Maharashtra. The old leadership was represented also by a Maratha, a very able and younger man, Gopal krishna Gokhle. কংগ্রেসের নেতৃত্ব যাতে তিলকপন্থীদের হাতে চলে না যায়, সেজন্য বৃদ্ধ মধ্যপন্থী দাদাভাই নৌরোজীকে পুনর্বার কংগ্রেস নেতৃত্বে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু মধ্যপন্থীদের এই বিজয় সম্বন্ধে বলেন—But this had been won because of organisational control and the narrow franchise of the congress, There was no doubt that the vast majority of politically minded people in India favoured Tilak and his group—The discovery of India. সুতরাং একথা আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা যে, কংগ্রেস কেন আর মুসলিম জনগণকে মিলনের সুমধুর শ্লোকবাক্যে ভুলিয়ে রাখতে পারেনি। ১৯০৫ সালের কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে ২৫৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে মুসলমান-প্রতিনিধি সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো মাত্র ১৭ জন। মুসলিম সমাজের রাজনীতিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠ্‌বার অনুকূল পরিবেশ ঠিক এই সময়েই গড়ে উঠেছিলো। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তুল্‌তে প্রয়াসী করে তোলে। বাংলার মুসলমানরা চাকরী-বাকরী ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা এবং শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হাসেল ইত্যাদি সকল বিষয়ে হিন্দুদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে আস্‌ছিলেন। কোলকাতার হিন্দু নেতৃত্বের নাগপাশ থেকে নাজাত পাবার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা বাংলা ও আসামকে পৃথক প্রদেশে পরিণত করবার দাবী তুলেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন শাসনকার্যের সুবিধার্থ বাংলা-প্রদেশকে ভাগ করে পূর্ববাংলাকে আসামের সংগে যুক্ত করে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। ঢাকাতে এর রাজধানী স্থাপিত হয়। কোলকাতার বন্ধন মুক্ত হয়ে মুসলমানরা মসজিদে মসজিদে সফল শোকরিয়া নমায আদা করেন। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী হিন্দুদের এ ব্যবস্থা মনঃপুত হলোনা। তারা বংগভংগ রহিত করবার আন্দোলন শুরু করলেন। তিলক এই আন্দোলনকে সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত করেন। দুঃখ এবং ক্ষোভের সংগে মুসলমানরা উপলব্ধি করলো যে, মুসলমান জাতির স্বার্থ রক্ষা করা কংগ্রেসের দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের তাকিদে মুসলিম রাজনীতিক দলের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হলো।

এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে উদারনীতিক দল ক্ষমতাসীন হলো। সরকার ঘোষণা করলো যে, ভারতের শাসন-বিধিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হবে। তখন মুসলমানরা স্বাভাবিক ভাবেই ধারণা করলেন যে, প্রস্তাবিত শাসনসংস্কারে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের সম্প্রসারণ নীতি গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা এও উপলব্ধি করলেন যে, সাম্প্রদায়িক হিন্দু-সংস্কার আন্দোলন এবং তিলকপন্থীদের মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচারের ফলে দেশে এমন এক বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রকৃত মুসলিম স্বার্থের সংরক্ষণকারী মুসলমান প্রার্থীর পক্ষে সংখ্যা-

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় মুসলমানগণের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অবিচার

(১১)

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহ্‌মদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা

ভারতীয় মুসলমান রাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এযাবৎ কালের মধ্যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রক্তপাত ছাড়া আমরা আর বিশেষ কিছু করিনাই বলিয়া কেবল যে তাহাদের মধ্যে হইতে শাহাদতের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে তাহা নহে, বরং ওহাবীবিদ্রোহ প্রচারকদের পক্ষে মুসলমানসমাজ হইতে বর্ত্তমানে রংরুট সংগ্রহ প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। ১৮৮৬ সালের আম্বালা রাজদ্রোহ মামলায় আসামীদের মধ্যে সামরিক বিভাগে গোশ্‌ত সরবরাহকারী মোহাম্মদ শফি নামক যে ব্যক্তির প্রতি অন্যান্য অপরাধীর সহিত ফাঁসী দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল, আমি এই ছত্রটি যে-সময় লিপিবদ্ধ করিতেছি, সেইসময় সেই ব্যক্তি পাটনার বিচারালয়ে স্বীয় স্বধর্মী মুসলমান অপরাধিদের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভিয়া তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিলে সে আজ কি প্রকারে আমাদের কাজে লাগিত পারিত? পক্ষান্তরে সেই সময় বিচারকের রায়অনুযায়ী তাহাকে ফাঁসীদণ্ডে বিলম্বিত করিলে সে শহীদের গৌরব লইয়া মরিত এবং তাহাকে যেস্থানে কবর দেওয়া হইত, প্রতিদিন সহস্র সহস্র মুসলমান সেই স্থানে গিয়া পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে তাহার কবর জিয়ারৎ করিয়া পুণ্যার্জ্জন ও জেহাদের প্রেরণা লাভ করিত। ইতিহাস হইতে দেখা যাইতেছে যে, অনেকক্ষেত্রে একান্ত দুষ্কৃতিকারী পাপাচারীও ভণ্ডামীপূর্বক

গরিষ্ঠ হিন্দুর ভোটে নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব। এজন্যেই মুসলিমনেতৃবৃন্দ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবী করলেন। এই দাবী তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিন্টোর নিকট পেশ করবার জন্যে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয়। লর্ড মিন্টো পৃথক-নির্বাচন দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং পরবর্তী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কারে পৃথক-নির্বাচন প্রথা কবুল করা হয়।

মুসলমানদের জন্য পৃথক-নির্বাচনের সরকারী-স্বীকৃতি আদায় করা মুসলিম-রাজনীতি ক্ষেত্রে যে একটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু মুসলিম স্বার্থ-সংরক্ষণ এবং দাবীদাওয়া আদায় করবার জন্য একটি রাজনীতিক দলের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। জাতির এই বিরাট প্রয়োজন মিটানোর জন্যে এগিয়ে এলেন ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ এবং নওয়াব ভিকার-উল-মুল্‌ক। তাঁদের আহ্বানে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় পাক-ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন আহুত হয়। এই সম্মেলনেই মুসলিম জাতির আশা আকাংখার প্রতীক 'নিখিলভারত মুসলিম-লীগ' নামক এক রাজনীতিক সংগঠনের জন্ম হয়। নানা ঘাতপ্রতিঘাত এবং আশা নিরাশার দোদুল্যমানতার মধ্য দিয়ে এই রাজনীতিক সংগঠনই মুসলিম-জাতির রাজনীতিক আশা আকাংখাকে চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়। রেনেসাঁর দীপ্ত আলোকে মুসলিম জাতির যে আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য দেদীপ্যমান হয়ে উঠে, মুসলিম রাজনীতিক সংগঠন তাকেই ভিত্তি করে কায়েদে আযমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে 'পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র' হাসেলের মারফত সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধর্মের নামে জীবনোৎসর্গ করিয়া জনচিত্তে ভক্তিশ্রদ্ধার আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং ইতিহাসের এই শিক্ষা সম্মুখে রাখিয়া দিল্লীর কুখ্যাত গোশ্‌ত সরবরাহকারী অপেক্ষাও জঘন্য স্বভাবের কোন লোকের প্রতি দণ্ড দানকালে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক হইবে যে, দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি যে কারণে যে ধরণের দণ্ড প্রযুক্ত হইতেছে উহা হইতে তাহার পক্ষে শহীদ নামে খ্যাত হওয়ার এবং তাহাহইতে মুসলমানসমাজের পক্ষে শহিদী প্রেরণা লাভের সম্ভাবনা আছে কিনা? কাপাডোসিয়া নিবাসী ঘৃণিত ও অভিশপ্ত জীবনযাপনকারী জর্জ্জ নামক যে ব্যক্তিটি ভণ্ড পাদরী রূপে রোমক সৈনিকদিগকে শুকরের মাংস সরবরাহের চুক্তি করিয়া চুক্তি ভঙ্গের দরুণ জীবনদান করিয়া কি প্রকারে ইংরেজ জনসাধারণের নিকট "সাধু জর্জ্জ" নামে খ্যাত ও ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া রহিয়াছে, রাজনৈতিক কাহারও প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদানকালে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সর্বক্ষেত্রেই সেই ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ রাখা অবশ্যকর্তব্য।

পরিশিষ্ট

তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে স্থলে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির সেক্রেটারী খান বাহাদুর মওলবী আবদুল লতিফ সাহেবের উদ্যোগে সম্পাদিত কতিপয় ফতওয়া লইয়া আলোচনা করিয়াছি, সেই স্থলে পুস্তকের পরিশিষ্টে মূল আরবী ফতওয়া গুলির অনুবাদ উদ্ধৃত করার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছি। সুতরাং নিম্নে সেই সকল ফতওয়ার অনুবাদ উল্লিখিত হইতেছে।

মক্কা নিবাসী উলামাদের ফতওয়া

প্রশ্ন

আপনি আমার নিম্নোক্ত প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দিয়া খোদার অনুগ্রহ ভাজন হউন।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে খ্রীষ্টান শক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহারা ইসলামের বিধিবিধান ও ক্রিয়াকাণ্ডসমূহের মধ্যে দৈনন্দিন পাঞ্জেগানা নামাজ, রোজা, দুইটি ইদের নামাজ প্রভৃতির উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেনা। কিন্তু আবার কতকগুলি ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। যেমন কোন মুসলমান খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করিয়া কাফের হইয়া গেলে ইসলামী শরীয়ত মোতাবিক তাহাকে তাহার পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আইন বলে তেমন কোন লোককেও পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় ভারতবর্ষ পূর্বের ন্যায় "দারুল ইসলাম" নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য আছে কিনা, তাহা জানাইয়া আপনি আল্লাহর নিকট অশেষ পুণ্যের অধিকারী হউন।

১নং জওয়াব

বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা ও গুণকীর্ত্তন। আল্লাহ যেন আমার জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করেন।

"যেকোন স্থানে যতক্ষণ ইস্‌লামের কতিপয় বিশিষ্ট বিধিব্যবস্থা ও ক্রিয়াকাণ্ড প্রতিপালনের স্বাধীনতা থাকিবে ততক্ষণ সেই স্থান দারুলইসলাম নামে অবিহিত হইবে।"

আল্লাহ সর্বপ্রকার ক্ষয়ক্ষতি ও দোষত্রুটি মুক্ত এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট হইতে সর্বপ্রকার গুপ্ত দান প্রত্যাশী এবং খোদার প্রশংসা কীর্ত্তন ও রসুলের প্রতি ও তাঁহার বংশধর ও সাহাবাবৃন্দের প্রতি দরূদ ও ছালাম প্রেরণকারী কর্তৃক এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল।

স্বাক্ষর

জামাল বিনে আবদুল্লাহ শায়খ ওমর আলহানাফী মক্কা মোয়াজ্জমার বর্ত্তমান হানাফী মজহাবের মুফতী।

২নং জওয়াব

এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ আমাদের রসুলের প্রতি, তাঁহার বংশধর ও ছাহাবাবৃন্দের প্রতি এবং আল্লাহ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাসী মুমিনগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

হে দয়াময় আল্লাহ তুমি আমাকে সরল পথে পরিচালিত কর।

www.ahlehadeethbd.org

"যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ স্থানে ইসলামের কতিপয় বৈশিষ্ট বজায় থাকিবে ততক্ষণ উহা দারুলইস্‌লাম গুণসম্পন্ন রহিবে।"

আল্লাহ সকল তত্ত্বের জ্ঞাতা, তিনি দোষত্রুটিমুক্ত এবং সর্বশক্তিমান। যেব্যক্তি কর্তৃক এই ব্যবস্থা (ফতওয়া) প্রদত্ত হইতেছে সেই ব্যক্তি খোদার নিকট দয়া ও মুক্তি প্রার্থী হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ তাহাকে, তাহার পিতামাতাকে এবং তাহার ওস্তাজ ও ভ্রাতা-বন্ধু সমস্ত মুমিন মুসলমানকে ক্ষমা করুন।

স্বাক্ষর

আহমদ বিনে জয়নি দহ্‌লান। মক্কাধামের বর্তমান শাফী মজহাবের মুফ্‌তী।

৩নং জওয়াব

এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তিনি আমার জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করুন। "দছুকীর" ভাষ্যে উল্লিখিত আছে যে, "দারুল ইস্‌লাম কাফের কর্তৃক অধিকৃত হইলেই "দারুল হরবে" পরিণত হয়না, বরং যখন সেই স্থানে ইস্‌লামের সমস্ত অথবা অধিকাংশ বিধিব্যবস্থা ও ক্রিয়াকাণ্ড নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে তখনই উহা দারুলহরবে পরিণত হইয়া থাকে।"

খোদা সমস্ত অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞাতা, আমাদের রসুল এবং তাঁহার বংশধর ও সাহাবাবৃন্দের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হউক।

স্বাক্ষর

হোসায়ন বিনে ইব্‌রাহিম,

মক্কা মোয়াজ্জমায় বর্তমান মালেকী মজহাবের মুফতী।

উত্তরভারতের উলামাবৃন্দ কর্তৃক সম্পাদিত ফতওয়া

ভাগলপুর বিভাগের কমিশনারের পার্সনাল এ্যাসিসট্যাণ্ট সৈয়দ আমীর হোসেন কর্তৃক প্রশ্ন উপস্থাপিত।

প্রশ্ন

ভারতবর্ষ ইতিপূর্বে মুসলমান বাদশাহগণ কর্তৃক ইসলামি নেজাম অনুযায়ী শাসিত হইতেছিল। কিন্তু বর্তমানে তথায় খৃষ্টানশক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা মুসলমানের ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড যথা নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, জুম্মা, ঈদ ইত্যাদি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছেনা। পক্ষান্তরে মুসলমান বাদশাহ যেভাবে মুসলমানদিগকে আশ্রয় দিতে পারেন, তাঁহারা সেই ভাবে মুসলমানদিগকে আশ্রয় দিতেছেন। বিশেষতঃ ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে তাহাদের উপর প্রভুত্বকারী ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়িবার শক্তিও নাই। সেজন্য আবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্রও তাহাদের নাই। এমতাবস্থায় রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মুসলমানদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবি এবং উহা দ্বারা ইস্‌লামকে কলঙ্কিত করা হইবে। এই অবস্থার মধ্যে জেহাদ ওয়াজেব হইতে পারে কিনা, শরিয়তের বিদ্বানমণ্ডলীর নিকট তাহা জানিতে চাহিতেছি।

এই প্রশ্নের উত্তরে ১৭ই রবিউস্‌সানি মোতাবিক ১৭ই জুলাই ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়। "এইস্থানে মুসলমানগণ খৃষ্টান রাজশক্তির আশ্রয়ে শান্তির জীবন যাপন করিতেছে। সুতরাং যে রাজ্যে মুসলমানগণ নিরাপদে বসবাস করিবার সুযোগ লাভ করে, তাহাদের পক্ষে সেই রাজশক্তির বিরুদ্ধে জেহাদে প্রবৃত্ত হওয়ার আবশ্যকতা নাই। জেহাদ সেই স্থানের জন্য অপরিহার্য হইয়া উঠে, যে স্থানের মুসলমান এবং জিম্মি অর্থাৎ মুসলমানের অধিনস্থ অমুসলমান প্রজাবর্গের ধর্মীয় ও অন্যান্য ব্যাপারের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। ভারতে বর্তমানে সেই অবস্থা বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে জেহাদে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য মুসলমানের জয়লাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যদি সে সম্ভাবনা না থাকে তবে জেহাদ বৈধ হইবেনা।

এই স্থানে ফতওয়া সম্পাদনকারী মওলবীসাহেবগণ ফতাওয়ায় আলমগীরি ও মিনহুলগফফার হইতে একটি আরবী এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সীল মোহর সমূহ

মওলবী আলী মোহাম্মদ লক্ষ্ণৌভী, মওলবী আবদুলহাই লক্ষ্ণৌভী, মওলবী মোহাম্মদ নঈম লক্ষ্ণৌভী, মওলবী রহমতুল্লাহ লক্ষ্ণৌভী, মওলবী কুতুবউদ্দীন দেহলবী, মওলবী মুফতি ছায়াদুল্লাহ লক্ষ্ণৌভী, মওলবী লুৎফুল্লাহ রামপুরি, মওলবী গোলাম আলী রামপুরি।

www.ahlehadeethbd.org

হাদীসশাস্ত্রে মুসলিম নারীসমাজের দান

আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ,

(৩)

হিজরী সনের অষ্টম শতব্দীর যেসব মহিলার সিঞ্চিত অবদানে হাদীসশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধিলাভ হয়েছিল পূর্বপাকিস্তানে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী তর্জুমানুলহাদীসের গত দু' সংখ্যায় আমরা তাঁদের মধ্য হ'তে বিশিষ্ট কয়েক জনের নাম উল্লেখ করেছি। বর্তমান সংখ্যায় আমরা নবম শতাব্দীর মহিলাগণের নামই পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করব। ইমাম সাখাভী তাঁর আয্‌যওউল-লামে' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এ যুগের সহস্রাধিক বিদুষী মহিলার নাম উল্লেখ করেছেন যাঁদের অর্দ্ধেকেরও বেশী মুহাদ্দেস ছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের নামও বিস্তৃত জীবনী পেশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। বিধায়, মোটামুটি কয়েকজনের নাম ও সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য পেশ করার চেষ্টা করব। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে নামগুলি আরবী বর্ণমালার অনুপাতে (Alphabatical order) দেওয়া হল।

আমেনা বিনত সদর :—ইনি কাযী আহমদের দুহিতা। বহুসংখ্যক মুহাদ্দেসের নিকট হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মুহাদ্দেস আবুল ফারাজের নিকট সহিহ বুখারী শরীফ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। ইমাম সাখাভী এঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি গ্রহণ করেন।

ব্যবহারে ও চরিত্রমাধুর্যে এঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। ৮৬০ হিঃ পরলোক গমন করেন।

আমেনা নাম্নী আরও অনেক মহিলা আছেন যাঁদেরকে এ তালিকাভুক্ত করা যায়। সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা তাঁদের নাম বাদ দিলাম।

আসমা :—এ নামের বহুসংখ্যক মহিলা হাদীসশাস্ত্রের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আস্‌মা বিন্‌তে আবদুল্লাহ ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। ইমাম সাখাভী লিখেছেন যে, ইনি ২৬ জন মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি লাভ করেছিলেন।

কলিকাতা মোহামেডান সোসাইটির নির্বুদ্ধিতা

উত্তর ভারতের উলামাবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণ করিয়া মওলবী কেরামত আলী সাহেব (ইনি হইতেছেন বঙ্গদেশের বিখ্যাত পীর জৌনপুর নিবাসী মওলানা কেরামত আলী মরহুম, অনুবাদক) বলিতেছেন—প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, যে ভারত দারুল ইস্‌লাম গুণসম্পন্ন রহিয়াছে সেই স্থানে জেহাদ জায়েয কিনা? কিন্তু প্রশ্নের মধ্যেই উহার উত্তর রহিয়াগিয়াছে। কারণ প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, উত্তর ভারতের একদল উলামা যে ভারতকে দারুল ইসলাম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন সেই ভারতে জেহাদ চলিতে পারে কিনা? শরিয়ত দারুল ইসলামে কোন মতেই জেহাদের অনুমতি দেয়-নাই। এই ব্যবস্থা এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ইহার জন্য কোন প্রকার দলিল প্রমাণ উপস্থিত করার প্রয়োজন করেনা। এমতাবস্থায় যদি কোন ভাগ্যবিড়ম্বিত ব্যক্তি স্বীয় অদৃষ্টচক্রের আবর্তনে পড়িয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জেহাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে সেই জেহাদ জেহাদ নামে অভিহিত হইবেনা, উহা রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধ হইবে। পক্ষান্তরে ইস্‌লামী ফেকাহ শাস্ত্রে রাষ্ট্রদ্রোহীতা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় ভারতে জেহাদ অচল। তবুও যদি কেহ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদের নামে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহাহইলে সেই যুদ্ধ বিদ্রোহ নামে অভিহিত হইবে এবং সরকারের অনুগত মুসলমান প্রজাসাধারণও সেই বিদ্রোহ নিবারনার্থ সরকারকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইবে। ফতাওয়ায়-আলমগীরিতে পরিষ্কার ভাষায় এরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে।

সমাপ্ত

www.ahlehadeethbd.org

আলেফ বিনত আলামউদ্দীনঃ— ইনি ছিলেন এক বিশিষ্ট শিক্ষিত ও ধনাঢ্য পরিবারের একমাত্র প্রদীপ। এঁর পিতামহ একটী দ্বীনী মাদরাসা স্থাপন করেছিলেন, যার উলামাবৃন্দের নিকট বসে তিনি হাদীস ও তফসিরের অধ্যাপনা শ্রবণ করে তৃপ্তিলাভ করতেন।

আলেফ বিনত আবদুল্লাহ :— এঁর সম্বন্ধে ইমাম সাখাভী লিখেছেন যে, বহুসংখক যোগ্য আলেম ও ফাযেল এঁর নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। জ্ঞানের গভীরতায়, চরিত্রের পবিত্রতায় এবং ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের নিষ্ঠায় এঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। ইনি ৮৭৯ হিঃ পরলোকগমন করেন।

উম্মুল খায়ের আমাতুল খালেক :— ইনি শায়খ জামাল হাম্বলী ও শরফ বিন কুয়ায়ক প্রমুখ মুহাদ্দেসের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। বিখ্যাত মুহাদ্দেস আবুল আব্বাস আলহিজারের নিকট হতে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ইনিই সর্বশেষে পরলোকগমন করেন। ইমাম সাখাভী এঁর নিকট হ'তে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি লাভ করেন।

আনেস বিনত আবদুল করিম :— ইনি গভর্ণর মুহাম্মদ বিন আনেসের দৌহিত্রী ছিলেন, এঁর জননী সারা ও অগ্রজা আমেনা ছিলেন তদানীন্তন বিদুষী মহিলাদের অন্যতম, ইনি ছিলেন অষ্টম ও নবম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হাফেজ ইবনে হাজারের সহধর্মিনী। হাদিস শাস্ত্রের জ্ঞান তিনি স্বীয় স্বামীর নিকটেই লাভ করেন এবং শায়খ ইরাকী ও শরফউদ্দীন কুয়াকের বর্ণিত হাদিসগুলি তাঁরই মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, এছাড়া সহীহ বুখারী শরীফ ও হাদিসের অন্যান্য গ্রন্থাবলীর রেওয়ায়তও তিনি তাঁর স্বামীর মাধ্যমেই করেছেন। স্বীয় স্বামীর ন্যায় ইনিও জীবনভর শুধু হাদীসশাস্ত্রেরই খেদমত করে গেছেন। ইমাম সাখাভী তাঁর হাদিস-শাস্ত্রের খেদমত সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে যে উক্তি করেছেন তার প্রকাশভঙ্গীমায় এঁর পাণ্ডিত্যের দিকটীও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন :—

حدثت بحضور شيخنا وبعده وقرء عليها الفضلاء

"আনেস বিনত আবদুল করিম আমাদের শায়খ অর্থাৎ হাফেজ ইবনে হাজারের জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরও হাদিস বর্ণনা করেছেন। বড় বড় বিদ্বান-গণও তাঁর নিকট হাদিস অধ্যয়ন করেন।"

হাদিসশাস্ত্রের বিশ্বকোষ হাফেজ ইবনে হাজারের জীবদ্দশায় তাঁরই বাড়ীর ত্রিসীমানায় বসে হাদিসশাস্ত্রের অধ্যাপনা করা যে কত বড় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, তা' শুধু অনুমাণ করারই বিষয়।

ইমাম সাখাভী এঁর শাগ্‌রেদদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমি তাঁর নিকট নানাবিধ জ্ঞান অর্জন করেছি।"

ইল্‌মে হাদিসের জ্ঞান ও খিদ্‌মতে আনেস বিনত আবদুল করিম যেমন ছিলেন হাফেজ ইবনে হাজারের যোগ্য সহধর্মিনী, চারিত্রিক পবিত্রতায়, পরহেজগারীতে ও সংযমশীলতায় তেমনি ছিলেন তিনি স্বীয় যুগের রাবেয়া বসরী। ইমাম সাখাভী লিখেছেন :—

كانت رئيسة دينية كريمة راغبة فى الخير محبة الدعاء يقال انها رأت ليلة القدر

"তিনি ছিলেন ধনাঢ্যা, ধার্মিকা, দানশীলা, সৎকর্মে আগ্রহীনী ও অব্যর্থ প্রার্থনা কারীনী, কথিত আছে যে, তিনি "শবে-কদর" অবলোকন করেছিলেন।"[১]

রা'ই খাতুন বিনত আবুল হাসানঃ— ইনি আবুবক্‌র আল-মুযীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি বহুসংখ্যক মুহাদ্দিস নরনারীর নিকট হ'তে হাদিস বর্ণনার অনুমতি প্রাপ্ত হন। হাদিসশাস্ত্রের অধ্যাপনাও করেছেন। ইল্‌মে হাদীসের ছাত্র ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের কে মনেপ্রাণে ভালবাস্‌তেন। অধ্যাপনার সময় হাদীস-শাস্ত্রের প্রতি পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাতেন এবং শোতৃবৃন্দের সুখ সুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। ছাত্রবৃন্দের প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে কখনও কুণ্ঠাবোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করতেননা। মিসর ও সিরিয়ায় ছিল তাঁর অধ্যাপনার কেন্দ্র। এঁর সম্বন্ধে ইমাম সাখাভী লিখেছেন :—

حدثت بالشام ومصر وكانت خيرة ومن بيت علم ورياسة ومحبة فى الحديث

"মিসর ও সিরিয়া—উভয় স্থানেই তিনি হাদিসের

১) আয্‌যওউললামে' ১২ খণ্ড ১১ পৃঃ;

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অধ্যাপনা করতেন। তাঁর স্বভাব ছিল মধুর। জ্ঞান-পিপাসু এক ধনাঢ্য পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। হাদিস-শাস্ত্রের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল।

ইমাম সাখাভী এঁর অন্যতম শাগ্‌রেদ ছিলেন। ৮৬৪ হিঃ এঁর এন্তেকাল হয়।

বাইরম বিনত আহমদ :—ইনি নবম শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাতনামা ফিকাশাস্ত্রবিদ আহমদ বিন মুহাম্মদের দুহিতা। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি স্বগৃহেই লাভ করেন। ফকিহ পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ করার ফলে এঁর পরবর্তী জীবনে ফেকাহর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইনি পবিত্র কালামুল্লাহর কারীও ছিলেন। শামসুদ্দীন বিন সা'য়ে ও তদীয় দুহিতা ফাতেমার নিকট "সপ্ত কিরাত" অধ্যয়ন করেন। স্বীয় পিতার সমভিব্যাহারে বয়তুল মুকাদ্দেস গমন করতঃ তদানীন্তন নেতৃস্থানীয় শায়খদের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর স্মরণশক্তি এতই প্রখর ছিল যে বিভিন্ন বিষয়ের একাধিক পুস্তক তাঁর মুখস্থ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ "কিতাবুল উমদাহ" "রিসালায়ে শা'তেবিয়া" "কাসিদাতুল বুরদাহ" "আকিদাতুল গাজালী" ও ইমাম নববীর "আরবাঈন" ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইমাম সাখাভী লিখেছেন যে, তিনি ইমাম নববীর "রিয়াযুল সালেহীন ও তাহারাতুল কলুব" নামক বই দু' খানা প্রায়ই পড়তেন।

উম্মে বকর বিনত মুহাম্মদ বিন মিনজা :—শাম দেশে মিনজা নামক এক পরিবার বাস করতেন। জ্ঞান গরিমায়, শিক্ষায়-দীক্ষায় এ পরিবারটী ছিলেন অতুলনীয়। প্রায় কয়েক শত বৎসর ধরে তাঁদের এ ঐতিহ্য অক্ষুন্ন ছিল। উম্মেবকর এই পরিবারেরই একটী উজ্জল নক্ষত্র ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত মুহাদ্দেস ইমাম বরযালী ও ইমাম মিয্‌যীর নিকট তিনি হাদীস অধ্যয়ন করেন। এ'ছাড়া যয়নব বিনত কামাল, শিহাব আল জারাদী ও ওয়াকেশ আলশাল্‌বী প্রমুখ মহাদ্দেসগণের নিকটও হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি হাদীসের অধ্যাপনাও করেছিলেন। নবম শতাব্দীর বহু প্রখ্যাতনামা মুহাদ্দেস এঁর শাগ্‌রেদ ছিলেন। হাফেজ ইবনে-হাজার এঁর নিকট হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি গ্রহণ করেন এবং স্বীয় গ্রন্থ আলমাজ্‌মাউল মুয়াস্‌সাস লিল মু'জামিল মুফাহরাস"[১] এ এঁর নাম উল্লেখ করেন। ইমাম সাখাভী লিখেছেন :—

سمع منها الفضلاء واجازت لشيخنا

"এঁর নিকট বহু বিখ্যাত আলেম হাদিস শ্রবণ করেছেন এবং ইনি আমার শায়খকে (হাফেজ ইবনে হাজার) হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি দান করেছেন।"[২]

উম্মে আবদুল্লাহ বিনত নাসের-উদ্দীন:—ইনি "সিত্‌তুত্ তুজ্জার" উপাধিতে সমধিক পরিচিত। সম্ভবতঃ এঁর উল্লিখিত উপাধির কারণ এ ছিল যে, এঁর পিতামহ একজন বিশিষ্ট "তাজের" (ব্যবসায়ী) এবং বিরাট ধনকুবের ছিলেন। মুহাদ্দেস "ইয্‌য্ বিন জামাআ তাঁকে হাদিস রেওয়ায়ত করার অনুমতি দান করেছিলেন। যে বিশেষ খেদমতের জন্য ইনি হাদিস শাস্ত্রামোদীদের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তা' হল এই যে, ইনি ইয্‌য্ বিন জামাআ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসগুলির স্তর বিন্যাস (ترتيب وتبويب) করেছেন। বহু বড় বড় পণ্ডিত তাঁর শাগ্‌রেদদের তালিকাভুক্ত। হাফেজ ইবনে হাজারও তাঁর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। ৮৪৮ হিঃ ইনি ইন্তেকাল করেন।

জুওয়ায়রিয়াহ :—ইনি আবুবকর হায়সামীর দুহিতা ছিলেন। স্বীয় পিতা, আবুহাতেম ও অন্যান্য মুহাদ্দেসগণের নিকট হাদিস অধ্যয়ন করেন। তিনি হাদীস অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করলে তদানীন্তন হাদিস শাস্ত্রের ইমামগণও তাঁর শিক্ষা বরণ করেন। তাঁর শাগরেদগণের মধ্যে ইমাম সাখাভীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিছেন :— كانت محبة في الحديث سمع منها الا ئمة "হাদিসশাস্ত্রের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। এ শাস্ত্রের ইমামগণও হাদীস শ্রবণ করার জন্য তাঁর নিকট যেতেন।" ৮৬৩ হিঃ তিনি পরলোকগমন করেন।[৩]

১) এ বইখানায় হাফেজ ইবনে হাজার স্বীয় ওস্তাদগণের নামের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী দান করেছেন এবং তাঁদেরকে কয়েক স্তরে (তাবাকাত্) বিভক্ত করেছেন।

২) আয্‌যওউল লামে ১৬ পৃঃ।

(৩) আয্‌যওউল লামে' ১২ খঃ ১৮ পৃঃ;

www.ahlehadeethbd.org

হাসান আস্‌সা'দিয়্যাহ :—নবম শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট মহিলা-মুহাদ্দেস। বহু বড় বড় আলেম তাঁর শাগ্‌রেদের তালিকাভুক্ত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে ফাহদ তাঁদের অন্যতম। ৮৪২ হিঃ তাঁর এন্তেকাল হয়।

হাসনা বিন্‌তে হাসান :—ইনি ইমাম বারযালী ও ইমাম মিয্‌যীর শাগরেদ ছিলেন। এঁদের নিকট তিনি জামে' তিরমিযী বিশেষ গবেষণা-সহকারে অধ্যয়ন করেন। হাফেজ ইবনে হাজার স্বীয় "মু'জামুশশুয়ুখে" তাঁর উল্লেখ করেছেন।

খাদিজা বিন্‌তে ইবরাহীম :—ইনি অষ্টম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস কাসেম বিন মুযাফ্‌ফরের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। কাসেম বিন মুযাফ্‌ফর কর্তৃক বর্ণিত হাদিসগুলি যাঁরা বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ইনিই সর্বশেষে এন্তেকাল করেন। হাফেজ ইবনে হাজার এর নিকট হতে বহুসংখ্যক হাদিস রেওয়ায়ত করেছেন। হাদিসের অধ্যাপনায় তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল।

৮০৩ হিঃ ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি পরলোক গমন করেন। [২]

খাদিজা বিন্‌তে আল-মুযাফ্‌ফেক :—ইনি নবম শতাব্দীর প্রখ্যাত মহিলা মুহাদ্দেস আয়েশা বিন্‌তে আলহাদীর নিকট শায়খ হারাভী-রচিত "যাম্‌মুলকালাম, আলী বিন আসেম কর্তৃক সংকলিত "আজযা-ই-হাদিস" [৩] ও উমর কর্তৃক সংকলিত 'মুসনাদ [৪] নামক হাদিস গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ইমাম সাখাভী লিখেছেন যে, এই শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ইউসুফ বিন হাসান খদিজার জন্য একখানি "আরবাইনের" [৫] "তখরীজ" [৬] লিখেছিলেন। [৭]

খদিজা বিন্‌তে আলী :—ইনি স্বীয় পিতার সহিত ইব্‌ন্‌ বিন কুয়ায়কের নিকট ইমাম মালেকের মোয়াত্তা অধ্যয়ন করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বহুবার মোয়াত্তার অধ্যাপনা করেছেন। ইমাম সাখাভী তাঁরই নিকট মোয়াত্তা অধ্যয়ন করেন। পাঠাভ্যাস তাঁর প্রিয়তম বস্তু ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর এ অভ্যাসে ব্যতিক্রম দেখা দেয় নাই। নারী সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট মসআলাগুলিতে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। (৮)

খাদিজা বিন্‌তে উমর :—ইনি নবম শতাব্দীর মুহাদ্দেস ইবনে সিদ্দিকের নিকট সহিহ বুখারী শরীফ ও দারেমীর "ছলাছিয়াত" [১] সমূহ শ্রবণ করেন। ইনি অধ্যাপনার কাজও করেছিলেন। ৮৬০ হিঃ পরলোক গমন করেন।

এযুগে খাদিজা নাম্নী আরও কয়েকজন মুহাদ্দেস মহিলার নাম দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে খদিজা বিনতে ফারাজ আয্‌-যয়লাইয়াহ, খদিজা বিনতে আন্‌নূর (মৃঃ ৮৩৮), খদিজা বিনতে আবু আবদুল্লাহ (মৃঃ ৮৪৬) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

রুকাইয়া বিন্‌তে আল-শরফ মুহাম্মদ :—একটী বিশিষ্ট শিক্ষিত পরিবারে এঁর জন্ম হয়। এঁর পিতা, পিতামহ এবং পিতৃব্য সকলই মুহাদ্দেস ছিলেন বরং সাখাভীর ভাষায় বল্‌তে গেলে এঁর পিতৃব্য ছিলেন কায়রো—এর-সর্ব্ববাদী সম্মত মুহাদ্দেস। (بل عمها ابوالفرج مسند القاهرة) মুহাদ্দেস পরিবারে প্রতিপালিত এই রুকাইয়ার যিনি জীবনসঙ্গী হয়েছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তিনিও ছিলেন একজন অসাধারণ মুহাদ্দেস। তাই রুকাইয়ার জীবনে হাদিসচর্চ্চার ব্যাঘাত কোনদিনই ঘটেনি। এতগুলি মুহাদ্দেসের নিকট হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করেও জ্ঞান পিপাসিনী রুকাইয়া পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। তাই ছুটে চলে ছিলেন দেশদেশান্তরের নামকরা মুহাদেসগণের খেদমতে। এঁদের মধ্যে ইয়াহুইয়া বিন ইউসুফ আলবসরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম সাখাভী রুকাইয়ার শাগরেদদের অন্যতম ছিলেন।

---

(২) Ibid ২৫ পৃঃ।

(৩) আজ্‌যা [এক বচন জুয] হাদিসের ঐ সব গ্রন্থকে বলা হয় যাহাতে শুধু একটী মসলা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন হাদিস সন্নিবেশিত রয়েছে। যেমন ইমাম বুখারীর জুযউল কিরাত ও জুযউ রাফয়িল ইয়াদায়ন।

(৪) মুসনাদ [বহুবচন মাসানীদ] হাদিসের ঐ সব গ্রন্থকে বলা হয় যাহাতে এক একজন সাহাবীর বর্ণিত সমস্ত হাদিসগুলিকে এক একটী অধ্যায়ে বিভক্ত করতঃ সন্নিবেশিত করা হয়।

(৫) এর শাব্দিক অর্থ হল "চল্লিশ।" পবিত্র হাদিসে আছে "রছুলুল্লাহ [দঃ] বলেছেন" আমার উম্মতগণের মধ্যে যে ব্যক্তি চল্লিশটী হাদীসের জ্ঞান অর্জ্জন করবে কেয়ামতের দিন সে আলেম সম্প্রদায়ভুক্ত হবে" [ভাবার্থ] এ হাদীস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আলেমগণ বিভিন্ন যুগে নির্বাচিত চল্লিশটী হাদীস সংকলন পূর্ব্বক তাহা পুস্তিকাকারে ছাপাতেন। একেই "আরবাঈন" বা "চেহেল হাদিস" বলা হয়।

[৬] মুস্‌তখ্‌রাজ—হাদিসের ঐ সব গ্রন্থকে বলা হয়—যাতে অন্যগ্রন্থে সনদ সহকারে সংকলিত হাদিসগুলির অবশিষ্ট সনদগুলি উল্লেখ করা হয় এবং এ অবশিষ্ট সনদগুলি অনুসন্ধানপূর্ব্বক বের করার কাজকে "তখ্‌রীজ" বলা হয়।

(৭) আযযও : ১২ খণ্ড ২৮ পৃঃ [৮] Ibid ২৯ পৃঃ।

১। যে সমস্ত হাদিসের সনদে বর্ণনাকারী ও রছুলুল্লাহর (দঃ) মধ্যে মাত্র তিন জনের ব্যবধান রয়েছে তাহাকে "ছলাছিয়াত" বলে।

www.ahlehadeethbd.org

জন্মনিরোধ

যুক্তি ও ধর্মের দৃষ্টিতে

(দ্বিতীয় কিস্তি)

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আল্‌কোরায়শী

ইমাম মুসলিম তাঁহার সহীহ গ্রন্থে এবং নসয়ী তাঁহার সুননে হযরত আবুসঈদ খুদ্‌রীর বাচনিক "আয্‌ল" সম্বন্ধে যেরূপ রসূলুল্লাহর (দঃ) لاعليكم ان لاتـفعلوا উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহা তোমাদের জন্ম বিধেয় নয়, তোমরা এই কার্য করিওনা, সেইরূপ ঠিক এই শব্দে ইমাম বুখারীর সহীহ গ্রন্থের 'বুয়ূ' অধ্যায়েও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আবুসঈদ খুদ্‌রী রসূলুল্লাহকে (দঃ) বলেন,

يارسول الله انا نصـيب سبـيا' فـنحب الاثمان ! فكيف ترى فى العزل ؟ فقال او انـكم تـفعلون ذلك ؟ لاعليكم ان لاتفعلوا ذلـكم !

হে আল্লাহর রসূল, কতকগুলি ক্রীতদাসী যুদ্ধে আমাদের হস্তগত হইয়াছে অথচ আমরা মূল্য চাই। অর্থাৎ আমরা দাসীদের বিক্রয় করিয়া মূল্য পাইতে চাই। এরূপ অবস্থার তাহাদের সহিত আমাদের "আয্‌ল" করা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ? রসূলুল্লাহ (দঃ) বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিলেন, তোমরা কি এই কাজ করিয়া থাক ? দেখ, ইহা তোমাদের জন্ম, বিধেয় নয়, তোমরা ইহা করিওনা[১]।

বুখারীর কতিপয় রেওয়ায়তে "লা'আলায়কুম" (لاعليكـم) শব্দের পরিবর্তে "মা'আলায়কুম" উল্লিখিত হইয়াছে[২]। আল্লামা ماعليكـم ان لاتفعلوا আবুলহাসান মুহাম্মদ বিনে আবদুলহাদী সিন্ধী (মৃত্যু ১১৩৮ হিঃ) সহীহ বুখারীর টীকায় ইতকের অধ্যায়ে "মা'আলায়কুম" শব্দে বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,

هذا يفيد الله رغبهم فـى ترك العزل وبين لهم ان فعل العزل لايفيد الفائدة التى لاجلها تريـدوه' فلو تركتم العزل لماضركم !

রসূলুল্লাহর [দঃ] উক্তি "মা'আলায়কুম" দ্বারা বুঝাযায় যে, তিনি সাহাবাগণকে "আয্‌ল" পরিত্যাগ করার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বুঝাইয়াছিলেন, উহা একটি অনর্থক কাজ! যে উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সাহাবারা উহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইবার নয়। তাই রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিলেন, "আয্‌লে"র অভ্যাস ত্যাগ করিলে তোমাদের কোন ক্ষতি হইবেনা[৩]।

হাফিয ইব্‌নেহজর লিখিয়াছেন,

قـولـه : لاعلـيـكـم ان لاتفعلوا' اى لاحرج عليكم ان لاتفعلوا' فـفـيـه لفى الحرج عن عدم الفعل' فافهم ثبوت الحرج فى فعل العزل ـ ولو كان المراد نـفى الحرج عن الفعل لقال : لاعليكم ان تفعلوا

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যদি "আয্‌ল" না কর, তাহাতে ক্ষতি-নাই। "না করায় ক্ষতি-নাই"—এই নির্দেশ দ্বারা বুঝাযায় যে, "আয্‌ল" করায় ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। যদি রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিতে ইচ্ছা করিতেন যে, "আয্‌ল করায় ক্ষতিনাই তাহাহইলে তিনি বলিতেন, যদি তোমরা আয্‌ল কর, তাহাতে ক্ষতিনাই"[৪]। মোটকথা, উপরিউক্ত হাদীসের সাহায্যে "আয্‌লের" স্পষ্ট হুরমত যদি প্রমাণিত নাও হয়, তথাপি ন্যূনকল্পে উহা বর্জন করা যে উত্তম, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীস দ্বারা তাহা সন্দেহাতীত ভাবেই প্রমাণিত হইতেছে।

"আয্‌লের সুস্পষ্ট নিষিদ্ধতা সম্পর্কেও রসূলুল্লাহর [দঃ] নির্দেশ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইমাম মুসলিম জননী আয়েশার প্রমুখাৎ জুদামা বিনতে ওয়াহাবের রেওয়ায়ত উধৃত করিয়াছেন যে, আমি একদা রসূলুল্লাহর [দঃ]

১) সহীহ বুখারী, বুয়ূ অধ্যায় [২] ১৯ পৃঃ ; সহীহ মুসলিম [১] ৪৬৬ পৃঃ ; সুননে নাসায়ী ৫২১ পৃঃ।

২) সহীহ বুখারী, ইত্‌ক [২] ৫৫ পৃঃ; মাগাযী [৩] ২৫ পৃঃ; তওহীদ [৪] ১১৮ পৃঃ।

৩ সহীহ বুখারী সিন্ধীর টীকা [২] ৫৫ পৃঃ।

৪) ফত্‌হুলবারী [৯] ২৪৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

حضرت رسول الله صلے الله عليه وسلم فى اناس' فسالوه عن العزل ؟ فقال رسول الله صلے الله عليه وسلم : ذلک الـوأد الخفى' وقرأ : واذا الموؤدة سئلت !

খিদমতে উপস্থিত হই। কতকগুলি লোক তথায় সমবেত ছিলেন, তাঁহারা রসূলুল্লাহ [দঃ] কে "আয্‌ল" সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত [দঃ] বলিলেন, উহা জীবন্ত সন্তান প্রোথিত করার গোপণ রূপ। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়তটি পাঠ করিলেন, এবং যে দিবস জীবন্ত প্রোথিত সন্তান জিজ্ঞাসিত হইবে। ইব্‌নেমাজাও তাঁহার সুননে এই হাদিসটি সংক্ষিপ্ত ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন[৫]।

হাফিয ইব্‌নেহযম লিখিয়াছেন, এই হাদীসটি পরম বিশুদ্ধ[৬]।

আবু আওয়ানা যর বিনে হুবায়েশের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

انـه كان يكره العزل

হযরত আলী মুর্তযা "আয্‌ল"কে মকরূহ জানিতেন। ইয়াহ্‌য়া বিনে সঈদুল কাত্তান আবদুল্লাহ বিনে মসউদের উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলিলেন,

انه قال فى العزل هى الموؤدة الصغري

"আয্‌ল" সন্তানহত্যার ক্ষুদ্র সংস্করণ। আবুউমামা বাহেলীর উক্তি শো'বা

ما كنت ارى مسلما يفعله

রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমি মনে করিনা, কোন মুসলমান "আয্‌ল" করিতে পারে। "আয্‌ল" করার জন্য হযরত উমরের তাঁহার কোন সন্তানকে মারপিট করার ঘটনা সঈদ বিনে মনসূর রেওয়ায়ত করিয়াছেন। সঈদ বিনে মনসূর সঈদ বিনুল মুসাইয়েবের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন

كان عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان ينكران العزل ـ

যে, হযরত উমর ও হযরত উস্‌মান "আয্‌ল" করার কার্যকে বিগর্হিত মনে করিতেন। হাম্মাদ বিনে সল্‌মা সনদ সহকারে আবদুল্লাহ বিনে উমর সম্বন্ধে রেওয়ায়ত করিয়াছেন

ان ابـن عمر كان لا يعزل وقال لوعلمت احدا من ولدى يعزل لنكلته

যে, তিনি আয্‌ল করিতেননা এবং বলিতেন যে, আমি আমার পুত্রদের মধ্যে যদি কাহারও সম্বন্ধে জানিতে পারি যে, সে এই কার্য করিয়া থাকে, তাহাহইলে আমি তাহাকে শাস্তি করিব। তাবেয়ীগণের মধ্যে আস্‌ওয়াদ বিনে ইয়াযীদ ও তাউসেরও অনুরূপ অভিমত ছিল[১]।

"আয্‌লে"র সমর্থনে যেসকল বিশুদ্ধ হাদীস প্রদর্শন করা হইয়া থাকে, সেগুলি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নয়। যেমন বুখারী ও মুস্‌লিম জাবির বিনে আবদুল্লাহর উক্তি রেওয়ায়ত করিয়া-

كنا نعزل والقـرآن ينزل

ছেন, আমরা যৌনসম্ভোগ কালে যখন "আয্‌ল" করিতাম, তখন কুরআন অবতীর্ণ হইতেছিল। উক্ত জাবির বিনে আবদুল্লাহর প্রমু-

كنا نعزل على عهد النبى صلے الله عليه وسلم

খাৎ ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে যে, রসূলুল্লাহর [দঃ] পবিত্র যুগে আমরা আয্‌ল করিতাম[২]। উভয় হাদীসের বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত হইলেও উহাদের তাৎপর্য সুস্পষ্ট নয়। কুরআনের অবতরণযুগে বহু অবৈধ কার্য প্রচলিত ছিল এবং এই কার্যগুলি ক্রামশিক ভাবে কুরআন অথবা রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ ক্রমেই সংবৃত বা নিবারিত হইয়াছে। সুতরাং কুরআনের অবতরণ যুগে কোন কোন সাহাবা "আয্‌ল" করিতেন বলিয়া উহা যে রসূলুল্লাহ [দঃ] কর্তৃক কখনও নিষিদ্ধ হয়নাই, একথা প্রমাণিত হয়না। আর রসূলুল্লাহর [দঃ] পবিত্র যুগে কতিপয় সাহাবাগণের কোন কার্য করা উক্ত কার্যের বৈধতার প্রমাণ হইতে পারেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত ইহাও প্রমাণিত না হয় যে, রসূলুল্লাহর [দঃ] জ্ঞাতসারেই সাহাবাগণ উক্ত কার্য সম্পাদন করিতেন।

"আয্‌লে"র বৈধতা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে মুস্‌লিম কর্তৃক বর্ণিত জাবির বিনে আবদুল্লাহর ও আবুদাউদ কর্তৃক বর্ণিত আবুসঈদ খুদ্‌রীর বর্ণিত দুইটি হাদীস উপস্থিত করা যাইতে পারে। জাবিরের হাদীসে উল্লিখিত আছে, জনৈক ব্যক্তি তাহার দাসীর সহিত এরূপ যৌনসম্ভোগের অনুমতি চাহিয়াছিল, যাহাতে তাহার

واكره ان تحمل' فقال اعزل عنها ان شئت

দাসী গর্ভবতী হইতে নাপারে। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে উক্ত দাসীর সহিত

৫) সহীহ মুস্‌লিম [১] ৪৬৬ পৃঃ; সুননে ইব্‌নেমাজা ৩১৭ পৃঃ।
৬) মুহাল্লা [১০] ৭০ পৃঃ।

১) মুহাল্লা [১০] ৭১ পৃঃ।
২) সহীহ বুখারী [৩] ১৬৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"আয্‌ল" করিতে পার। এই হাদীস সূত্রে শুধু দাসীর সহিত আয্‌লের অনুমতিই সাব্যস্ত করা যাইতে পারে, উহার ব্যাপক অনুমতি প্রমাণিত করা সম্ভবপর হয়না। পক্ষান্তরে এই অনুমতিকে মৌলিক মুবাহাতের অন্তর্গত মনে করা অসঙ্গত নয়, যাহাকে জুদামার হাদীস রহিত করিয়া দিয়াছে।

আবুসঈদের হাদীসের তাৎপর্য এই যে, ইহুদীরা "আয্‌ল"কে শিশুহত্যার অন্যতম সংস্করণ বলিয়া অভিহিত করিত। ইহাতে রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছিলেন, ইহুদীরা মিথ্যা বলিয়াছে, আল্লাহ যদি কোন কিছু সৃষ্টি করিতে চান, তাহা সংবৃত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। এই হাদীসটি নাসায়ী বিভিন্ন তরীকায় এবং তিরমিযীও তাঁহার সনদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইমাম তাহাবী এই হাদীসটিকে জুদামার হাদীসের নাসিখ স্থির করিয়াছেন আর ইমাম ইব্‌নেহয্‌ম ব্যবহারিক হারাম ও হালালের মৌলিক সূত্র অনুসারে আবুসঈদের উল্লিখিত হাদীসকেই মনস্থ বলিয়াছেন। হাফিয ইব্‌নুলকাইয়েম জুদামা ও আবুসঈদ উভয়ের হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ইহুদীদের যে উক্তিকে রসূলুল্লাহ [দঃ] মিথ্যা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে ইহুদীদের এই ধারণা যে, 'আয্‌ল' দ্বারা সন্তানসম্ভাবনা আদৌ সম্ভবপর নয়। সুতরাং বংশনির্মূল করার দিক দিয়া তাহারা আয্‌লকে শিশুহত্যার স্থলাভিষিক্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। রসূলুল্লাহ [দঃ] তাহাদের এই ধারণার ভ্রান্তীকতা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আযল' দ্বারা গর্ভসঞ্চার সংবৃত হইবেনা, যদি আল্লাহ সন্তান সৃষ্টি করিতে চান। আর সৃষ্টির কার্য সংবৃত হয়না বলিয়া "আয্‌ল"কে প্রকৃত শিশুহত্যা নাবলিয়া জুদামার হাদীসে "গোপণীয় শিশুহত্যা" বলা হইয়াছে। কারণ মানুষ গর্ভনিরোধের উদ্দেশ্যে "আয্‌ল" করিয়া থাকে, এই উদ্দেশ্য শিশুহত্যার অন্যতম প্রকরণ। আর প্রকৃত শিশুহত্যা, যাহা সন্তান প্রোথিত করার আকারে আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা শুধু সংকল্প মূলক ছিলনা, তাহারা সংকল্পের সঙ্গে কার্যতঃ সন্তানকে হত্যাও করিত। "আয্‌লে"র সহিত শুধু সংকল্পের সম্পর্ক, কার্যের সম্পর্ক নাই, তাই রসূলুল্লাহ (দঃ) ইহাকে "গোপণ শিশুহত্যা"* রূপে আখ্যাত করিয়াছেন। ফলকথা, উভয় হাদীসে কোন বিরোধ নাই। ইমাম শওকানী বলেন, ইহা শক্তিশালী সমন্বয়[১]।

قالت اليهود : العزل الموؤدة الصغرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذبت يهود ان الله عزوجل لو اراد ان يخلق شيئا لم يستطع احد ان يصرفه

الذى كذب فيه صلى الله عليه وسلم اليهود هو زعمهم ان العزل لايتصور معه الحمل وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فاكذبهم واخبر انه لايمنع الحمل اذا شاءالله خلقه واذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة وانما سماه وأدا خفيا فى حديث جدامة لان الرجل انما يعزل هربا من الحمل فاجرى قصده لذلك مجرى الوأد لكن الفرق بينهما ان الواد ظاهر

আমরা দ্ব্যর্থহীন বিশুদ্ধ হাদীস উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, "আয্‌ল" করার কার্য রসূলুল্লাহর [দঃ] মনঃপুত ছিলনা। হযরতের প্রমাণিত উক্তিদ্বারা উহার হুরমত অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হওয়া যদি কেহ স্বীকার নাও করেন, তথাপি উহার নিরর্থকতা ও অবৈধতা যে রসূলুল্লাহর [দঃ] উক্তি দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হইয়াছে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

কেহ কেহ সামঞ্জস্য রক্ষার খাতিরে বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, "যৌনসম্ভোগে নিয়ম নাস্তি" নীতির অনুসরণে গোড়ায় আরবরা "আয্‌ল" করিত, রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রথমাবস্থাতেই উহা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং এই কার্যকে ইহুদীদের অনুকরণে "গুপ্ত শিশুহত্যা" (الواد الخفى) বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত পুনরায় তিনি তাঁহার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া সাবেক রীতি ঘুরাইয়া আনিয়া পুনঃপ্রবর্তিত করিয়া দেন। কিন্তু এরূপ উদ্ভট দাবী প্রতিপন্ন করার জন্য সুদৃঢ় প্রমাণ আবশ্যক।

১) নয়লুলআওতার (৬) ১৬৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

الذى خلق لكم مافى الارض جميعا' وعلى هذا كان كل شئ حلالا حتى نزل التحريم قال تعالى : وقد فصل لكم ماحرم عليكم - فصح ان خبر جد امة بالتحريم هو الناسخ لجميع الاباحات المتقدمة التى لاشك فى انها قبل البعث وبعد البعث وهذا امر متيقن لانه اذ اخبر عليه الصلوة والسلام انه الوأد الخفي والوأد محرم فقد نسخ الاباحة المتقدمة بيقين' فمن ادعى ان تلك الا باحة المنسوخة قد عادت وان النسخ المتيقن قدبطل' فقد ادعى الباطل وقفى مالاعلم له واتى بما لادليل له عليه،

একথা সর্ববাদীসম্মত যে, অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক হাদীসের মুকাবিলায় স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হাদীস অগ্রগণ্য হইয়া থাকে আর জাবিরের হাদীসের মুকাবিলায় মুস্‌লিম কর্তৃক বর্ণিত জুদামার হাদীস যে স্পষ্টতর ও দ্ব্যর্থহীন, তাহা যেকোন ব্যক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। আর কিছুক্ষণের জন্য যদি উভয় প্রকার হাদীসকে সমশ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়, তথাপি "আয্‌লে"র নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জুদামা বিন্‌তে ওয়াহাব আসাদীয়া কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অগ্রগণ্য বিবেচিত হওয়া উচিত। কারণ কোন স্বাভাবিক কার্যই মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ ছিলনা, নিষিদ্ধতার বন্ধন সৃষ্টি করার জন্যই শরীআতের আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে মানুষ যেসকল রীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল, তন্মধ্যে শরীআত যেগুলি গর্হিত বিবেচনা করিয়াছে, কেবল সেইগুলিকে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া অন্যসমুদয় কার্য ও রীতিকে মুক্ত ও অবারিত রাখিয়াছে। যৌনসম্ভোগের কোন নির্দিষ্ট রীতি মূলতঃ নিষিদ্ধ ছিলনা, আরবদের মধ্যে "আয্‌লে"র রীতি স্বাভাবিক ভাবেই প্রচলিত ছিল। তাই রসূলুল্লাহ [দঃ]ও প্রথমে ইহা নিষেধ করেননাই কিন্তু ইহার অবৈধতা সম্বন্ধে প্রত্যাদিষ্ট হইবার পর তিনি উহাকে রহিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং উহাকে "গোপণ শিশু হত্যা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। হানাফী মযহবের বিখ্যাত ফকীহ ইমাম ইব্‌নুলহুমাম বলেন, উভয় পক্ষের হাদীস সঠিক হইলেও পরস্পরের বিরোধিতা ক্ষেত্রে জুদামার হাদীস অর্থাৎ "আয্‌লে"র নিষিদ্ধতার হাদীসকেই অগ্রগণ্য করা ওয়াজিব। কারণ উক্ত হাদীস সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম, "মৌলিক বৈধতার" সাধারণ নিয়ম উক্ত হাদীসের সাহায্যে ভঙ্গ হইয়াছে। অতএব উহাই গ্রহণ করিতে হইবে[৩]। আহ্‌লেহাদীসগণের অন্যতম ইমাম ইব্‌নেহযম উন্দুলুসীর অভিমত এ-সম্পর্কে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "আয্‌লের" বৈধতা সম্পর্কিত সমুদয় প্রমাণের বিরোধিতা করিতেছে জুদামার হাদীস, যাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। আমরা নিশ্চিত রূপে অবগত আছি, কুরআনের এই নির্দেশ : "আল্লাহ ভূপৃষ্ঠের সমস্তই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন" [আলবাকারা : ২৯] এই আয়ত অনুসারে হারামের আদেশ অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সমস্তই হালাল। আল্লাহ বলিয়াছেন, "তোমাদের জন্য যাহা হারাম করা হইয়াছে, সমস্তই তোমাদিগকে সবিস্তার জ্ঞাপন করা হইয়াছে" [আল্‌আন্‌আম : ১২০]। সুতরাং এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, "আয্‌লে"র হারাম হওয়া সম্পর্কিত জুদামার হাদীস হয্‌রতের রিসালতের পূর্ব ও পরবর্তী আগেকার সমুদয় ইবাহতকে রহিত করিয়া দিয়াছে। কারণ যখন রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিলেন, "আয্‌ল গুপ্ত শিশু হত্যা" আর ইহা সুনিশ্চিত যে শিশুহত্যা হারাম তখন নিশ্চিত রূপেই বুঝাগেল, উহার পূর্ববর্তী ইবাহত রহিত হইয়া গিয়াছে।—যদি কেহ দাবী করিয়া বসে যে, আয্‌লের যে ইবাহত জুদামার হাদীস দ্বারা রহিত করা হইয়াছিল, তাহা পুনরায় ঘুরিয়া আসিয়াছে আর সুনিশ্চিত নাসিখ আবার বাতিল হইয়া গিয়াছে, তাহাহইলে তাহার দাবী বাতিল এবং সে একপ উক্তি করিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান নাই আর তাহার দাবী সম্পূর্ণ বেদলীল[৪]।

اذا تعارضا يجب ترجيح حديث جد امة' لانه يخرج عن الا صل اعنى الا باحة الا صلية -

يعارضها كلها خبر جد امة الذي اوردنا وقد علمنا بيقين ان كل شئ فاصله الاباحة' لقول الله تعالى :

একথা স্বীকার্য যে, সাহাবাগণের মধ্যে আয্‌লের বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান ছিল। যাঁহারা ইহাকে গর্হিত মনে করিতেন, তাঁহাদের কতিপয়

৩) ফত্‌হলকদীর [২] ১১৪ পৃঃ।

৪) মুহাল্লা [১০] ৭১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ফতওয়া পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বনামখ্যাত ফকীহ হাফিয ইব্‌নেকুদামা তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হযরত উমর, হযরত আলী, আবদুল্লাহ বিনে উমর ও আবদুল্লাহ বিনে মস্‌উদের প্রমুখাৎ "আয্‌লে"র করাহত বর্ণিত হইয়াছে এবং হযরত আবুবক্‌র সিদ্দীকের বাচনিকও উহার মক্‌রূহ হওয়া বর্ণিত আছে।

روية كراهته عن عمر وعلى وابن عمر وابن مسعود ـ وروى ذلك عن ابى بكر الصديق ايضاً' لان فيه تقليل النسل وقطع اللذة عن الموطوءة' وقدحث النبى صلے الله وسلم على تعاطى اسباب الولد ـ

কারণ উহাতে বংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় আর নারীর যৌন-সম্ভোগের সুখ নষ্ট হইয়া যায়। সর্বোপরি রসূলুল্লাহ [দঃ] সন্তান সংখ্যা বর্ধিত করার উপায় অবলম্বনের জন্য উৎসাহ দান করিয়াছেন[১]।

আমরা পূর্বে যে তালিকা উধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত বর্তমান তালিকা সংযুক্ত করিলে দেখাযায়, হযরত আবুবক্‌র সিদ্দীক, উমর ফারূক, উসমানগনী, আলী-মুর্তযা, আবদুল্লাহ বিনে মস্‌উদ, আবদুল্লাহ বিনে উমর ও আবুউমামা বাহেলী প্রভৃতি খলীফা ও সাহাবীগণ আয্‌ল করাকে গর্হিত কার্য মনে করিতেন।

যাঁহারা "আয্‌লে"র অনুমতি বা "রুখ্‌সত" দিয়াছেন, ইব্‌নেকুদামা তাঁহাদেরও নামের একটি তালিকা দিয়াছেন। ইহাতে সাহাবাগণের মধ্যে সঅদ বিনে আবিওয়াক্‌কাস, আবুআইউব আন্‌সারী, যয়েদ বিনে সাবিত, জাবির বিনে আবদুল্লাহ, ইমাম হাসান বিনে আলী মুর্তযা, খব্বাব বিনুল আরতের নাম স্থান পাইয়াছে। আল্লামা ইব্‌নুলহুমাম সাহাবীগণের তালিকায় হযরত আলী, আবুসঈদ খুদ্‌রী, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ বিনে মস্‌উদের নাম সংযুক্ত করিয়া দশের সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছেন[২]। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে, এই তালিকার অন্তর্গত হযরত আলী ও ইব্‌নে মস্‌উদের প্রমুখাৎ "আয্‌লে"র গর্হিত হওয়ার উক্তিও বর্ণিত আছে এবং খুলাফায়েরাশেদীনের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অন্যান্য বিদ্বানগণের সিদ্ধান্তের অগ্রগণ্য হওয়া সম্পর্কে দ্বিমত নাই। রসূলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, মতভেদক্ষেত্রে তোমরা আমার ও সৎপথ প্রদর্শনকারী খুলাফায়েরাশেদীনের সুন্নতের অনুসরণ করিয়া চলিবে।—আহ্‌মদ আবুদাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌নেমাজা[৩]।

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে আতা বিনে আবি রিবাহ, সঈদ বিনুল মুসাইয়ের ও ইব্‌রাহীম নখয়ী "আয্‌ল" করাকে অবৈধ মনে করিতেননা, কিন্তু আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের ছাত্র তাউস ও আস্‌ওয়াদ বিনে ইয়াযীদ সম্বন্ধে সঠিক ভাবে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা উহা গর্হিত বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। পরবর্তী বিদ্বানগণ এ বিষয়ে তিন দলে বিভক্ত হইয়াছেন। ইমাম ইব্‌নেহয্‌ম উন্দুলুসী ও ইমাম আবদুলওয়াহিদ রূয়ানী শাফেয়ী, যাঁহাকে কতিপয় প্রচলিত মস্‌আলার বিরোধিতা করায় গোঁড়ার দল হত্যা করিয়াছিল, আর ইমাম ইব্‌নেহাব্বান "আয্‌ল"কে সুস্পষ্ট ভাবে একদম হারাম বলিয়াছেন[৪]। একদল বিদ্বানের অভিমত এই যে, সমুদয় অবস্থায় স্ত্রী বা দাসী সকল প্রকার নারীর সহিত "আয্‌ল" করা মক্‌রূহ। ইমাম নববী বলেন, আমাদের কাছে সকল অবস্থাতেই "আয্‌ল" করা মক্‌রূহ, যে কোন-প্রকার নারীর সঙ্গে হউকনা কেন, তাহার সম্মতি থাকুক বা না থাকুক। ইহা মানব-বংশ নির্মূল করার অন্যতম পদ্ধতি আর এই জন্যই হাদীসে ইহাকে "শিশুরগুপ্ত হত্যা" বলা হইয়াছে। কারণ সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া হত্যা করার মত "আয্‌ল" দ্বারা সন্তানজন্মের পথ নিরুদ্ধ করা হয়[৫]।

وهو مكروه عندنا فى كل حال وكل امراة' سواء رضيت ام لا' لانه طرق الى قطع النسل' ولهذا جاء فى الحديث الاخر تسمية الوأد الخفى ـ لانه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد ـ

ইমামুল হারামাইন বলেন, যে ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর যোনির বাহিরে রেতস্খালন করার উদ্দেশ্যে স্বীয় জননেন্দ্রিয় বিচ্ছিন্ন করে,

موضع المنع انه ينزع بقصد الانزال خارج الفرج ومتى فقد ذلك لم يمنع'

১) মুগনী [৮] ১২৩ পৃঃ।

২) ফত্‌হুলকদীর [২] ১১৪ পৃঃ [নলকিশোর]।

৩) সুননে ইব্‌নেমাজা ১১ পৃঃ।

৪) ফত্‌হুলবারী [৯] ২৪৭ পৃঃ ; নয়লুল আওতার [৬] ১৬৯ পৃঃ।

৫) নববী, শর্‌হে মুস্‌লিম [১] ৪৬৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেই ক্ষেত্রে "আয্‌ল" নিষিদ্ধ হইবে আর যেখানে এ-উদ্দেশ্য নাই সে ক্ষেত্রে যৌনসম্ভোগে জননেন্দ্রিয় বিচ্ছিন্ন করা নিষিদ্ধ হইবেনা[৫]। কিন্তু "আয্‌লে"র অর্থই হইতেছে, পুরুষের জননেন্দ্রিয় নারীর যোনিদ্বারে প্রবেশ করাইবার পর যোনির বাহিরে রেতস্খালনের উদ্দেশ্যে উহা বাহির করিয়া লওয়া[৬]। সুতরাং ইমামুল-হারামায়েন যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহাই "আয্‌ল" আর যে কার্যের তিনি অনুমতি দিয়াছেন, তাহা "আয্‌ল" নয়, উহা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। হাম্বলী-মযহবের ফকীহ ইমাম ইব্‌নেকুদামা মক্‌দসী বলেন, বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছাড়া "আয্‌ল" মক্‌রূহ। যেমন "দারুলহরবে" যদি কাহারও পক্ষে যৌনসম্ভোগ অত্যাশ্যক হইয়া উঠে তাহাহইলে সে "আয্‌ল" করিতে পারে। বিনাপ্রয়োজনে আয্‌ল মক্‌রূহ কিন্তু একেবারে হারাম নয়। নিজের দাসীর সহিত "আয্‌ল" করা জায়েয, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল ইহা বলিয়াছেন, ইহাই ইমাম মালিক, ইমাম আবুহানীফা আর শাফেয়ীর উক্তি। নিজের স্বাধীনা পত্নীর সহিত তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে আয্‌ল করা চলিবেনা[৭]।

يكره العزل الا ان يكون لحاجة مثل ان يكون فى دار الحرب فتدعو حاجته الى الوطئ' فيطاء ويعزل فان عزل من غير حاجة كره ولم يحرم ويجوز العزل عن امته' نص عليه احمد' وهو قول مالك وابى حنيفة والشافعى' ولايعزل عن زوجته الحرة الا باذنها'

মালেকী মযহবের খ্যাতনামা মুহাদ্‌দিস হাফিয ইব্‌নে আবদুলবর বলেন, এ বিষয়ে বিদ্বানগণের কোন মতভেদ নাই যে, নিজের স্বাধীনা স্ত্রীর সহিত তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে "আয্‌ল" করা নিষিদ্ধ। কারণ যৌনসম্ভোগ নারীর অন্যতম হক এবং স্বামীর নিকট হইতে ইহা দাবী করার তাহার অধিকার রহিয়াছে আর আয্‌লের সহিত স্ত্রীসহবাস প্রকৃত যৌনসম্ভোগের পর্যায়ভুক্তই নয়[১]।

لاخلاف بين العلماء انه لايعزل عن الزوجة الحرة الا باذنها' لان الجماع من حقها ولها المطالبة به' وليس الجماع المعروف الا مالا يلحقه عزل'

মোটকথা, স্বীয় স্ত্রীর সহিত "আয্‌ল" করা সম্বন্ধে ত্রিবিধ অভিমত পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম, উহা হারাম, দ্বিতীয়, উহা মক্‌রূহ, তৃতীয় উহা স্ত্রীর অনুমতিসাপেক্ষ। দাসীদের বেলায় অনেকে অনুমতি ব্যতিরেকেই "আয্‌ল"কে মুবাহ বলিয়াছেন কিন্তু দাসীদের প্রশ্ন এস্থলে অবান্তর, সুতরাং উহা আমাদের আলোচনা বহির্ভূত।

"আয্‌লে"র বৈধতাকে জন্মনিরোধের প্রধানতম শর্‌য়ী দলীল রূপে উপস্থিত করা হয় বলিয়া আমরা ইহার সবিস্তার আলোচনা করিলাম। শর্‌য়ী দলীলের দিক দিয়া আয্‌লের বৈধতা অপেক্ষা উহার অবৈধতাই যে অগ্রগণ্য, আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। এ প্রসঙ্গে যাঁহারা বিদ্বানগণের মতভেদ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিবেন, তাঁহারা দুইটি বিষয় সন্দেহাতীত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন,

প্রথমতঃ স্বীয় স্ত্রীর সহিত "আয্‌ল" করার বৈধতা ব্যাপকভাবে কোন পক্ষই স্বীকার করেননাই এবং বিদ্বানগণ সমবেত কণ্ঠে উহা বর্জন করাকেই উত্তম বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ "আয্‌লে"র উদ্দেশ্য জন্মনিরোধ নয়। সুতরাং 'আয্‌লে'র বৈধতা প্রমাণিত হইলেও উহার সাহায্যে জন্মনিরোধের বৈধতা সাব্যস্ত হইবেনা। স্বনামধন্য দার্শনিক মুহাদ্‌দিস ও সমাজতত্ত্ববিশারদ হুজ্‌জাতুলইস্‌লাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্‌দিস যৌনসম্ভোগের যে জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, নিরপেক্ষ পাঠকবর্গের তাহা অভিনিবেশ সহকারে পাঠকরা কর্তব্য। তিনি লিখিয়াছেন,

মানুষকে যখন আল্লাহ সামাজিক (Social) জীব রূপে সৃষ্টি করিলেন তখন তিনি বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের স্থায়িত্ব কামনা করিলেন। এইজন্য শরীআতের বিধানে প্রজননের কার্যকে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে এবং বংশের অবলুপ্তিসাধন ও তাহার উপায় অবলম্বন করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে জিনিষটি প্রজনন কার্যে মানুষকে সর্বাপেক্ষা অধিক

৫) ফত্‌হুলবারী [৯] ২৪৯ পৃঃ।

৬) নয়েল [৬] ১৬৮ পৃঃ।

৭) মুগ্‌নী [৮] ১২৩ পৃঃ।

১) ফত্‌হুলবারী [৯] ২৪৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

প্ররোচনা দান করে, তাহাহইতেছে মানুষের যৌনক্ষুধা। যৌনক্ষুধা মানুষের ভিতর এরূপ তীব্রভাবে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাহাকে প্রজননের জন্ত উদ্যত হইতে হয়। পায়ুকাম অথবা নারীর গুহ্যদ্বারে রতিক্রিয়া দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় এবং যে উদ্দেশ্যসাধনকল্পে মানুষকে যৌন-ক্ষুধার তাড়নায় নিক্ষেপ করা হইয়াছে, সেই আসল উদ্দেশ্যটাই উপরিউক্ত অস্বাভাবিক উপায় দ্বারা পণ্ড হইয়া যায় বলিয়া এই সকল কার্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, বিশেষতঃ পুংমৈথুনের মহাপাপ। ইহাতে উভয় পক্ষই প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণে রত হয় এবং পুরুষের পক্ষে নারীত্বের প্রকৃতি পরিগ্রহ করা সর্বাপেক্ষা জঘন্য ও বিগর্হিত। এইরূপ পুরুষাঙ্গের ছেদন আর যৌনক্ষুধার সংহারক ঔষধপত্রের ব্যবহারও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অপরাধ। রসূলুল্লাহ (দঃ) 'আয্‌ল' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন,

عليكم ان لاتفعلوا، ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة

"তোমরা যদি ইহা না কর, তাহাতে ক্ষতিনাই, কারণ প্রলয়কাল পর্যন্ত যেসকল জীবের সৃষ্টি অবধারিত রহিয়াছে, সেগুলি অবশ্য সৃষ্টি হইবেই"। শাহসাহেব বলেন,

اقول: يشير الى كراهية العزل من غير تحريم، والسبب فى ذلك ان المصالح متعارضة، فالمصلحة الخاصة بنفسه فى السبى مثلا ان يعزل والمصلحة النوعية ان لايعزل ليتحقق كثرة الاولاد، وقيام النسل والنظر الى المصلحة النوعية ارجح من النظر الى المصلحة الشخصية فى عامة احكام الله تعالى التشريعية والتكوينية

এই হাদীসে "আয্‌ল" হারাম না হইলেও উক্ত কার্য বিগর্হিত হওয়ার ইংগিত রহিয়াছে আর ইহার কারণ হইতেছে যে, এস্থলে স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। মানুষ ব্যক্তি-গত স্বার্থের জন্ত ক্রীত-দাসীর সহিত আয্‌ল করিতে পারে (ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধা অথবা সন্তান-কে ক্রীতদাসে পরিণত হইতে না দেওয়া ইত্যাদি ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্ত)। কিন্তু শ্রেণীগত স্বার্থের জন্ত সন্তানের আধিক্য রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে "আয্‌ল" করা বৈধ হইবেনা। মানব-বংশের রক্ষা এবং শ্রেণীগত স্বার্থের হিফাযত ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা অগ্রগণ্য। সাধারণ শরয়ী বিধানে এবং প্রাকৃতিক আইনে এই নিয়মই প্রযোজ্য রহিয়াছে।

শাহসাহেব বলেন, পায়ুকাম অথবা নারীর গুহ্যদ্বারে রতিক্রিয়া দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের যে পরিমাণ বিরুদ্ধাচরণ সাধিত হয়, "আয্‌ল" দ্বারা ততটা হয়না এবং বংশের অবলুপ্তি সাধনও সেই পরিমাণে ইহাদ্বারা সংঘটিত হয়না। তাই রসূলুল্লাহ (দঃ) আয্‌ল সম্পর্কে শুধু এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন যে, "তোমরা যদি আয্‌ল না কর, তাহাতে ক্ষতিনাই"। ইহার তাৎপর্য এই যে, জাগতিক সমুদয় ব্যাপার অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই অদৃশ্যলোকে তাহার নির্ধারণ হইয়া থাকে, আর কোন বিষয় যখন নির্ধারিত হয়, পৃথিবীতে তাহার অনুকূল উপলক্ষ যদি একান্ত দুর্বল আকারেও বিদ্যমান থাকে, আল্লাহর শাশ্বত বিধান মত উক্ত দুর্বল উপলক্ষ তখন শক্তি-শালী হইয়া উঠে এবং পরিশেষে উহাই উক্ত নির্ধারণকে বাস্তবায়িত করার পূর্ণ সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং যে সন্তানের সৃষ্টি অদৃশ্যলোকে নির্ধারিত, তাহার জনকের অনভিপ্রেত হইলেও রেতঃস্খালনের অব্যবহিত পূর্বে জননেন্দ্রিয় বাহির করিয়া লওয়ার সময়ে তাহার অজ্ঞাত-সারেই দু'এক ফোটা শুক্র সন্তানের জননীর জরায়ুতে প্রবেশ করিতে পারে, যাহা প্রজননের পক্ষে যথেষ্ট হইয়া যায়। এই জন্তই যে পুরুষ কর্তৃক নারী স্পৃষ্টা হইয়াছে, হযরত উমর ফারূক তাহার সন্তানকে উক্ত পুরুষেরই সন্তান সাব্যস্ত করিয়াছিলেন এবং "আয্‌ল" দ্বারা সন্তানসম্ভাবনার নিরোধ স্বীকার করেননাই[১]।

"আয্‌লে"র স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যেসব প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে এবং এসম্পর্কে বিদ্বানগণের অভিমত ও যুক্তিতর্ক সমস্তই আমরা যথাযথ ভাবে সংকলিত করিয়াছি। অভিজ্ঞ পাঠকগণ যাহাতে বিষয়টি মুক্ত ও নিরপেক্ষ মনে স্বয়ং বিচার করিতে সমর্থ হন, তজ্জন্যই এই পরিশ্রম স্বীকার করা হইয়াছে।

"আয্‌লে"র উদ্দেশ্য এবং "জন্মনিরোধে"র সহিত উহার বৈষম্য সবিস্তার আলোচনা করার পর জন্মনিরোধ যে প্রকৃতপক্ষে ইসলামি দৃষ্টিভংগী ও উহার মূল স্পিরিটের সম্পূর্ণ প্রতিকূল, আমরা ইন্‌শাআল্লাহ অতঃপর তাহা প্রমাণিত করিব।

والله ولى السداد وهو الهادى الى سبيل الرشاد

১) হুজ্জাতুল্লাহেল্‌বালেগা (২) ৩২১ ও ৩২২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লামা সৈয়েদ আবদুলহাদী (রহঃ)

মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকুরায়শী

উনবিংশ শতকের শেষার্ধে যেসব ক্ষণজন্মা পুরুষ সুগভীর বিদ্যাবত্তা ও বিশুদ্ধ চরিত্র মহিমায় বাঙ্গালা-দেশের আকাশ থেকে শির্ক ও বিদ্‌আতের কুহেলিকা বিদূরিত আর তওহীদ ও ইত্তিবায়েসুন্নাহর দীপালি প্রজ্জ্বলিত করার সাধনায় জীবনপাত করে গেছেন আর এই মহান ব্রত উদ্‌যাপন করতে গিয়ে সর্বত্যাগী ও বাস্তুহারা হতে বাধ্য হয়েছিলেন, হযরত আল্লামা সৈয়েদ আবুমুহাম্মদ আবদুল-হাদী রহমাতুল্লাহে আলায়হের নাম তাঁদের পুরোভাগে উল্লেখযোগ্য।

বংশ পরিচয় :—আল্লামা আবদুলহাদী মরহুমের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে সৈয়েদ আদম বারেহা সর্বপ্রথম পাকভারতে পদার্পণ করেছিলেন। তিনি তাঁর অগ্রজ সৈয়েদ বুরহান মজ্‌লিস সহ পারস্যের তুস নগরী হ'তে প্রথমতঃ সিন্ধুর হায়দরাবাদে আগমন করেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হায়দরাবাদেই থেকেযান আর কনিষ্ঠ সৈয়েদ আদম সম্রাট আকবরের সেনবাহিনীতে প্রবেশ করেন। সম্রাট জাহাঁগীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার পর ১৬০২ খৃষ্টাব্দে যখন নওয়াব আলাউদ্দীন ইস্‌লাম খান বাঙ্গালার গভর্ণর পদে নিযুক্ত হন, তখন সৈয়েদ আদম তাঁর অন্যতম সেনাপতি রূপে ইস্‌লামাবাদ উরফে চট্টগ্রামে আসেন।

সোনারগাঁয়ের যুদ্ধে সৈয়েদ আদম বারেহা পাঠান-শক্তিকে পর্যুদস্ত করার কার্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বারেহা সৈয়েদগণ ইতিহাস প্রসিদ্ধ, সম্রাট আওরাংযীবের সেনাদলে সৈয়েদ হুসায়নআলী খান বারেহা কিরূপ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন, মুগলশাসনের ইতিহাস যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা সেকথা বিলক্ষণ অবগত রয়েছেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য মাআসিরুল-উমারা, সিয়ারুল মুতাআখ্‌খেরীন ও প্রোফেসর যদুনাথ সরকারের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

পূর্ববাঙ্গালায় হিন্দুশাসনের পতনযুগে দুর্ধর্ষ 'মগ'রা লুঠতারাজে মেতে উঠেছিল। তাদের অত্যাচারে ভীত হয়ে হিন্দুরাজারা তাদের কর দিতেও বাধ্য হ'য়েছিলেন। 'মগ'দের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আর ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে শম্‌সুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ আরাকান আক্রমণ করেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে পূর্ববাঙ্গালায় 'মগ'দের অত্যাচার অবিচলিত ছিল। অবশেষে নওয়াব ইস্‌লাম খান ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর দু'জন সেনাপতি সৈয়েদ আদম বারেহা ও শুজা খান সমভিব্যাহারে 'মগ'দের কবল থেকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চল সীমান্ত শুল্ক কেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু নওয়াব শায়েস্তা খাঁর শাসনকাল পর্যন্ত 'মগ'দের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভবপর হয়নি।

'মগ'দের পরাস্ত আর চট্টগ্রাম অধিকার করার পর নওয়াব ইস্‌লাম খান সৈয়েদ আদমের হস্তে চট্টগ্রাম রক্ষা করার দায়িত্ব সমর্পণ করে অন্যতম সেনাপতি শুজা খান সহ ঢাকায় আগমন করেন আর নূতন রাজধানী জাহাঁগীর-নগর স্থাপন করেন। বর্তমান ঢাকার চক থেকে আরম্ভ করে সাতগুম্বজ পর্যন্ত নূতন রাজধানীর সীমানা বিস্তৃত ছিল।

সৈয়েদ আদম বারেহা চট্টগ্রামে "বড়আদম লশ্‌কর" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর কবর উক্ত জিলার রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুরে অবস্থিত।

সৈয়েদ আদম মরহুমের তিন পুত্রের মধ্যে নসরতআলী এগার বৎসর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন আর ফরহত-আলী বিদ্রোহী হয়ে আরাকানে পলায়ন করেন। তৃতীয় পুত্র সৈয়েদ মুহাম্মদ রিযাআলী নওয়াব ইস্‌লাম খান মরহুমের কণ্যার পানিগ্রহণ করেছিলেন। ওঁকে ছাউনির হিফাযতের ভার সমর্পণ করা হয়েছিল। তিনি "আমিরুল উমারা" খিতাব লাভ করেন আর শ্বশুরের সম্পর্কে সৈয়েদ রিযা খান নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন।

সৈয়েদ মুহাম্মদ রিযাখান মরহুমের একজন বৈরাগ্য-প্রিয় সন্তান সৈয়েদ মুকীম দরবেশ নামে খ্যাতিলাভ করেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এঁরই পঞ্চপুত্রের অন্যতম সৈয়েদ খুশহাল মুহাম্মদ মুহারির আল্লামা সৈয়েদ আবদুলহাদীর পূর্বপুরুষ। আল্লামা মরহুমের পিতার নাম ছিল সৈয়েদ রাহাতআলী আর তাঁর দাদা ছিলেন চট্টগ্রাম জজকোর্টের তদানীন্তন উকীল মওলবী সৈয়েদ বাকের আলী। এঁদের বংশে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং রাজনীতি, সরকারি চাকুরি ও ব্যবসাক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছেন।

আল্লামার জন্মগ্রহণ, যতদূর মনে হয়, আল্লামা মরহুম তাঁর দুই সহোদর জনাব আবদুররশীদ ও জনাব হামীদুররহমানের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ঊনবিংশ শতকের ৫ম দশকের গোড়ার দিকে সৈয়েদ আবদুলহাদী তাঁর পৈতৃক গ্রাম সুলতানপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রামের তৎকালীন অবস্থা, উচ্চবংশে আর সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ইসলামের পতনযুগেই আল্লামার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হ'য়েছিল। সমুদ্রকুলে অবস্থিত বন্দর বলে আরব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অতি প্রাচীনকাল থেকেই চট্টগ্রামের সম্পর্ক কায়েম হয়। চট্টগ্রামে হযরত বায়াযীদ বুস্তামীর কবর ব'লে এক সমাধিক্ষেত্রে বহু তীর্থযাত্রী সমবেত হয়েথাকে। ইতিহাসে দু'জন বায়াযীদ বুস্তামীর উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। একজন হলেন হযরত জুনায়েদ বাগ্‌দাদীর অন্যতম শায়েখ বিখ্যাত সাধক তয়ফুর বিনে ঈসা বায়াযীদ বস্‌তামী। ইনি ইরাক ও খুরাসানের মধ্যবর্তী বস্‌তাম সহরে জন্মেছিলেন আর সেই স্থানেই ২৬১ হিজরীতে ওঁর ওফাত হয়েছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন আবদুররহমান বিনে মুহাম্মদ বিনে আলী, আবুযয়েদ বিস্‌তামী। এঁর জন্ম আর মৃত্যু দুইই খুরাসানে ঘটে। ৮৫৮ হিজরীতে এঁর ওফাত হয়। "মানাহিজুত্ তাওয়াস্‌সুল" "শম্‌সুল আফাক" প্রভৃতি তাসাউওফের কতকগুলি পুস্তকও ইনি রচনা করে গেছেন। এখন চট্টগ্রামে যে রওযাকে বায়াযীদ বস্তামীর কবর বলা হয়েথাকে, সেটা এঁদের দু'জনের যে কারুরই নয়, তা না বল্লেও চলে। তাহ'লে এ কবর কোন বায়াযীদের, উক্ত যিয়ারতগাহের অভিসারীদেরই তা' নির্ধারণ করা কর্তব্য। আমাদের বক্তব্য যে, চট্টগ্রামে বহু যুগযুগান্তর ধরেই আসল আর নকল সাধু, সজ্জন, ওলী দরবেশদের যে সমাবেশ ঘটে এসেছে, সেকথা অস্বীকার করা যেতে পারেনা। বিশেষতঃ পাঠান ও মুগলশাসনের বদওলতে চট্টগ্রামে ইস্‌লামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি কলিকাতা, হুগ্‌লী ও ঢাকার চাইতে অধিকতর প্রসার লাভ করার সুযোগপ্রাপ্ত হয়েছিল। পলাশিযুদ্ধের অনেক পূর্ব থেকেই চট্টগ্রাম ইস্‌লামাবাদ বলে আখ্যাত ছিল। হুজ্‌জাতুল-ইস্‌লাম শাহ ওলীউল্লাহ দেহ্‌লভীর সহযোগী স্বনামধন্য মুহাদ্দিস আল্লামা শায়েখ মুহাম্মদ ফাখির ইলাহাবাদী মক্কী তাঁর পুস্তকে চট্টগ্রামকে ইস্‌লামাবাদ বলেই উল্লেখ করেছেন। তিনি পলাশি যুদ্ধের দশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তাড়নায় মক্কার পথে চট্টগ্রাম বন্দরে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখনও পাঠানরা বাঙ্গলার মুগলাই শাসনকর্তাদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল বলে তিনি লিখেছেন। তিনি বলেছেন, চট্টগ্রাম ফকির দরবেশদের কেন্দ্রভূমি। তাঁরা পরম সমাদরে এই আহ্‌লেহাদীস মনীষীকে গ্রহণ করেছিলেন আর এই দরবেশদের আকীদা দুরস্ত করার জন্য তাঁদেরই অনুরোধক্রমে তিনি "রিসালায় ফাখিরা" নামক ফার্সী ভাষায় এক মূল্যবান "আকায়েদ পুস্তিকা" রচনা করেছিলেন। তিনি যে ভাবে চট্টগ্রামবাসীর প্রশংসা করেছেন, তাতে সহজেই অনুমিত হয়, মুগলদের গৌরবরবি অস্তমিত হওয়ার প্রাক্কালেও চট্টগ্রামে সুধীসমাজের অভাব ঘটেনি। অবস্থা যদিও ক্রমশঃ অবনতির দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল, তথাপি আল্লামা ফাখিরের শতাব্দীকাল পরও চট্টগ্রামের ধর্মীয় জীবন একেবারে নিস্পন্দ হয়ে যায়নি। তাই সৈয়েদ আবদুলহাদীর জন্মের এক যুগ পূর্বে যখন পাকভারতে ইস্‌লামীরাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পে বালাকোটে আমাদীর শেষ সংগ্রাম চল্‌ছিল, তখন রণক্ষেত্রে মুজাহিদ বাহিনীর সারিতে চট্টগ্রামের শায়খ নূরমুহাম্মদকে সুধারামের মওলানা ইমামুদ্দীনের সঙ্গে দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছিল।

শিক্ষাজীবন, হযরত সৈয়েদ আহ্‌মদ ব্রেলভী শহীদ ও আল্লামা শায়েখ ইস্‌মাইল শহীদ প্রবর্তিত মুক্তি-আন্দোলনের স্রোত সারা বাঙ্গলাকে প্লাবিত করলেও সৈয়েদ আবদুলহাদীর আত্মীয়স্বজনদের এআন্দোলন কতদূর প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিল, সেকথা আমাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জানানেই। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, তখন তাঁর পিতামহ চট্টগ্রামের জজকোর্টে ওকালতি করে বহু অর্থ উপার্জন করছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলা-দেশ থেকে ধর্মীয় শিক্ষার মুণ্ডুপাত করার উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা নামে এক ধরণের আরাবী শিক্ষা কলিকাতা, হুগ্লী, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় প্রবর্তিত করেছিলেন। সৈয়েদ আবদুলহাদী অন্যান্য মওলবীদের মত চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন আর যেভাবেই হোক তৎকালীন মওলবী সমাজের রীতির বিপরীত "আলাওলী" বাংলাও কতকটা আয়ত্বে এনেছিলেন। কিন্তু আল্লামার পরবর্তী কার্যকলাপ দেখে মনে হয়, পারিবারিক ও সরকারি শিক্ষা ওঁর জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করতে পারেনি। সুতরাং হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের উচ্চ-শিক্ষা লাভকরার উদ্দেশ্যে তিনি গৃহত্যাগ করলেন।

পাকভারতের তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থা, সিপাহী জিহাদের পর পশ্চিম ভারতে জ্ঞান সাধনার তিনটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র ছিল। একটি দিল্লী মরহুমে, একটি সাহারণপুর বা দেওবন্দে আর একটি লক্ষ্ণৌ সহরের ফিরিঙ্গীমহলে। তিনটি শিক্ষায়তনের শিক্ষাপদ্ধতি আর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নভিন্ন। ফিরিঙ্গীমহ-লের শিক্ষা মুল্লা নিযামুদ্দীন ও বহরুলউলুম প্রমুখ নৈয়া-য়িক ও দার্শনিক বিদ্বানদের জন্ম দিয়েছিল। মুল্লা জীবন বাঙলার রাজধানী গৌড়ের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা-লাভ করেছিলেন। সম্রাট আওরাংযীবের শিক্ষকগণের তালিকায় মুল্লা জীবনের সঙ্গে সুলতানপুরের মওলানা আবদুললতীফের নামও দেখতে পাওয়া যায় (মিনহাজ ৬২ পৃঃ)। এ'তে একাধারে যেমন বাঙলার তৎকালীন শিক্ষাসমৃদ্ধি ও সুলতানপুরীদের বংশানুক্রমিক জ্ঞানগরিমার পরিচয় মিলে, তেমনি এও অনুমিত হয় যে, চট্টগ্রাম অর্থাৎ মুগলশাসিত পাকভারতের পূর্বসীমান্তাঞ্চল পর্যন্ত সমুদয় শিক্ষাগারে ফিরিঙ্গীমহলের প্রবর্তিত পাঠ্যতালিকাই তখন প্রবর্তিত ছিল। এই পাঠ্যতালিকায় তফ্‌সীর ও হাদীস স্থানলাভ করতে পারেনি। সর্বপ্রথম হুজ্‌জাতুলইস্‌লাম শাহ ওলীউল্লাহ হিজায থেকে প্রত্যাবর্তন করে দিল্লীতে যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে ন্যায়, দর্শন, সাহিত্য ও ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে তফ্‌সীর, হাদীস, ইতিহাস ও গণিতও শিক্ষা দেওয়া হ'ত। লক্ষ্ণৌর আল্লামা শায়েখ মুহাম্মদ আবদুলহাই আনসারী (মৃত্যু ১৮৮২ খৃঃ) এই দলের বিদ্বানগণের একমাত্র ব্যতিক্রম। হাদীসশাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতিচিহ্ন রেখে যেতে না পারলেও এ-বিদ্যাতেও যে তিনি পারদর্শী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দে-হের অবকাশ নেই। শাহ আবদুলআযীয মুহাদ্দিস পিতার মৃত্যুর পর ওলীউল্লাহী শিক্ষায়তনে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে-ছিলেন আর তাঁর বিয়োগের পর উক্ত স্থানে ওঁর ভাগ্নে শাহ মুহাম্মদ ইস্‌হাক দেহলভী উপবেশন করেছিলেন। বালাকোটের দুর্ঘটনার কিছুকাল পর শিখদের সঙ্গে সং-গ্রাম করতে গিয়ে ওঁর জামাতা সৈয়েদ নসীরুদ্দীন যখন শহীদ হন, তখন শাহ ইস্‌হাক দিল্লী ত্যাগ করে হিজাযে চলে যান আর ওঁর বিরাট ছাত্র বাহিনীর মধ্যে শায়খুল-ইস্‌লাম সৈয়েদ মুহাম্মদ নযীরহুসাইন (১৮২৮—১৮০৯) ওলীউল্লাহী আদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির ধারক রূপে উস্‌তাযের আসনে সমাসীন হন। হযরত শাহ মুহাম্মদ ইস্‌হাক রহম-তুল্লাহে আলায়হের আর এক দল ছাত্র মওলানা রশীদ-আহমদ গঙ্গোহী, মওলানা আহমদআলী সাহারণপুরী ও মওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রাহেমাহুমুল্লাহ প্রমুখ বিদ্বানগণ হানাফী স্কুলের হিফাযত কল্পে হানাফী ফিক্‌হকে কেন্দ্র করে ফিরিঙ্গীমহলী ও ওলীউল্লাহী পাঠ্যতালিকার সংমিশ্রণে সাহারণপুরে আর দেওবন্দে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেছিলেন।

উল্লিখিত ত্রিবিধ কেন্দ্র ব্যতীত ব্রেলবী মতবাদের প্রচারক আরও একটি কেন্দ্র ছিল। মওলানা ফযলে-রসূল বদায়ূনী ও মওলানা আবদুল মুস্‌তফা আহমদ রিযা প্রভৃতি ইহাদের অগ্রনায়ক ছিলেন। কবরপরস্তী, পীরপূজা প্রভৃতির আজও এঁরা সমর্থন যুগিয়ে থাকেন আর কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে মানুষ বলে আখ্যাত করলে এঁরা তেড়ে এসে তাকে হত্যা করার ফত্‌ওয়া দিয়ে বসেন। হুজ্‌জাতুলইস্‌লাম শাহ ওলীউল্লাহ থেকে আরম্ভ করে আহলেহাদীস ও দেওবন্দী হানাফী বিদ্বানদের একজনকেও এঁরা তাঁদের "কুফরী বোমা"র কবল থেকে রেহাই দেননি। বাঙ্গালা-দেশে যে ধরণে ইস্‌লাম প্রচারিত হয়েছিল, গোড়াগুড়ি থেকেই তাতে অতি আধ্যাত্মিকতাবাদ, গুরুবাদ, অদ্বৈতবাদ,

www.ahlehadeethbd.org

পরীপন্থী, দরগা পূজা, কবরের জন্য তীর্থযাত্রা ইত্যাদি শামিল হ'য়ে পড়েছিল। সৈয়েদ আবদুলহাদী যে বংশে জন্মেছিলেন, তাঁরা এই ধরণেরই সাচ্চা (!) হানাফী মযহবের অনুসারী ছিলেন। দেওবন্দী গোলাবী ওয়াহাবীদের সঙ্গে ব্রেলবী ও ফিরিঙ্গীমহলীদের যতই বিরোধ থাক, আহলেহাদীসদের মুকাবিলায় কিন্তু এঁরা সব্বাই ছিলেন একজোট! অথচ আকীদা আর আমল উভয় দিক দিয়ে পুরাতন দেওবন্দী আর আহলেহাদীসরা ব্রেলবী বা ফিরিঙ্গীমহলীদের চাইতে পরস্পর ঘনিষ্ঠতর ছিলেন। শায়খুলইস্‌লাম সৈয়েদ নযীরহুসাইন মুহাদ্দিস হুজ্জাতুল ইস্‌লাম শাহ ওলীউল্লাহ ও তদীয় পৌত্র আল্লামা শহীদের মত মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে নির্ধারিত রূপে সমস্ত ব্যাপারে শুধু একজন ইমামের গতানুগতিক অনুসরণ করা যদিও আবশ্যক মনে করতেননা, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ইস্‌লামের মৌলিক বিষয়গুলিতে দেওবন্দী মতবাদের সঙ্গে ওঁর বিরোধ ছিলনা। সৈয়েদ নযীর হুসাইন ইস্‌লামের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ হ'তে সমুদয় মসলা-মাসায়েল সরাসরি ভাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শহীদায়েন অর্থাৎ হযরত সৈয়েদ আহমদ আর শাহ ইস্‌মাঈলের তিরোধানের পর ওঁদের প্রবর্তিত জিহাদী আন্দোলন থেকে দেওবন্দীরা যখন সরে পড়েছিলেন তখন শুধু আহলেহাদীসরাই এই আন্দোলনের পতাকা উত্তোলিত করে রেখেছিলেন। ইংরেজ রাজশক্তি এঁদের নস্যাৎ করার জন্য আসমুদ্র হিমাচল অপপ্রচারণা চালিয়ে এঁদের বিরুদ্ধে পাক-ভারতের জনসাধারণের মন বিষাক্ত করে তুলেছিল আর সিপাহী জিহাদের ন্যূনাধিক দশ বৎসর পর থেকে এঁদের নেতৃস্থানীয়দের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বা কালাপানিতে পাঠিয়ে আহলেহাদীস আন্দোলনের রাজনৈতিক বাহু তারা বিধ্বস্ত করে ফেলতে সমর্থ হয়েছিল।

বিদেশযাত্রা, সৈয়েদ আবদুলহাদী গৃহে যে ধরণের শিক্ষা অর্জন করেছিলেন আর যে পরিবেশে বর্ধিত হয়েছিলেন, সে পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য পশ্চিম ভারতের ব্রেলী, বদায়ুন অথবা লক্ষ্ণৌ গমন করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। নিদানকল্পে দেওবন্দের তীর্থযাত্রা করাই তাঁর উচিত ছিল কিন্তু হযরত মওলানা ইমামুদ্দীন ও মওলানা মীযানুররহমান মরহুমের অবস্থা দেখে মনে হয়, পূর্ববাঙ্গালা বিশেষতঃ চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীদের পক্ষে পাটনা ও দিল্লীর পথও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলনা। মওলানা কারামতআলী জৌনপুরী আহলেহাদীস আন্দোলনের বিরুদ্ধে আর ইংরাজ শক্তির সমর্থনে যতই ফতওয়া ফারায়েয আর বই পুস্তক প্রণয়ন করে থাকুননা কেন, তাঁর অভিলাষ কোনদিনই পুরাপুরি চরিতার্থ হয়নি। সৈয়েদ আবদুলহাদীকে সব জায়গা ছেড়ে তথাকথিত লামযহবদের (!) তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লীতে প্রবেশ করার জন্য কে প্রেরণা যুগিয়েছিল, সেকথা কল্পনা করা দুরূহ! শুধু সৈয়েদ আবদুলহাদী কেন, শায়খুল ইস্‌লাম সৈয়েদ নযীরহুসাইনের বিশাল ছাত্র বাহিনীর তালিকায় চট্টগ্রামের মওলানা বখ্‌শীআলী, মওলানা হায়দরআলী মুহাজির, মওলানা আসাদআলী ইস্‌লামাবাদী, মওলানা হুসনুয্‌যামান, মওলানা আবদুলফত্তাহ, মওলানা মনীরুদ্দীন বিনে মওলানা হাসানআলী প্রভৃতির নামও আমরা দেখতে পাই। এঁরা কে, চট্টগ্রামে কোন্ স্থানের এঁরা অধিবাসী ছিলেন, সেসব কথা আমাদের জানানেই, তবে মনে হয়, এঁদের মধ্যেই হয়ত কেউ সৈয়েদ আবদুলহাদীকে শায়খুলইস্‌লামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

ঠিক কতদিন তিনি দিল্লীতে ছিলেন, সেকথাও বলার উপায়নেই। শুধু এই টুকু জানা গেছে যে, তাঁর সহধ্যায়ীগণের মধ্যে শ্রীহট্টের মওলানা মুহাম্মদ তাহির, বর্ধমানের মওলানা মুহাম্মদ মঙ্গলকোটি, মুর্শিদাবাদের মওলানা ইবরাহীম ও ময়মনসিংহের মওলানা আকবর হুসাইন সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। সৈয়েদ নযীরহুসাইন মরহুমের একান্ত প্রিয় ছাত্র ও চিরসহচর মওলানা তালাত্তুফ হুসাইনের সহিত সৈয়েদ আবদুলহাদীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মেছিল আর পরবর্তী জীবনে আমরণ সে বন্ধুত্বভাব কখনও মলিন হয়নি।

কর্মজীবন, দীর্ঘকাল পর যখন সৈয়েদ আবদুলহাদী স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন তাঁর দৈহিক ও মানসিক অবস্থায় বিরাট বিপ্লব ঘটেছিল। তিনি চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করেছিলেন দেশাচার প্রিয়, পিতৃকুলের মতবাদ ও প্রথায় আস্থাশীল, সাধারণ সরকারি মাদরাসার উত্তীর্ণ একজন মওলবী রূপে কিন্তু প্রত্যাবর্তন করেছিলেন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের এক জন উগ্র বিপ্লবী সৈনিকের আকারে। এর ফলে গৃহে ওঁর স্থান হয়নি, তিনি জন্মভূমির তওহীদ ও সুন্নাহবিরোধী পরিবেশের সঙ্গে আপোষ করতে রাযী হ'তে পারেননি। আহ্‌লেহাদীস মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করার অপরাধ তাঁর একান্ত আপন জন এমন কি ওঁর জনক ও সহোদরদের কাছেও ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হয়নি। পিতার জ্যেষ্ঠ-পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি আত্মীয় স্বজনগণ কর্তৃক লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। জন্মভূমি হ'তে বিতাড়িত আর সমুদয় সুখসম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি দুর্যোগ ও দারিদ্রের বিভীষিকাপূর্ণ অনিশ্চিত সমুদ্রে তাঁর জীবনতরি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু প্রাণ হাতে করেই নিশীথের গভীর অন্ধকারে সৈয়েদ আবদুলহাদী পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন আর মৃত্যুকাল পর্যন্ত জন্মভূমি হতে নির্বাসিত জীবনই তিনি যাপন করে গেছেন।

অনিন্দ্যসুন্দর, শুভ্রবদন, প্রতিভামণ্ডিত, প্রজ্ঞাদৃপ্ত, পরম সাধু, সর্বত্যাগী আল্লামা আবদুলহাদী বাঙ্গালা দেশের তৎকালীন অন্যতম বিদ্যাপীঠ হুগ্লীতে যখন উপস্থিত হন, তখন তাঁর জ্ঞাতি চাচা বিখ্যাত আসিম বহু-গ্রন্থপ্রণেতা হুগ্লী মুহ্‌সিনিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যাপক মওলানা আবদুল-কাদির মরহুম তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তখনও আল্লামা আবদুলহাদী দারপরিগ্রহ করেননি। মওলানা আবদুলকাদিরের এক বিদুষী কন্যা ছিলেন, উপযুক্ত পাত্রের অভাবে তাঁকে বিবাহিত করা তখনও সম্ভবপর হয়নি। সুদর্শন, বিদ্বান ও সর্বগুণসম্পন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রকে যোগ্য জামাতা মনে করে তিনি স্বীয় দুহিতাকে আল্লামার হস্তে সমর্পণ করেন। শ্বশুরের চেষ্টাতেই সৈয়েদ আবদুল-হাদী প্রথমে হুগ্লী ব্রাঞ্চ স্কুলে আরাবী ও ফার্সীর প্রধান শিক্ষক আর পরে হুগ্লী মাদ্‌রাসার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু মওলানা আবদুলকাদির ছিলেন একরোখা হানাফী! তিনি "তয্‌কিরাতুলমযাহিব" ও "মা'আহসা-নুল আদিল্লাহ-লি-দফ্‌য়িল ওয়াহ্‌হাবীয়াহ" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে হানাফী সমাজে বরেণ্য হয়ে উঠেছিলেন। জামাতার মতবাদ ও আচরণের যখন তিনি পুরাপুরি সন্ধানলাভ করলেন, তখন তিনি ওঁর প্রতি ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌-লেন, কিন্তু তাঁর কন্যা শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে সেতুবন্ধ রূপে বিদ্যমানা থাকায় ক্রোধ আর ক্ষোভ তখন কলহ আর বৈরীভাবের আকার ধারণ করতে পারেনি।

উত্তরকালে আল্লামা আবদুলহাদীকে দিয়ে আল্লাহ তাঁর দ্বীনের যে খিদমত নিতে ইচ্ছা করেছিলেন, তদনু-সারে হুগ্লীর পরিবেশ তাঁর উপযোগী ছিলনা। তাই অনতিকাল মধ্যেই মওলানা আবদুলকাদির সাহেবের দুহিতা পরলোকবাসিনী হন আর শ্বশুর জামাতার মধ্যে আপোষ ও সমঝোতার বাঁধ ভেঙ্গে যায়। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে মতবাদের বিরোধ বিরাট কলহের আকার ধারণ করে। সৈয়েদ আবদুলহাদীকে "ওয়াহাবিয়তে"র অপরাধে কর্মচ্যুত করা হয়। তিনিও হুগ্লী মাদ্‌রাসার সংকীর্ণপরিবেশ উল্লংঘণ করে আবার মুক্ত পথে বেরিয়ে পড়েন।

হুগ্লী মাদ্‌রাসার সংশ্রব ত্যাগ করার পর কিছুকাল পর্যন্ত আল্লামা আবদুলহাদীর কর্মতৎপরতার বিস্তৃত বিব-রণী আমরা জ্ঞাত নই। শুধু এই টুকু আমরা জানি যে, তিনি ইতিমধ্যে বর্ধমান যিলার রসুলপুর পরগণার স্বনাম-ধন্য পীর তাপস শাহ রুকনুদ্দীন, শাহ হুসায়েন ও শাহ খুররম হুসায়েনের বংশধর গদ্দীনশীন শাহ দিরাসাতুল্লাহর পৌত্রী জনাব উম্‌মেসলমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। আল্লামার এই শ্বশুরকুল প্রথম খলীফা আবুবক্‌র সিদ্দীকের বংশধর। এঁদের পূর্বপুরুষগণ সম্পর্কে আমি এই টুকু জানি যে, বাঙ্‌লা ১০৯৪ সনে রাজাকৃষ্ণরাম রায় এঁদের পূর্বপুরুষ শাহ রুকনুদ্দীনকে উক্ত পরগণায় যে ৩০৲ বিঘা জমি পীরোত্তর প্রদান করেছিলেন আমরা সেই দলিল প্রত্যক্ষ করেছি। হুগ্লী যিলার অন্তর্গত ফুরফুরা নিবাসী শাহ ছুফী আবুবক্‌র সিদ্দীকী মরহুমের পূর্বপুরুষগণও শাহ রুকনুদ্দীনের বংশা-বতংশ। এই সময়ে সৈয়েদ আবদুলহাদীকে উত্তরবাঙ্গ-লার ফুলবাড়ীতে কিছুদিনের জন্য মোহামেডান ম্যারেজ রেজিস্ট্রার রূপে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এতদঞ্চলে তখন হযরত সৈয়েদ আহমদ শহীদের স্থলাভিষিক্ত পাট-নার আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের খলীফা রূপে মওলানা রহীমুল্লাহ মরহুম আহ্‌লেহাদীস জামাআতের নেতৃত্ব করতেন। তিনিও সৈয়েদ আবদুলহাদীকে জামাতা রূপে বরণ করে নিয়েছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রংপুর জিলার বদরগঞ্জ থানায় লালবাড়ী পরগণা প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে দিল্লীর সৈয়েদ নযীরহুসাইনের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক বিরাট শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কুরআন, হাদীস, তফ্‌সীর, ফিক্‌হ, অসুল, আরাবী-ফার্সী সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার ও ন্যায়শাস্ত্রের পঠন ও পাঠন ঘোরেশোরে আরম্ভ হয়ে গেল। বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীগণ আল্লামা আবদুলহাদীর কাছে দলে দলে সমবেত হয়ে কুরআন ও হাদীসের অমর সুধা আকণ্ঠ পান করে তাঁদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করতে লাগলেন। অনেকে আবার বর্ধিত-গৌরবলাভের আশায় দিল্লী ও আরা পথে ধাবিত হলেন। শির্ক, বিদ্‌আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তুমুল প্রচারকার্য আরম্ভ হল। অল্পদিনেই এতদঞ্চলের নরনারী শরীআতের তনুসারী আর তাহাদের জীবনের মান উন্নত হয়ে উঠ্‌লো। "আমল-বিল-হাদীসে"র চর্চা ঘরেঘরে শুরু হয়েগেল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে শায়খুলইস্‌লাম সৈয়েদ নযীরহুসাইন হজ্জের পবিত্র সফর হতে প্রত্যাবর্তন করার পর থেকে আল্লামা সৈয়েদ আবদুলহাদী আর উত্তর বাঙ্গালায় শায়েখের যেসব বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন, তাঁরা ওঁকে বাঙ্গালাদেশ পরিভ্রমণ করার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করতে থাকেন। সে সময়ে ভারতের বিহার ও মধ্যপ্রদেশের সীমান্ত আরা শহরে দিল্লীর শিক্ষায়তনের অনুকরণে বৃহদাকারের এক শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। শায়খুলইস্‌লামের অন্যতম প্রধান ছাত্র হযরত উস্‌তাযুল-আসাতিযা হাফেয মুহাম্মদ আবদুল্লাহ গাযীপুরী আরার এই শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ ছিলেন। শায়খুলইস্‌লাম ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে যোগদান করার পর বাঙ্গালা দেশেও পদার্পণ করেছিলেন। তিনি বাঙ্গালার রাজশাহী ও রংপুর জিলার বিভিন্ন পল্লী-অঞ্চলেও গমন করেছিলেন আর এই পরিভ্রমণে হযরত শায়েখের প্রিয় ছাত্র আল্লামা আবদুলহাদী আগাগোড়া ওঁর সহচর ও সেবক ছিলেন। লালবাড়ীর মাটিও শায়খুলইস্‌লামের পদস্পর্শে ধন্যা হয়েছিল আর সৈয়েদ আবদুলহাদী সস্ত্রীক স্বগৃহে স্বীয় উস্‌তায আর তাঁর বাহিনীর অতিথ্যের সুযোগ লাভ করেছিলেন।

সৈয়েদ নযীরহুসাইন মুহাদ্দিসের একজন প্রবীন ছাত্র ছিলেন হযরত মওলানা আবদুলহালীম। ইনি রংপুরের অধিবাসী ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে পাকভারত সীমান্তে মুজাহিদীনের কাফিলায় অবস্থান করার পর তিনি দিল্লীতে শায়খুলইস্‌লামের খিদ্‌মতে হাদীস শিক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। দিল্লী থেকে স্বদেশে ফিরে এসে তিনি শির্ক, বিদ্‌আত আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ করেদেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই রংপুর, বগুড়া ও ময়মনসিংহে বিপুলসংখ্যক মুসলমান আমল-বিল-হাদীসের তরীকায় দীক্ষিত হয়েছিল। আল্লামা আবদুলহাদী তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন কিনা, আমাদের জানানেই, কিন্তু উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাত্রভাব ছিল। দুরূহ সমস্যাসমূহে তিনি আল্লামা আবদুলহাদীর সাহায্য গ্রহণ করতেন। হজ্জ যাত্রাকালে মওলানা আবদুলহালীম সৈয়েদ আবদুলহাদীকেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে যান। তিনি হজ্জ থেকে ফিরে না আসায় তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর নেতৃত্বের ভারও আল্লামার স্কন্ধে পতিত হয়। এই ভাবে উত্তরবাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চল সৈয়েদ আবদুলহাদীর ছাত্র, শিষ্য ও ভক্ত অনুরক্তদলে পূর্ণ হয়ে উঠে। আপামর জনসাধারণ সকলের কাছেই তিনি "আব্বাজী" আর তাঁর সহধর্মিনীগণ "আম্মাজী" নামে আখ্যাত ছিলেন।

আল্লামা সৈয়েদ আবদুলহাদীর পরলোকপ্রাপ্তির কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁকে আর একটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হ'তে হয়। লালবাড়ীর তৎকালীন জমিদার বংশের সঙ্গে কতকগুলি ধর্মীয় বিষয়ে আল্লামার মতভেদ ঘটে আর এই মতভেদ শেষপর্যন্ত মনোমালিন্য ও কলহের আকার ধারণ করে। সৈয়েদ আবদুলহাদী তাঁর স্বাধীন অভিমত আর দৃঢ় স্বভাবের দরুণেই স্বীয় জন্মভূমি আর পরমাত্মীয়দের মায়াবন্ধন ছেদন করেছিলেন। পৈতৃক সম্পদ আর জমিদারীর মুখে পদাঘাত করে শুধু স্বীয় ধর্মবিশ্বাসকে অটুট রাখার জন্য দারিদ্র আর বাস্তুহারার জীবন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন। গৃহের বন্ধন তাঁকে যৌবনের উষায় যেমন আটক করতে পারেনি, প্রৌঢ়ত্বেও তেমনি তিনি সে বন্ধন অনায়াসেই ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। তাঁর সাধের গৃহ ও শিক্ষাগার সমস্তই পরিত্যাগ করে তিনি করতোয়া নদী পার হয়ে চলে আসেন আর দিনাজ-

www.ahlehadeethbd.org

পুর জিলার শেষ প্রান্তে নদীর পশ্চিম কূলে শরীফপুর পরগনার "বস্তীর আড়া" নামক এক শ্বাপদ অরণ্যানীর ভিতর "হিদায়তের নূর" প্রজ্জ্বলিত করে দেন। এই স্থান তাঁর পুণ্যপরশে "নুরুলহুদা" নামে আখ্যাত হয়ে উঠেছে আর লোকালয়ের সমস্ত সুবিধাই আজ এখানে পূর্ণতালাভ করেছে।

যারা আল্লামা মরহুমের সংস্পর্শলাভ করে হিদায়তের সন্ধান পেয়েছিল, তাদের সংখ্যা নিরুপণ করা দুরূহ। আমরা নিম্নে তাঁর কতিপয় বিশিষ্ট ছাত্রের নাম উল্লেখ করবো।

দিনাজপুর, আল্লামা আবুলহাসান মুহাম্মদ আবদুল্লাহেলবাকী আলকুরায়শী (পিতার জ্যেষ্ঠ ও যোগ্যতম সন্তান ও স্থলাভিষিক্ত, মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিশারদ, পাক-ভারতের সর্বজনমান্য নেতা। ১৯৫২ সনে ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন)। মওলানা মুহাম্মদ ওয়াসীমুদ্দীন, মওলানা যমীরুদ্দীন, মওলানা ইবরাহীম (হিদায়তুল ফুস্‌সাকের কবি), মওলানা মুহাম্মদ হুসাইন (শ্যালক, বিশিষ্ট আলিম, সৈয়েদ নযীরহুসাইনের অন্যতম ছাত্র, স্বীয় অঞ্চলের পীর)। মওলবী আবদুস্‌সালাম (মধ্যম পুত্র, শরহে মুল্লা ও মিশ্‌কাত পর্যন্ত স্বীয় পিতার নিকট অধ্যয়ন করে কৈশোরেই পরলোকবাসী হন। মওলবী আতীকুররহমান, মওলবী মুহাম্মদ ইস্‌হাক, মওলবী ইয়াহ্‌য়াআলী, মওলবী মুহাম্মদ সুলায়মান, মওলবী দীন মুহাম্মদ ওয়ায়েয, মওলানা মুহাম্মদ মূসা, মওলবী বদীউয্‌যমান, মওলবী মুহাম্মদ মকসূদ, মওলবী মুহাম্মদ মূসা (দ্বিতীয়), মওলানা খায়েরুদ্দীন, মওলানা যয়েনুলআবেদীন, মওলবী শাহ মুহাম্মদ, মওলবী মযহরুদ্দীন, মওলবী মুজীরুদ্দীন, মওলবী হেকীম দাওর বখশ, মওলবী নজীবুদ্দীন, মওলবী যমীরুদ্দীন (দ্বিতীয়), মওলানা মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ (কনিষ্ঠ জামাতা), মওলবী উবায়দুল্লাহ—এঁরা সকলেই জান্নাতবাসী হয়েছেন। আল্লামা আবদুলহাদীর উল্লেখযোগ্য ছাত্রের মধ্যে কেবল তাঁর জামাতা যশস্বী ও প্রতিষ্ঠাবান আলিম আলহাজ মওলানা কারী মুহাম্মদ আবদুসসামাদ আর এই অধম অকিঞ্চন পিতার অযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র এখনও জীবনের দুর্গাম বহন করে চলছে। আমার একান্ত বাল্য বয়সে হযরত আল্লামা ফিরদৌসবাসী হন, আমি ওঁর কাছ থেকে গোলিস্তান, বলুগোল মরামের কিঞ্চিৎ তর্জমা অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

রংপুর, মওলবী আহসানুল্লাহ চৌধুরী, মওলানা হুনরুদ্দীন, মওলানা আবদুলকাদের (জামাতা), মওলানা আবদুস্‌সালাম (সুন্দরগঞ্জ), মওলানা আমানতুল্লাহ, মওলানা খিয্‌রুদ্দীন, মওলানা যহীরুদ্দীন (সদর), মওলানা বিশারতুল্লাহ, মওলবী তরীকুল্লাহ, মওলবী মুহাম্মদ হুসায়েন, মওলবী মেহরুল্লাহ, মওলবী আতাউল্লাহ, মওলবী সফীরুদ্দীন, মওলবী কাসেমআলী, মওলানা আবদুলআযীয, মওলবী মুহাম্মদ যরীফ। ইঁহাদের মধ্যে শুধু মওলানা আবদুররহীম জীবিত আছেন।

রাজশাহী জিলার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে আল্লামা মরহুমের জামাতা জনাব মওলানা মিহ্‌রুল্লাহ মরহুম ছাড়া অন্য কাহারও নাম স্মরণ হইতেছেনা। মওলানা মরহুম ইলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির "মওলবী ফাযেল" ছিলেন। এরূপ সচ্চরিত্র, অমায়িক সাধু পুরুষ ও স্নেহশীল ব্যক্তি আমরা আমাদের জীবনে বেশী সংখক প্রত্যক্ষ করিনাই। ওঁর মুখে শুনেছিলাম যে, যখন তিনি লালবাড়ীর তীর্থযাত্রা করেন, তখন রাজসাহী জিলার বহুসংখক ছাত্র ওঁর সহযাত্রী হ'য়েছিলেন। কতিপয় মওলানা সাহেবানের নামও তিনি করেছিলেন, আজ অনেক চেষ্টা স্বত্বেও ওঁর সহচরবর্গের একটি নামও স্মরণ করতে পারছিনা।

লালবাড়ী আর নুরুলহুদায় আল্লামা আবদুলহাদী মরহুম যে শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেগুলির ছাত্রাবাসও তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হ'ত। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামী রীতিনীতি অনুসারে ছাত্রবৃন্দের চরিত্র ও নীতিনৈতিকতা গঠনকল্পেও তিনি সতত সচেষ্ট থাকতেন। ছাত্রাবাসগুলিতে এক এক সময়ে একশতেরও ঊর্ধে ছাত্রগণের সমাবেশ হ'ত, তখন শিক্ষাদানের জন্য বহিরাগত সুযোগ্য শিক্ষক নিয়োজিত হতেন। এরূপ উস্‌তাযগণের মধ্যে আরা জিলার হযরত মওলানা আবদুল্লাহ খান, খুলনার মওলানা হাফিয, কারী, সূফী আবদুররহমান ও দিল্লীর হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব আনসারী সমধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন। আল্লামার সহধর্মিনীগণ ছাত্রাবাসের বাবুর্চি আর পুত্ররা খানসামার

www.ahlehadeethbd.org

কর্তব্য পালন করতেন। ওঁর সহধর্মিনীগণের সংস্পর্শ লাভ করে অনেকগুলি বালিকা চলনসই লেখাপড়া, সেলাইয়ের কাজ ও রাঁধাবাড়া শিখেফেলেছিলেন। এদলের অগ্রনায়িকা ছিলেন আল্লামা আবদুলহাদীর জ্যেষ্ঠাকণ্যা ছফীঈয়া খাতুন। ইনি রন্ধন ও সুচিশিল্পে যেরূপ পারদর্শিনী ছিলেন, তেমনি তফ্‌সীর, হাদীস ও উরদু সাহিত্যেও তিনি ব্যুৎপত্তিলাভ করেছিলেন। স্বীয় শ্রদ্ধেয়া মাতার ন্যায় তিনি উরদু আর বাঙ্‌লায় চিঠিপত্র লিখ্‌তে পারতেন ও মিষ্টভাষিনী "ওয়ায়েযা" ছিলেন।

আল্লামা সৈয়েদ আবদুলহাদী বহুসংখক সন্তানের জনক ছিলেন বটে কিন্তু মৃত্যুকালে কেবল দুই পুত্র আর চারজন কণ্যা জনাব সফীঈয়া, জনাব ফাতিমা, উম্মেহাবীবা আর আয়েশাকে রেখেযান। এঁদের কেউ আজ দুনিয়ায় নেই। আল্লামা সৈয়েদ আবদুলহাদী ফার্সী ভাষার সুনিপুন শিল্পী ছিলেন, আরাবী সাহিত্যে বিশেষতঃ হাদীস আর হানাফী ফিক্‌হশাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য। সেকেলে বাঙলাও লিখ্‌তে পারতেন তিনি। বিভিন্ন গ্রন্থে স্বহস্তে যেসব টীকা টিপ্পনি তিনি লিপিবদ্ধ করেগেছেন, সেগুলি পাঠ করলে আরাবী সাহিত্যে তাঁর অধিকার আর ধর্মশাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞানগরিমার পরিচয় পাওয়া যায়। ফার্সী ভাষায় যেসকল পুস্তিকা তিনি প্রণয়ন করেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলির পাণ্ডুলিপি যথাযথ ভাবে সুরক্ষিত হয়নি। পাণ্ডুলিপির যেসব ছিন্নপত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে, সেগুলির সাহায্যে লেখকের জ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে অনুমান করা চলে বটে, কিন্তু পুস্তকাকারে সেগুলি সম্পাদিত করা সম্ভবপর নয়।

আল্লামা সৈয়েদ আবদুলহাদী (রহঃ)কে আজীবন প্রতিকুল ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে সংগ্রাম করে চল্‌তে হয়েছিল বলে তাঁর কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার ও প্রতিষ্ঠাদানের সংকল্পকে তিনি হয়তো মনের মত করে রূপ দিতে পারেননি। কিন্তু হিদায়তের যে দিকদিশারী প্রদীপমালা উত্তর বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তিনি প্রজ্জলিত করেছিলেন, সেগুলির জ্যোতির্ময় আলোক অনাগত ভবিষ্যতেও নিষ্প্রভ হবার নয়। একথা সত্য যে, তাঁর সাধুতা আর পরহেযগারীর উত্তরাধিকারী আজ একজনও নেই, কিন্তু জ্ঞানসাধনার জন্য মুক্তবুদ্ধি আর ইস্‌লাম প্রচারের জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষার যে মহান আদর্শ তিনি স্থাপন করে গেছেন, যুগযুগান্তর ধরে পরবর্তী কাফিলার তা শ্রেষ্ঠ সম্বল হয়ে থাকবে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে জন্মভূমি হতে শতশত মাইল দূর ব্যবধানে দিনাজপুর যিলার সীমান্তস্থল স্বীয় বাসভবন নুরুলহুদায় আল্লামা সৈয়েদ আবু-মুহাম্মদ আবদুলহাদী ফিরদৌসের পথে যাত্রা করেন। এই ভাবে উত্তরবঙ্গে জ্ঞান ও সাধুতার যে উজ্জ্বল ভাস্কর দীর্ঘকাল ধরে কিরণ বর্ষণ করছিল, তা' অস্তমিত হয়ে যায়। জানাযার নামাযে ত্রিশ সহস্রাধিক লোকের সমাবেশ হ'য়েছিল। করতোয়া নদীর পশ্চিমকূলে আল্লামার পবিত্র দেহ সমাধিস্থ করা হয়।

اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه وتجاوز عن سيئاته وتقبل حسناته وادخله اعلى غرف الفردوس من الجنه بفضلك يا ارحم الرحمين -

পুষ্পপত্রে কাঁদে প্রজাপতি

আতাউল হক

ওগো মোর চিত্ত উপবাসী,
তোমার ক্ষুধার অন্ন মিলিল না হেথা?
মহোল্লাসে সৃজেছি দুর্ভিক্ষ,
উল্লাসে সৃজিছি আজো; রোধে-বল কে তা'?
ফুল নাই। ফুল নির্ব্বাসিত।
ইক্ষু—পাট—লৌহ—স্বর্ণে পুষ্পবাগ ভরা!
সাজাইনু এত যত্নে যা'রে,
অহর্নিশ কাঁদে সেই ক্ষুব্ধ বসুন্ধরা!
পুষ্পপত্রে কাঁদে প্রজাপতি।
নাজ—ঢাকা বিশ্ব—আঁখি! নাই তাজা ফুল।
তবু বিশ্ব সাজিয়ে চলিছে
স্বর্ণ—লৌহ—ইক্ষু—পাটে! ভাঙিল না ভুল!
ফুল নাই, কী দিব তোমায়,
যুগান্তের উপবাসী হে ছন্ন পরাণ?
বসুধার বক্ষো'পরি আজ
পুষ্পিত—কূজিত—কুঞ্জ হয়েছে বিরাণ!
হে বুভুক্ষু, কেঁদে চ'লে যাও,
রেখে যাও ধরাপৃষ্ঠে দুই ফোঁটা জল;
এক দিন রিক্ত—তরু—শাখে
সেই অশ্রু—বিন্দু যেন হয় ফুল—ফল!

www.ahlehadeethbd.org

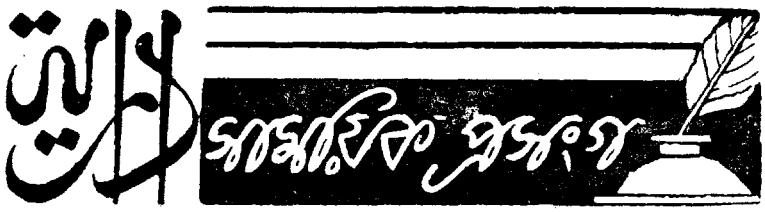

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

বিরাট পরিকল্পনা, আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে বাঙলা একাডেমী বাঙলা ভাষায় ইস্‌লামের বিশ্বকোষ (**Encyclopaedia of Islam**) সংকলন করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। স্বাধীন দেশের প্রায় সকল ভাষাতেই বিশ্বকোষ রহিয়াছে। একই গ্রন্থের মারফতে পৃথিবীর এবং আকাশের সমুদয় জ্ঞান বিজ্ঞান পরিবেশন করার পরিকল্পনা পাশ্চাত্যভূখণ্ডেই সর্বপ্রথম গৃহীত হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম সংস্করণ প্রকাশলাভ করে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে। দু'শত বৎসরের ভিতর বিশ্বকোষ রচনা একটি স্বতন্ত্র বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে আর যেভাবে ইহা উৎকর্ষলাভ করিয়া চলিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিলে পাশ্চাত্য মনীষীদের বিদ্যাবত্তা, গবেষণা ও অধ্যবসায়ের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায়না। পরাধীন পাক-ভারত উপমহাদেশে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের আমলে বিশ্বভারতী বিশ্বকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে শত শত বিশেষজ্ঞের সমবায়ে বিরাট বিরাট পঞ্চাশ ষাট খণ্ডে সমাপ্ত বিশ্বকোষের যে-সকল নূতন নূতন সংস্করণ বাহির হইতেছে, সেগুলির সহিত বিশ্বভারতীর বিশ্বকোষ সমকক্ষতা করিতে না পারিলেও এই গ্রন্থখানাও বাঙলা ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইস্‌লাম সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এই বিশ্বকোষে যথাযথ ভাবে সংযোজিত হয়নাই। ডক্টর নিকল্‌সনের সম্পাদনায় যে "ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া অফ্ ইস্‌লাম" প্রকাশিত আছে, তাহাতেও অনেক অসত্য ও ভ্রমাত্মক বিষয়বস্তু স্থানলাভ করিয়াছে। ইংরাজী, রুষ, জার্মান ও বাঙলা ভাষায় ওরিণ্টালিস্ট অথবা হিন্দু মনীষীগণ জগদ্বাসীকে ইস্‌লামের যে পরিচয় শুনাইয়াছেন, তাহা প্রতিক্রিয়াশীল ও উদ্দেশ্যমূলক হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহার সংশোধনের দায়িত্ব মুস্‌লিম বিদ্বানগণের স্কন্ধেই ন্যস্ত রহিয়াছে। তুর্কী ও মিসরের বিশ্বকোষ এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছে, অথবা লাহোরের উরদু বিশ্বকোষের সংকলয়িতাগণ এবিষয়ে কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমাদের তাহা জানিবার সৌভাগ্য হয়নাই। পাকিস্তান কায়েম হইবার পর বাঙলা ভাষায় ইস্‌লামের বিশ্বকোষ প্রণয়ন করার পরিকল্পনা সর্বপ্রথম বাঙলা একাডেমী গ্রহণ করিয়াছে। একাডেমীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুঃসাহসিক পদক্ষেপ হইলেও এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে পারিলে ইহা বাঙলা ভাষার মুখ উজ্জ্বল করিবে এবং ইস্‌লামের সঠিক পরিচয় সুরক্ষিত হইলে প্রতিক্রিয়াশীলমহলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। প্রত্যেক নিরপেক্ষ সত্যাশ্রয়ী জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তির পক্ষে ইহা যে আনন্দ ও গৌরবের কারণ হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বাঙলা ভাষায় ইস্‌লামের ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া রচনা করার পরিকল্পনাকে আমরা দুঃসাহসিক বলিয়াছি। কারণ এই কার্য সমাধা করার জন্য যে বিপুল অর্থ, উপকরণ আর বিরাট সংখ্যক সুযোগ্য লেখকের আবশ্যক, তাহার ব্যবস্থা সহজসাধ্য নয়। আমাদের বক্তব্যকে স্পষ্টতর করার জন্য বিষয়টি খুলিয়া বলা আবশ্যক।

ইন্‌সাইক্লোপেডিয়াগুলিতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুসমূহের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ নরতত্ত্ব ও জাতিবিদ্যা (**Anthropology & Ethnology**,) স্থপতি বিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব, কলা, জ্যোতিষ, জীববিদ্যা, রসা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

য়নশাস্ত্র, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব (Sociology), শিক্ষা, ইন্‌জিনিয়ারিং, ভূগোল, খগোল, ভূতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন ও মনস্তত্ত্ব, ধর্ম, অধ্যাত্ম ও নীতি বিদ্যা (Religion, Theology and Ethics), সাহিত্য, ভাষা ও লিখন, আইন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা বিদ্যা, জল, স্থল ও আকাশের সামরিক বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা (Physics), শ্রমশিল্প ও কৃষি, খেলাধূলা ও বিভিন্ন। এই সকল বিষয়ের আবার কোন কোনটার শতাধিক শাখা প্রশাখা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে এমন বিষয়বস্তুর অভাব নাই, যেগুলির চল্‌তি বিশ্বকোষ হইতে অনুবাদ করিয়া দিলেই হয়তো যথেষ্ট হইবে, কিন্তু অধিকাংশ বিষয়ে ইস্‌লামি দৃষ্টিভংগী ও সঠিক তথ্যের সহিত গভীর ভাবে পরিচিত থাকা আবশ্যক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমোল্লিখিত নরতত্ত্ব ও জাতি বিদ্যার বিষয়টিই ধরা যাক।

একথা কাহারো অবিদিত থাকার কথা নয় যে, ইউরোপের বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পিছনে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রেরণা যোগাইয়াছে কপারনিকাস Copernicus (1478—1543) আর চার্লস ডারুইনের Charles Robert Darwin (1808—1882) গ্রন্থগুলি। প্রথমোক্ত ব্যক্তির De-Revolutions Orbium সর্বপ্রথম ১৫৪৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশলাভ করে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির Origin of Species ১৮৫৯ সনে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। কপারনিকাসের গ্রন্থে সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীর অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাস স্বতঃই শিথিল হইয়া যায় আর ডারুইন তাঁহার গ্রন্থে বিবর্তনবাদের যে মতবাদ খাড়া করিয়াছেন, তাহার ফল স্বরূপ সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টিজগত হইতে চুপি চুপি সরিয়া পড়িতে হয়। কিন্তু কপারনিকাস ও ডারুইনের মতবাদ কি স্বতঃসিদ্ধ পরম সত্য? ইহাদের দোষ ও বিভ্রান্তি সম্বন্ধে স্বয়ং ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মনীষীরাই কি গোড়াগুড়ি হইতে আপত্তি উত্থাপিত করেন নাই? অথচ এই সকল পণ্ডিতের সমস্ত চেঁচামেচিই অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হইয়াছে। ইউরোপের রাজনৈতিক পটভূমিকায় খৃষ্টধর্ম যে অহেতকী বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করার জন্য রাজনৈতিকরা কপারনিকাস ও ডারুইনের নাস্তিক্যবাদের এরূপ দৃঢ়ভাবে অভিভাবকত্ব করিতে লাগিয়া যায় যে, সৃষ্টিতত্ত্ব বা নরতত্ত্বে এই ডারুইনী মতবাদ শতশত দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও স্বতঃসিদ্ধ ও পরম সত্য ফর্মূলায় পরিণত হইয়াছে। ইস্‌লামের সহিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোনকালে সত্যকার সংঘর্ষ ঘটে নাই। ইস্‌লামের বিশ্বকোষে নরতত্ত্ব ও জাতিবিদ্যার আলোচনা কিভাবে সন্নিবেশিত হইবে? আমাদের একদল মনীষী ডারুইনবাদকে ইস্‌লামের পরিপন্থী মনে করেননা। তাঁহারা নাস্তিক্যবাদ ও "তওহীদে"র মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইয়া "কাঁঠালের আমসত্ত্ব" প্রস্তুত করিতে চান। প্রকৃতপক্ষে ডারুইনবাদের আগাগোড়া সম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ অপরিচিত, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে ইস্‌লামের দৃষ্টিভংগী সম্পর্কেও তদ্‌রূপ তাঁহারা আনাড়ী। ইস্‌লামের বিশ্বকোষে কেবল ডারুইনবাদের দোষত্রুটি ধরিয়া দিলেই চলিবেনা। ইস্‌লামের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কেও যথাযথ ওয়াকেফহাল হওয়া আবশ্যক। ইব্‌নে মস্কওয়ে, ইব্‌নে খল্লদুন, গয্‌যালী, ইব্‌নে-হযম, ইবনেতয়মিয়া ও শাহ ওলীউল্লাহ প্রভৃতি মুস্‌লিম-মনীষীগণ এ বিষয়ে যেসকল ইংগিত দিয়াছেন, সেগুলিকে ভিত্তি করিয়া প্রশস্ত দৃষ্টিভংগী লইয়া প্রথমে এবিষয়ের গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

এই ভাবে কলা, জ্যোতিষ, রসায়ন, ভূগোল সকল বিষয়েই ইস্‌লামের নিজস্ব দান রহিয়াছে। আধুনিক রুচি অনুসারে কেবল খটক নাচ ও বিবস্ত্র তমদ্দুনকে ইস্‌লামের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া "মুসলিম বাঙলার ইতিহাসে"র মত যদি বাঙলায় ইস্‌লামের বিশ্বকোষ প্রণীত হয়, তাহাহইলে উহাকে চরম দুর্ভাগ্য মনে করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ধর্ম, নীতি, দর্শন ও ইতিহাসে অধিকতর সাবধানতার প্রয়োজন। আমাদের আধুনিক সুধীসমাজ এসকল বিষয়েও দুর্ভাগ্যবশতঃ ওরিয়েণ্টালিস্ট পণ্ডিতদের মুখেই ঝাল খাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেকেই যে এসকল বিষয়ে সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেননাই এবং ইস্‌লাম সম্বন্ধে তাঁহাদের গোঁড়ামি, একদেশদর্শিতা এমন কি বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রকট, সেকথা তাঁহারা বুঝিতে চাননা। উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ে মুসলমান মনীষী মণ্ডলী এত বিপুল সম্পদের ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে, ওরিয়েন্টালিস্টদের উচ্ছিষ্ট কুড়াইবার আমাদের আদৌ প্রয়োজন হয়না। কিন্তু এ অমৃত ভাণ্ডার মন্থন করার মত পরিশ্রমী মধুকর কয়জন মিলিবে, কে জানে?

বাঙ্‌লায় ইস্‌লামের বিশ্বকোষ রচনা করিতে হইলে আরাবী, ফার্সী, উরদু, ইংরাজী ও বাঙ্‌লা গ্রন্থসমূহের বিরাট লাইব্রেরী আবশ্যক। আরাবী ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে লেনাপোল ও এর্ডওয়ার্ড উইলিয়ম লেন অপেক্ষা ফিরোযাবাদী, ইবনেআসীর, যমখ্‌শরী ইস্‌ফিহানী, জওহরী ও লিসানুল আরবের উপর অধিকতর নির্ভর করা উচিত।

তাই বলিতেছিলাম, বাঙ্‌লা একাডেমী এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু শতপ্রকার বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও এই প্রয়োজনীয় কার্যে অগ্রসর হইতেই হইবে। ইংরাজী "ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া অফ্‌ ইস্‌লাম"কে ভিত্তি করিয়াই কাজ শুরু করা যাইতে পারে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্‌রাসা আলীয়া এবং সরকারী-বে সরকারী লাইব্রেরীগুলি হইতে যাহাতে সাময়িকভাবে পুস্তকাদি পড়িবার সুযোগ পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। ওযীফা দিয়া অথবা অন্য যেকোন উপায়ে হউক সুযোগ্য ও বিশেষজ্ঞ লেখকবাহিনী সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। ইহাকে জাতীয় কর্তব্যরূপে গ্রহণ না করিলে এই দুরূহ কার্য সমাধা করা সম্ভবপর হইবেনা।

একযাত্রার পৃথক ফল কেন?

দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে দু'চার খানা নিজস্ব সংবাদ ও সাময়িকপত্র ছাড়া অন্যান্য পত্র ও পত্রিকাগুলি সরকারি অনুগ্রহদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত ছিল আর সত্যকথা বলিতে গেলে প্রাক্তন "আওয়ামি সরকার" ছাড়া পূর্বপাকিস্তানের ভুতপুর্ব ক্ষমতাসীন সরকারগুলি সাংবাদিকতার মাধ্যমে প্রচারকার্য চালাইবার কার্যকে বিশেষ কোন গুরুত্বও দেয় নাই। সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইবার পর অন্যান্য সমুদয় বিষয়ের মত সাংবাদিকতা ক্ষেত্রেও সরকারি নীতি সংশোধিত হইয়াছে। দলীয় মুখপত্রগুলি সামরিক কোপানল হইতে শুধু মুক্তিই পায়নাই, রাজনৈতিক সম্প্রদায়িকতা হইতে তওবা করার পুরস্কার স্বরূপ কতকগুলি দৈনিক সরকারি সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেছে। দৈনিক সংবাদপত্র গুলির গুরুত্ব কতখানি, আর রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষতঃ গণসংযোগের ব্যাপারে ইহাদের ক্ষমতা কত অসীম, সেকথা কোন শিক্ষিত ব্যক্তিরই অজানা নাই। সুতরাং পূর্বপাকিস্তানে কয়েকখানা দৈনিকপত্র সরকারি অনুগ্রহ ও সাহায্যপুষ্ট হইতে সমর্থ হইয়া থাকিলে সকলের পক্ষেই তাহা আনন্দের কারণ হওয়া উচিত। কিন্তু জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান ও জেনারেল উমরাও খানের মত উদার দৃষ্টিসম্পন্ন অধিনায়কগণের সরকারের নিকট হইতে এবিষয়ে যে ন্যায়পরায়ণতার প্রত্যাশা ছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ কার্যক্ষেত্রে তাহা প্রমাণিত হয়নাই।

দৈনিক পত্রগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে কোন দ্বিমত না থাকিলেও ইহা অনস্বীকার্য যে, সাময়িক পত্রগুলিও কোন ক্রমেই উপেক্ষিত হইতে পারেনা। জনমত গঠন ও প্রচারকার্য পরিচালনা ব্যাপারে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রগুলি যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে, যে কোন শিক্ষিত দেশ ও রাষ্ট্রের সাময়িক পত্রগুলির অবস্থা লক্ষ্য করিলে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ পূর্বপাকিস্তানের মত দরিদ্র ও জনবহুল প্রদেশে সাময়িক পত্রিকাগুলির মূল্য ও কার্যকারিতা অনেক দিক দিয়া দৈনিক সংবাদপত্রগুলি অপেক্ষা অধিকতর সুদূর প্রসারী। পল্লীর দূরদূরান্তর অঞ্চলে, যেসকল স্থানে দৈনিকপত্রগুলির প্রবেশাধিকার নাই, সাপ্তাহিক কাগজগুলিই সেই সকল স্থানে জনসাধারণের জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের ক্ষুধা মিটাইয়া থাকে। সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মের গঠনমূলক সুষ্ঠু সেবা শুধু মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র ও পত্রিকাগুলিই দান করিতে পারে। পক্ষান্তরে সাময়িকপত্রগুলিকে সর্বদা যেসকল অভাব ও অসুবিধার সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া চলিতে হয়, ভুক্তভোগীমাত্র তাহা অবগত আছেন। নযীর স্বরূপ শুধু এই "তর্জুমানুলহাদীস" ও "সাপ্তাহিক আরাফাতে"র কথাই বলি। তর্জুমান নয় বৎসরের একখানা পুরাতন প্রতিষ্ঠিত মাসিক। ইস্‌লামি মাসিক হিসাবে পূর্বপাকিস্তানে ইহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, রেজিস্টার্ড গ্রাহকের সংখ্যাই হাজার খানিকের উপর। সাপ্তাহিক আরাফাতও দেড়বৎসরের অধিককাল হইতে প্রকাশিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়া আসিতেছে, ইহাও দু'হাজারের কাছাকাছি ছাপা হয় কিন্তু আজপর্যন্ত নানারূপ আবেদন নিবেদন করিয়াও আমরা মাসিক তর্জুমান ও সাপ্তাহিক আরাফাতের জন্য নিউজ প্রিণ্টের নির্ধারিত কোটা সংগ্রহ করিতে পারি-নাই। গত কয়েক মাসে অনির্দিষ্টভাবে কিছু নিউজপ্রিণ্ট ভিক্ষাস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে মাত্র। বাজার হইতে কাগজ কিনিয়া এই দুইখানা সাময়িকপত্রকে টিকাইয়া রাখিতে বিগত কয়েক বৎসরে আমাদিগকে হাজার হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, অথচ আমাদের প্রদেশে সাময়িক-পত্রগুলির পিছনে ধনিক-বণিকদের কোন পৃষ্ঠপোষকতা নাই। সমুদয় সাময়িক পত্র ও পত্রিকার অবস্থা আমাদেরই মত। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রেস কমিশনের মহানুভব সদস্য-গণ এই দরিদ্র ও বিড়ম্বনাপীড়িতদের দিকে চোখ তুলিয়াও তাকাইলেননা। সরকারি সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দূরে থাক সাময়িক পত্রগুলিকে উৎসাহিত এবং তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়া পূর্ণ করার কোন ব্যবস্থাই অব-লম্বিত হইলনা। এক যাত্রার এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ফল হইল কেন, আমাদিগকে সেকথা বুঝাইয়া দিবে কে ?

হজ্জ নিয়ন্ত্রণ, ইস্‌লামের পঞ্চম স্তম্ভ বয়েতুল্লাহ শরীফের হজ্জ। প্রত্যেক সমর্থ নরনারীর জন্য জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। খিলাফতে রাশিদা ও পরবর্তী উমাইয়া ও আব্বাসী এমন কি ফাতেমী খিলা-ফতেও মুসলিম রাজ্যের সর্বাধিনায়কগণ হজ্জের মওসমে নেতৃত্ব করিতেন। ইস্‌লামের অতি দুঃসময়ে এমন কি কর্মতী অভিযানের বেলাতেও মুসলমানদিগকে হজ্জ হইতে বিরত রাখার চেষ্টা অবলম্বিত হয়নাই। পাকিস্তান কায়েম হইবার অব্যবহিতকাল পূর্ব হইতে হজ্জ নিয়ন্ত্রণ করার কুপ্রথা প্রবর্তিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে পুনরায় হজ্জের অবাধ ব্যবস্থা প্রত্যাবর্তিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম কিন্তু কর্তৃপক্ষদের কাছে এই ইস্‌লামি ফরীযার বিশেষ গুরুত্ব না থাকায় আমাদের সে আশা কার্যে পরিণত হয়নাই। জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রতি-শ্রুতিতে যখন পাকিস্তানের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করি-লেন, তখন আমাদের বহু প্রতীক্ষিত ম্লান আশা আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে, অতঃপর হজ্জের আর হজ্জযাত্রীদের সমুদয় বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধা দূরীভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতির ওজুহাতে এবার হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা আরও কমাইয়া দেওয়া হই-য়াছে। পূর্বপাকিস্তান হইতে ন্যূনাধিক মাত্র ৫ হাজার যাত্রী এবারে হজ্জ করার অনুমতি পাইবেন। আমরা অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ নই কিন্তু সামরিক সরকারের এই নির্দেশে ধর্মপরায়ণ মুসলমানগণ যে মর্মাহত হইয়াছে, সেকথা গোপণ করিয়া লাভ নাই। আমাদের মনে হয়, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লইয়া যাত্রীদের সংখ্যা যথাসম্ভব বর্ধিত করিতে পারিলে পাকিস্তানের হাজীরা দুই হাত তুলিয়া সামরিক সরকারের জন্য দোআ করিবে।

তর্জুমান সম্পাদকের আত্মকথা,

গত কয়েক মাস অপেক্ষাকৃত একটু সুস্থ থাকার পর বিগত জানুয়ারী মাসের সূচনা হইতে পুরাতন অম্লপিত্ত শূলের আক্রমণ ভয়ংকর প্রচণ্ড বেগে শুরু হইয়া যায়। ১৩ই জানুয়ারী হইতে ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মাত্র তিন সপ্তাহের ভিতর তিনবার প্রবলবেদনায় আক্রান্ত হইয়া মোট বার দিন তর্জুমান সম্পাদককে সম্পূর্ণ অজ্ঞান অব-স্থায় থাকিতে হয়। আনুসঙ্গিক অন্যান্য ব্যাধিগুলিও মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এবারকার আক্রমণের ফলে অনেকেই শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিতেছিলেন। এরূপ রোগজীর্ণ, অন্ধপ্রায় বার্ধক্যপীড়িত ব্যক্তির পক্ষে তর্জুমানুলহাদীস ও আরা-ফাতের সম্পাদনা এবং জমঈয়তের কার্য পরিচালনা যে কি করিয়া সম্ভবপর, তর্জুমানের পাঠক পাঠিকারাই তাহা বিচার করিবেন। এই সংকটজনক অবস্থার ভিতর-দিয়াই তর্জুমানের সম্পাদককে বর্তমান সংখ্যায় ৫ ফর্মা লিখিতে হইয়াছে, কিন্তু এভাবে কাজ করিয়া যাওয়া আর সম্ভবপর হইতেছেনা। সমস্ত বিষয়ে নানারূপ ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিতেছে। চলাফেরার শক্তির সঙ্গে স্মৃতিশক্তি ও দুর্বল হইয়া চলিয়াছে। বার বৎসরের অধিক কাল যতটুকু সাধ্যে কুলাইয়াছে দেশ দশ ও সমাজের এক টানা ভাবে প্রাণপণে সেবা করিয়া আসি-য়াছি, এক্ষণে এই অক্ষম বৃদ্ধকে অবসর দান করা কর্তব্য। সভাসমিতির জন্য বন্ধুবান্ধবের আগ্রহ প্রীতিদায়ক হইলেও তাঁহাদের নির্দেশ যে যে কেমন করিয়া পালন করা যাইতে পারে, তাঁহাদের নিজেদেরই তাহা বিবে-চনা করা উচিত। এই অধম অকিঞ্চন সকলের নিকট "খাতিমা-বিল-খায়েরের" দোআ প্রার্থনা করিতেছে।

www.ahlehadeethbd.org